যিশাইয় থেকে দানিয়েল পর্যন্ত

দর্শন ও প্রত্যাদেশগুলি সম্বন্ধে

যিশাইয় থেকে দানিয়েল পর্যন্ত
দর্শন ও প্রত্যাদেশগুলি সম্বন্ধে

পাঠ্য পুস্তিকা ৮

বেদ পাঠশালা
৬৭ বেরাক্কা রোড, কিল্‌পক
চেন্নাই - ৬০০ ০১০

এক অধ্যায়

"একজন ভাববাদির সংক্ষিপ্ত জীবন কথা"

বিশেষতঃ নূতন নিয়মের দৃষ্টিকোণ থেকে, ভাববাদী গ্রন্থগুলি পুরাতন নিয়মের মর্ম কথারূপে বিবেচিত হয় । নূতন নিয়মে, যীশু এই পুস্তক গুলিকে পুরাতন নিয়মের "ব্যবস্থা ও ভাববাণী গ্রন্থ " বলে উল্লেখ করেন (মথি ৭ঃ ১২, ২২ঃ৪০) । বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তক - আদি, যাত্রা, লেবীয়, গণনা ও দ্বিতীয় পুস্তককে বলা হয় ব্যবস্থা পুস্তক । আর এখন আমরা যে পুস্তক গুলি নিয়ে আলোচনা করব, সেই ভাববাণী পুস্তকগুলি শুরু হয়েছে, যিশাইয় ভাববাদির পুস্তক থেকে এবং শেষ হয়েছে মালাখি ভাববাদির পুস্তক দ্বারা ।

রাজা আগ্রিপ্পের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনকালে প্রেরিত পৌল ভাববাণী পুস্তক সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছিলেন। পৌল তখন শৃঙ্খলে আবদ্ধ , কিন্তু তিনি এত গুরুত্ব সহকারে সুমাচারের কথা প্রচার করেছিলেন যে, রাজা আগ্রিপ্প নিজেই মন্তব্য করেছিলেন, পৌল তাঁকে খ্রীষ্টীয়ান হতে প্রায় সম্মত করে ফেলেছিলেন। পৌলের সাক্ষ্যের সবথেকে নাটকীয় দিক হল, তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, "রাজা আগ্রিপ্প আপনি কি ভাববাদীগণকে বিশ্বাস করেন? আমি জানি আপনি ভাববাদীগণকে বিশ্বাস করেন।" পৌল প্রায়ই ভাববাদী সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। ভাববাদীগণের রচনা ও প্রচারকার্য্য এত অভিষিক্ত ও অলৌকিক ছিল যে; কোন নারী বা পুরুষের বিশ্বাসের মাত্রা জানার জন্য, তাকে প্রায়ই প্রশ্ন করা হতো, " আপনি কি ভাববাদীগণকে বিশ্বাস করেন ?"

নূতন নিয়মে যখন ভাববাদিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তখন সাধারণতঃ তাদের লেখা পুস্তক বা ভাববাণীমূলক সাহিত্যের প্রতি নির্দেশ করা হয়ে থাকে। বাইবেলে ষোলোজন ভাববাদির লেখা সতেরোটি ভাববাণীমূলক পুস্তক আছে, (যিরমিয় ভাববাদি দুটি পুস্তক রচনা করেছিলেন - যিরমিয় ও বিলাপ পুস্তক) ।

ভাববাণীমূলক পুস্তকগুলি আলোচনা করার পূর্বে, আসুন আমরা দেখি সঠিক অর্থে কাদের ভাববাদী বলা হতো ? এই প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য ভাববাদিদের সঙ্গে যাজকদের তুলনা করা প্রয়োজন। যখন ব্যবস্থাপুস্তক গুলি লিখিত হয়েছিল তখন ইস্রায়েল জাতির আত্মিক নেতা ছিলেন, যাজকগণ । তাদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাঁরা লোকদের পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে মধ্যস্থতা করতেন। তাঁরা ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দের

কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন ও শিক্ষক রূপে শাস্ত্র শিক্ষাদান করতেন । ইস্রায়েল জাতির প্রান্তরে থাকার সময়ে ও পরবর্তীকালে শলোমনের মন্দিরে তাঁরা শাস্ত্র সম্পর্কে এবং বলিদান ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করার বিষয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতেন ।

যাজকগণ হারোণ বা লেবির বংশধররূপে যাজকত্ব করতেন । দুর্ভাগ্য এই যে পরবর্তীকালে যাজকদের মধ্যে অনেকেই অতি অসাধু ও পাপী হয়ে যান । হোশেয় ভাববাদী তাদের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, " যেমন লোকেরা, তেমনই যাজকেরা" অনেক সময় যাজকরাই তাদের অন্যধর্ম ও পাপের পথে পরিচালিত করত। আর যাজকেরা যখন পাপী ও অসাধু হয়ে উঠতেন, ঈশ্বর ভাববাদীগণকে প্রেরণ করতেন ।

ভাববাদীগণ জন্মগতভাবে ভাববাদী হতেন না। এই সব ব্যক্তিদের, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাববাণী বলার জন্য আহ্বান করা হতো। ভাববাদিরূপে আহূত হওয়ার পর, দুই কি তিনজন ভাববাদী যাজকরূপেও কাজ করেছিলেন। অবশ্য তাঁরা ছিলেন ব্যতিক্রমী চরিত্র। কোন কোন ভাববাদী অভিজাত যিহূদী পরিবারের সদস্য ছিলেন । আবার কয়েকজন অতি সাধারণ ব্যক্তিকেও ভাববাদী রূপে ঈশ্বর আহ্বান করেছিলেন । যেমন - আমোষ ভাববাদী একজন মেষপালক ও ডুমুর সংগ্রহকারী ছিলেন। সঠিক অর্থে বলা যায়, যাজক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের সম্মুখীন হয়ে, লোকদের জন্য ঈশ্বরের কাছে মধ্যস্থতা করতেন। কিন্তু ভাববাদীগণকে ঈশ্বর আহ্বান করতেন এবং তাঁরা লোকদের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ বার্তা বহন করে আনতেন।

যে সকল ভাববাদী পুস্তক রচনা করেছিলেন, তাঁরা প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব '৮০০ থেকে খ্রীঃপূর্ব ৪০০ অব্দের' মধ্যে চারশো বছর জগতে ছিলেন। এই সময়ে লোকেরা খুবই পাপী হয়ে উঠেছিল এবং তারা প্রতিমা পূজায় মগ্ন থাকত। যেহেতু তারা অন্যান্য নানা দেবতার পূজা করত, তাদের উপরে, অশূরীয় জাতির আক্রমণ, উত্তরাঞ্চল রাজ্যের নির্বাসনের আকারে তাদের উপরে ঐশ্বরিক বিচারদন্ড নেমে এসেছিল। ব্যবিলনীয়দের আক্রমণ ও দক্ষিণাঞ্চল রাজ্যের বন্দিত্বের দ্বারা প্রায় এক বছর পরে এটি অনুসারিত হয়েছিল। যে সকল ভাববাদী এই পুস্তকগুলি রচনা করেছিলেন, তারা হয় ঐ নির্বাসন পূর্ব যুগে বা বন্দিত্ব কালে পরিচর্য্যা ও প্রচার করতেন অথবা ঐ সব দুঃখজনক ঘটনার পর পুনরুদ্ধার কালে জীবিত ছিলেন ও প্রচারকার্য করেছিলেন।

এই ষোলোজন লেখক - ভাববাদিদের মধ্যে তিনজন, নির্বাসনের পর প্রচার ও পরিচর্যা কার্য্য করেছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দের প্রত্যাবর্তনের পরে, মন্দির পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণ সম্পর্কে প্রচার করেছিলেন। তবে অধিকাংশ ভাববাদী, যিহূদার পরাজয়

ও বন্দিত্বকালে বা পূর্ববর্তী সময়ে, তাদের পরিচর্য্যাকার্য করেছিলেন ।

অশূরীয়দের দ্বারা উত্তর রাজ্যের বন্দিত্ব বা বাবিলীয়দের দ্বারা দক্ষিণ রাজ্যের বন্দিত্বের পূর্বে যে সব ভাববাদী ছিলেন, তাঁরা প্রধাণতঃ এই কথা প্রচার করেছিলেনঃ "যদি তোমাদের আত্মিক পুর্নজাগরণ হয়, যদি তোমরা প্রতিমাপূজার ন্যায় পাপের জন্য আন্তরিকভাবে অনুতাপ কর, তাহলে অশূরীয় আক্রমণ ও বন্দিত্ব অথবা বাবিলীয় আক্রমণ ও বন্দিত্ব ঘটবে না। " এই ভাববাদিগণ অনুতাপ ও আত্মিক পুর্নজাগরণের জন্য লোকদের আহ্বান করেছিলেন । অবশ্য অধিকাংশ সময়েই তাঁদের লোকেরা উপহাস ও বিদ্রূপ করেছিল, তাঁদের নির্যাতন করে ছিল এবং শেষে তাঁরা মৃত্যুবরণ করে শহীদ হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অনেককে আবার হত্যা করাও হয়েছিল কারণ তাঁরা যে কথা প্রচার করতেন, লোকে তা শুনতে ইচ্ছুক ছিলনা ।

যখন ভাববাদিগণ বুঝলেন যে লোকেরা তাদের কথায় কর্ণপাত করছে না, তাঁরা প্রচার করেছিলেন;" সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিচারাদেশের ফলে তোমাদের উপরে বন্দিত্ব নেমে আসবে কারণ তোমরা তোমাদের প্রতিমা পূজার জন্য অনুতপ্ত হও নি।" এবং তাঁদের এই সকলকথা সত্য হয়েছিল । যখন অশূরীয়গণ উত্তর রাজ্য জয় করল, তারা সেখানকার সমস্ত মানুষকে বন্দি করে নিয়ে গেল এবং তাদের কথা আর কখনও শোনা যাই নি। তারও একশো বৎসর পর, বাবিল দেশ দক্ষিণ রাজ্য আক্রমণ করে সেটি জয় করেছিল।

অবশ্য ভাববাদিগণ, বাবিল দেশের আক্রমণ ও যিহূদিদের বন্দিত্ব সম্পর্কে এক আশার বাণী প্রচার করেছিলেন। তাঁরা ভাববাণীমূলক প্রত্যাদেশ লাভ করে বলেছিলেন, "এখন থেকে সত্তর বৎসর পর, তোমরা নির্বাসন থেকে ফিরে আসবে।" বাবিলের নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তনকে তারা ঈশ্বরের করুণা ও অনুগ্রহের অভিব্যক্তি বলে মনে করতেন। তবে এইসব ভাববাদিদের মধ্যে অধিকাংশজনই, ঐ অলৌকিক ঘটনার দিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন না।

মহীশ-সর্ম্পকীয় ভাববাণী

ভাববাদিগণের প্রচারের আর একটি চমকপ্রদ মূল বিষয় হল, তাঁরা বলেছিলেন যে ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দ জগতের প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। তাঁরা এই বিক্ষিপ্ত হওয়ার কথা প্রচার করার সময় এ কথাও বলতেন যে, আবার একদিন তারা সেই বিক্ষি প্ত অবস্থা থেকে ফিরে আসবে। বাবিলের নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তনের ভবিষ্যৎবাণীর

সঙ্গে তাঁরা মশীহ - সম্পর্কীয় ভাববাণীও মিশ্রিত করে দিতেন।

ভাববাদিগণ খ্রীষ্টের দুটি আবির্ভাব বা দু'বার আগমনের কথা বলেছিলেন। তাঁর প্রথম আগমনে, তিনি জগতের পাপের জন্য , যাতনাগ্রস্থ ত্রাণকর্তারূপে মৃত্যু বরণ করবেন। কিন্তু তিনি যখন পুর্নবার আসবেন - যেটাকে আমরা যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন বলে থাকি, - তখন তিনি আসবেন, রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভুরূপে এবং তখন তিনি সমস্ত মন্দ শক্তিকে জয় করে, একটি নূতন স্বর্গ ও একটি নূতন পৃথিবী স্থাপন করবেন, যেখানে ধার্মিকগণ রাজত্ব করবেন।

আমরা মনে করি, একজন ভাববাদির ভূমিকা অনেকটা "আত্মিক আবহাওয়াবিদের" ন্যায়, যিনি আগামীকালের আবহাওয়া সম্পর্কে আমোদের পূর্বাভাষ দিতে পারেন। ভাববাদী শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো , "যিনি ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলেন।" অতএব, ভাববাদী হলেন এমন একজন ব্যক্তি, যাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কথা বলেন। এই সকল ভাববাদী দুভাবে ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলতেন। প্রথমত; তাঁরা ঈশ্বরের বাক্য বাইবেলের মহান প্রচারক ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তখনও ঘটেনি এমন নানা ঘটনা সম্পর্কে তাঁরা "ভবিষৎবাণী" করতেন অথবা অনুমান করতেন অর্থাৎ তাঁরা এমন ঘটনার কথা বলতেন, যা আগামী দিনে ঘটবে।

ভাববাদিগণের ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে আমরা আগ্রহ প্রকাশ করি। যদিও এটি তাদের পরিচর্য্যা কাজের একটা শক্তিশালী দিক, তথাপি এটি তুলনামূলক ভাবে তাঁদের পরিচর্য্যার এক ক্ষুদ্র অংশ। ভাববাদিগণ প্রধাণতঃ প্রচারক ছিলেন। তাঁরা মানুষকে ঈশ্বরের বাক্য পালন ও নিজেদের জীবনে সেই বাক্য প্রয়োগ করার উপদেশ দিতেন। অনেক সময়ে ভাববাদিদের কাছে ভাববাণীমূলক নূতন সত্য প্রকাশিত হতো, কিন্তু যিহোশূয়র সময় থেকে শুরু করে, অধিকাংশ সময়ে, ইতঃপূর্বেই মোশির মাধ্যমে প্রদত্ত লিখিত ঈশ্বরের বাক্যগুলি প্রচার করতেন। এইজন্য আমি বলে থাকি, ভাববাদিদের মধ্যে মোশি হলেন, সব থেকে বড় ভাববাদি কারণ তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে বাক্য লাভ করেছিলেন ।

"Prophet" ইংরাজী শব্দটি দুটি শব্দ দ্বারা গঠিত, যার অর্থ হল, "সামনে দাঁড়ানো" ও "প্রজ্বলিত করা"। ভাববাদীগণ ঈশ্বরের লিখিত বাক্যের সম্মুখে দন্ডায়মান হয়ে, সেই বাক্যকে প্রজ্বলিত করে তুলতেন। তাঁরা মানুষকে ঈশ্বরের বাক্য পালন ও তাদের জীবনে সেই বাক্য প্রয়োগ করার উপদেশ দিতেন। আর যখন ভাববাদির কাছে কোন ভবিষ্যৎ কালের ঘটনা প্রকাশিত হতো, তখন তিনি ঐ ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে

প্রকাশিত ঈশ্বরের বাক্যের আলোকে, পবিত্র জীবনযাপনের জন্য ঈশ্বরের লোকেদের উপদেশ দান করতেন।

সমস্যা নেই তো ভাববাদীও নেই

সমস্যার কারণেই দৃশ্যপটে ভাববাদীগণের আবির্ভাব ঘটতো । তাই এই অর্থে বলা যায়, " সমস্যা নেই, তো ভাববাদীও নেই।" অতএব প্রতিটি ভাববাদির জীবনী ও উপদেশ অধ্যয়ন কালে, আপনাকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে হবে, "যখন এই বিশেষ ভাববাদী একজন বিশেষ ব্যক্তিরূপে আহ্বানিত হয়েছিলেন তখন ঈশ্বরের কার্য্যে কোন সমস্যা দেখা দিয়েছিল, এবং তাঁর দিনে ঈশ্বরের কাজের সেই বাধাগুলি কি ভাবে দূর করার সম্পর্কে তাঁর পরিচর্যাকার্য কিরূপ হয়েছিল?

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হগয় ভাববাদির সময়ে, বাবিলীয় নির্বাসন থেকে ফিরে যিরূশালেম মন্দিরের পুনর্নির্মাণই ছিল, ঈশ্বরের প্রধান কাজ। যখন ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দ মন্দির পুনর্নির্মাণ করতে শুরু করলো , তাদের ভয়ঙ্ক র নির্যাতনের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। যদিও জনৈক্য পারস্য রাজ তাদের নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তন করার ও মন্দির পুনর্নির্মাণের অনুমতি ও সাহায্য দান করেছিলেন, তথাপি কাজ শুরু হওয়ার পরে তারা নানা ভাবে বাধা পেয়েছিল ।

নির্যাতন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা মন্দিরের কাজ স্থগিত রেখেছিল । ফলে তাদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো এবং তারা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল । এই অবস্থা পনেরো বৎসর চলার পর, ঈশ্বর হগয় ভাববাদীকে আহ্বান করেছিলেন । আক্ষরিক ভাবে হগয় ভাববাদী মন্দির নির্মাণের কথা প্রচার করেছিলেন । তিনি লোকদের বলে ছিলেন ঃ "এই কি তোমাদের আপন আপন ছাদ আঁটা গৃহে বাস করিবার সময়? এই গৃহ উৎসন্ন রহিয়াছে" (হগয় ১:৪)। হগয় তাদের, পূর্ব কাজে ফিরে, ঈশ্বরের মন্দির পুনর্নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন।

হগয় ভাববাদির প্রচারের ফলে, ঈশ্বরের লোকেরা নিজেদের জন্য গৃহ নির্মাণের কাজ স্থগিত রাখল। কোন বিষয়ে তারা প্রাধান্য দেবে তা তারা বুঝতে পারল - তাদের প্রথম প্রাধান্যের বিষয় হবে, ঈশ্বরের গৃহ এবং দ্বিতীয় প্রাধান্যের বিষয় হবে তাদের নিজেদের গৃহ। তখন ঈশ্বরের কাজ শুরু হলো এবং দৃশ্যপট থেকে হগয় ভাববাদী অর্ন্তহিত হলেন।

নূতন নিয়মে প্রেরিতদের (ও অন্যান্যদের) লেখা চিঠি ও পত্রগুলি অনেকটা

এই প্রকার। নূতন নিয়মে ঈশ্বরের কাজ হলো খ্রীষ্টের মন্ডলী নির্মাণ। যখনই ঈশ্বরের এই কাজ কোন সমস্যা দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়েছে, তিনি কোন না কোন প্রেরিতকে পত্র লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রেরিতগণের লেখা এই পত্রের উদ্দেশ্য কি ছিল? পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের মন্ডলী নির্মাণে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সমস্যার সমাধান করা, যতক্ষণ না সেই বিঘ্ন দূরীভূত হয় এবং সদাপ্রভুর কাজ অব্যাহত থাকে।

অবশ্য ভাববাদিগণ যে ধরনের বাধা বিপত্তির কথা বলেছিলেন, নূতন নিয়মে প্রেরিতগণ সেই ধরনের বাধা বিপত্তির কথা বলেন নি। যদি ভাববাদিগণের পুস্তক গুলি, নূতন নিয়মের পত্র গুলির সঙ্গে যোগ করা যায়, তাহলে বাইবেলে অন্ততঃ চল্লিশটি পুস্তক পাওয়া যায় , যেখানে আজকের দিনে ঈশ্বরের কাজে বাধাদানকারী সমস্যা গুলি দূর করার নিদান বা উপায় প্রদত্ত হয়েছে।

ঈশ্বর তাঁর কাজ, তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক। এটি আজকের দিনে যেমন সত্য, ভাববাদী ও প্রেরিতগণের দিনেও সেইরূপ সত্য ছিল। এ জগতের যে অংশে আপনাকে ঈশ্বরের কাজ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, আপনি যদি বুঝতে পারেন যে, সেখানে সেই কাজ নানা সমস্যা দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে, যদি আপনি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করেন যে সেখানে ঈশ্বরের কাজ ঠিক ভাবে সম্পাদিত হচ্ছে না, তাহলে সেই সমস্যার উপর যতক্ষণ না আলোকপাত করা হচ্ছে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন। তারপর ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান, অনুগ্রহ ও সাহস যাচ্ঞা করুন,যেন ভাববাদী ও প্রেরিত গণের উপদেশ আপনার কার্যস্থলে, ঈশ্বরের কাজের সমস্যা গুলি সমাধান করার জন্য, প্রয়োগ করতে পারেন।

ভাববাদী ও প্রেরিতগণের মধ্য দিয়ে, ঈশ্বর আপনাকে দেখাবেন যে, তাঁর কাজে বাধাদানকারী সমস্যাগুলি কিভাবে দূর করা যায়। যদি জগতে আপনার অঞ্চলে ঈশ্বরের কাজে বাধা দান কারী সমস্যাগুলির উদ্দেশ্যে কোন উল্লেখ ভাববাদী পুস্তকে বা প্রেরিতগণের পত্রে না থাকে, তাহলে হতে পারে যে ভাববাদী ও প্রেরিতগণের চেতনার মধ্যে ঈশ্বর আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবেন, যেন ঐ সমস্যার বাধাগুলি সম্পর্কে উচ্চৈঃস্বরে বলার জন্য যতক্ষণ না সেগুলি দূরীভূত হয় এবং ঈশ্বরের কাজ অপ্রতিহত ভাবে সম্পাদিত হতে পারে।

দুই অধ্যায়

"যিশাইয় ভাববাদির অবির্ভাব ও তিরোধান"

বাইবেলের ভাববাদীগণকে "প্রধান ভাববাদী" ও "অপ্রধান ভাববাদী" এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। অবশ্য এই নামকরণের অর্থ এইনয় যে, "প্রধান ভাববাদীগণ", "অপ্রধান ভাববাদীগণের" থেকে উচ্চতর ছিলেন। এই স্বাতন্ত্র্য তাঁদের রচনার উপর ভিত্তিশীল। এইপার্থক্য অনুসারে আমরা বলতে পারি, যিশাইয় একজন "প্রধান" ভাববাদী, কারণ ভাববাণীমূলক পুস্তক গুলির মধ্যে তাঁর পুস্তকটি দীর্ঘতম।

যিশাইয় অভিজাত ইহুদি পরিবারের সন্তান ছিলেন। তৎকালীন গুরুবংশের প্রথা অনুসারে তিনি পিতার দিক থেকে রাজা উষিয় এবং রাজা যোয়াশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। যিশাইয় তাঁর পরিচর্যা কাজে একাধিক রাজার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই রাজকীয় ঐতিহ্য তাঁকে ঈশ্বরের কাজের জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুত করেছিল।

গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

যেহেতু আমরা বাইবেলের আরাধনামূলক ও বাস্তবসম্মত আলোচনা করছি, ভাববাদিগণের বার্তা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করার জন্য, আমাদের এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি অনুধাবন করা প্রয়োজন। যে ঐতিহাসিক যুগে এই ভাববাদীগণ এ জগতে বসবাস, প্রচার, পুস্তক রচনা ও পরিচর্য্যা কাজ করতেন (৮০০ থেকে ৪০০ খ্রীঃপূর্বাব্দ), সেই সময় পৃথিবীতে তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তি ছিল ঃ- বৃহৎ অশূরীয় সাম্রাজ্য, যারা ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্য জয় করেছিল, বাবিল সাম্রাজ্য, যারা অশূরীয় সম্রাজ্য জয় করার পর, ইস্রায়েলের দক্ষিণ রাজ্য জয় করে, সেখানকার লোকদের নির্বাসিত করেছিল এবং মাদীয় পারসিক সাম্রাজ্য, যারা বাবিল সাম্রাজ্য জয় করেছিল ।

অশূরীয়গণ উত্তর রাজ্য আক্রমণ ক'রে, তার রাজধানী শমরিয়া জয় করার পূর্বে, যখন অশূরীয় পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী রাজ্য ছিল, সেই সময়ই হল, যিশাইয়র, জীবনকাল । তখনকার দিনে উত্তরের দশটি রাজ্যকে বলা হত "ইস্রায়েল" দেশ। অশূরীয়গণ ইস্রায়েলের লোকদের বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল এবং ইতিহাসে তাদের কথা আর শোনা যায় নি। নির্বাসনের পূর্বে যিশাইয়, ইস্রায়েলীয়দের সতর্ক করে দেওয়ার জন্য প্রচার করেছিলেন যে, তারা নানা দেব দেবীর পূজা করে, পাপে মগ্ন হয়েছে। অতএব তাদের প্রতি ঈশ্বরের বিচারদন্ড নেমে আসবে - তাদের রাজ্য অশূরীয় জাতি

কর্তৃক অধিকৃত হবে।

অশূরীয়গণ উত্তর রাজ্য আক্রমণ করে, সেটি জয় করল এবং ইস্রায়েলের দশটি বংশের সমস্ত লোককে নির্বাসিত করেছিল। পরে তারা দক্ষিণে যিহূদা রাজ্যের ছেচল্লিশটি প্রাচীর বেষ্টিত নগর জয় করেছিল এবং প্রায় যিরূশালেমের দ্বার দেশে উপস্থিত হয়ে, সেখানকার দুইশত সহস্র লোককে বন্দি করে নিজেদের রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিল। অশূরীয় সৈন্যদল যে সময়ে যিরূশালেমের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছিল, সেটাই ছিল, যিশাইয়র উজ্বলতম দিন।

সেইসময় দক্ষিণের যিহূদা রাজ্যের রাজা ছিলেন, হিষ্কিয়। তিনি একজন ধার্মিক রাজা ও প্রার্থনার মহাযোদ্ধা ছিলেন। তিনি দশটি গীত রচনা করেছিলেন। যখন অশূরীয় সৈনদল যিরূশালেমের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছিল, তাদের সেনাপতি পাহারারত দ্বার-রক্ষীদের বিদ্রূপ করছিল ও তাদের আত্ম-সমর্পণ করার আদেশ দিচ্ছিল।

রাজা হিষ্কিয় তখন মন্দিরের মধ্যে ঈশ্বরের কাছে, তাঁর প্রজাদের প্রাণ ভিক্ষা করে প্রার্থনা করছিলেন। এই সময় যিশাইয় একটি প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন। অতএব যিশাইয় ভাববাদী মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে হিষ্কিয় রাজাকে বলেছিলেন যে ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনা শুনছেন - তাঁর প্রজাগণ মুক্তিলাভ করবে। তিনি আরও বললেন যে , অশূরীয় সৈনদলকে দেশে ফেরার বার্তা জানানো হয়েছে। তারা স্বদেশে ফিরে গেলে পর, তাদের সেনাপতি নিহত হবেন।

সেই রাত্রিতে ১৮৫,০০০ হাজার অশূরীয় সৈন্য, তাদের শিবিরের মধ্যে এক মহামারীতে মারা গিয়েছিল। পরদিন প্রাতঃকালে যখন সেই মৃত দেহগুলি আবিষ্কৃত হল, অবশিষ্ট সৈন্যদল স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করল। অশূরীয়াতে পৌঁছানোর পর যিশাইয়র ভাববাণী পূর্ণ হল, কারণ সেনাপতির দুই পুত্র তাদের পিতাকে হত্যা করেছিল। মানবিকতার খাতিরে বলা যায়, যদি যিশাইয় যিহূদার লোকদের কাছে পরিচর্যাকার্য ও প্রভাব বিস্তার না করতেন, তাহলে হয়তো, অশূরীয়গণ উত্তর রাজ্যের সঙ্গে দক্ষিণ রাজ্যটিকেও চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দিত ।

বাইবেলে ভাববাদিগণের ভবিষ্যদ্বাণীর সবথেকে বড় দৃষ্টান্ত যিশাইয় ভাববাদী পুস্তকে পাওয়া যায়। যিশাইয় বহুদিন পূর্বে বলেছিলেন যে, পারস্যদেশ বাবিল জয় করবে এবং মহান রাজা কোরস, যিহূদিদের নিজ দেশে ফিরে মন্দির পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেবেন। তিনি তাঁর লেখায় কোরস রাজার কথা দুবার উল্লেখ করেছেন এবং ইব্রীয় ইতিহাসের এই ঘটনার কথা বহু পূর্বেই বলেছিলেন।

প্রচলিত ধারণা এই যে, বন্দি যিহূদিদের প্রাচীনবর্গ, যিশাইয়র এই ভবিষ্যৎবাণী কোরস রাজাকে এত মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি এক অসাধারণ আদেশ জারী করেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র তাদের প্রত্যাবর্তনের অনুমতিই দেন নি কিন্তু মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য তাদের নানাবিধ দ্রব্যাদিও দান করেছিলেন। পারস্য দেশ বাবিল জয় করার পর, মহান রাজা কোরস, এক আদেশনামা জারী করে, সমস্ত যিহূদী বন্দিদের যিরূশালেমে প্রত্যাবর্তন ও মন্দির পূনর্নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন, (যিশাইয় ৪৪:২৮ - ৪৫:৭ পদ, ইষ্রা ১:২ - ৪ পদ)। এটাই প্রমাণ করে যে যিশাইয়র ভবিষ্যৎবাণী কত সূক্ষ্মভাবে পূর্ণ হয়েছিল।

একজন মহান প্রচারক

যিশাইয় ছিলেন একজন অপূর্ব প্রচারক। যীশুর কথানুসারে স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সমস্ত ভাববাদিগণের মধ্যে যোহন বাপ্তাইজক হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ (লূক ৭:২৮) । আর আমাদের একথাও বলা হয়েছে, যে , যোহন যখন প্রান্তরে প্রচার করেছিলেন যিশাইয়ের বাক্য গ্রন্থে লিখিত উপদেশ প্রচার করেছিলেন (লূক ৩:৪) । যেহেতু , স্ত্রীলোকের গর্ভজাত" ভাববাদীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদী যোহন, যিশাইয় ভাববাদির উপদেশ প্রচার করেছিলেন, অতএব বলা যায়, যিশাইয় হলেন "ভাববাদীগণের ভাববাদী"।

যিশাইয় অন্ততঃ পঞ্চাশ, সম্ভবত ষাট বৎসর যাবৎ প্রচারকার্য করেছিলেন। তিনি যিহূদার, পাঁচজন ও ইস্রায়েলের ছয়জন রাজার রাজত্ব কালে জীবিত ছিলেন। যদিও তিনি অশূরীয়দের দ্বারা উত্তর রাজ্যে উপর যে বিপদ আসছে, সে সম্পর্কে নানা ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রাথমিক কাজ ও চিন্তা ছিল, দক্ষিণের যিহূদা রাজ্য সম্পর্কে ।

যদি আপনি যিশাইয় সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট লাভ করতে চান, তাহলে তাঁর ভাববাণীর প্রথম কয়েকটি পদ যত্ন সহকারে পাঠ করুন। ভাববাণীমূলক পুস্তকগুলিতে, বিশেষ রাজাদের রাজত্বকালে যে সকল ভাববাদী প্রচারকার্য করেছিলেন, তাদের কথা বলা হয়েছে। যিশাইয়র রাজত্বকালে যে সব রাজা রাজত্ব করতেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন ধার্মিক রাজা, আর কয়েকজন ছিলেন অতি দুষ্ট প্রকৃতির রাজা। এইরূপ একজন দুষ্ট রাজার নাম ছিল মনঃশি। কথিত আছে এই রাজাই, যিশাইয় ভাববাদীকে, করাত দ্বারা বিদীর্ণ করে হত্যা করেছিলেন। বহু পন্ডিত বিশ্বাস করেন যে, বাইবেলে "বিশ্বাসী বীরদের" অধ্যায়, পুরাতন নিয়মের যে বিশ্বাসী বীরদের "করাত দ্বারা বিদীর্ণ" করার কথা উল্লেখিত হয়েছে, সেখানে যিশাইয় ভাববাদির শহীদ হওয়ার

কথাই বর্ণণা করা হয়েছে (ইব্রীয় ১১:৩৭) ।

পুস্তকটির দুটি খন্ড

যিশাইয় পুস্তকটি সঠিকভাবে দুটি খন্ডে ভাগ করা যায়। প্রথম উনচল্লিশটি অধ্যায়ে, যিশাইয় অশূরীয় জাতি কর্তৃক ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দের আক্রমণ ও নির্বাসন সম্পর্কে সতর্কতামূলক ভাববাণী উচ্চারণ করা হয়েছে । শেষ সাতাশটি অধ্যায়ে তিনি আরোগ্য ও সান্ত্বনার বার্তা প্রদান করেছেন। যিশাইয় পুস্তকের প্রথম ঊনচল্লিশটি অধ্যায়কে বলা হয়, "আত্মিক অস্ত্রোপচার" এবং শেষ সাতাশটি অধ্যায়ে ঐ "অস্ত্রোপচারের" পর আরোগ্য লাভের কথা বলা হয়েছে।

যেভাবে যিশাইয় পুস্তকের এই ছেষট্টিটি অধ্যায় বিভক্ত করা হয়েছে, তার ফলে এই পুস্তকটি ও মূল বাইবেলের মধ্যে কয়েকটি সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই চমকপ্রদ সাদৃশ্যগুলি চিন্তা করুন ঃ যিশাইয় পুস্তকে ছেষট্টিটি অধ্যায় আছে, আর সমগ্র বাইবেল ছেষট্টিটি পুস্তক নিয়ে গঠিত হয়েছে। যিশাইয় দুটি খণ্ডে ভাগ করেন - ঊনচল্লিশটি অধ্যায় ও সাতাশটি অধ্যায় দ্বারা। বাইবেলেরও দুটি অংশ আছে পুরাতন নিয়মে আছে ঊনচল্লিশটি পুস্তক ও নূতন নিয়মে আছে সাতাশটি পুস্তক । যিশাইয় পুস্তকটির প্রথম খণ্ডটি অনেকটা পুরাতন নিয়মের মতো, সেখানে আছে নানা পবিত্র সর্তকতা ও সংশোধনের উপদেশ - যা মানুষের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে ও মানুষ ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে যে সমাধান খুঁজে পায়।

যিশাইয় পুস্তকের দ্বিতীয় অংশ, অনেকটা নূতন নিয়মের মত, যা মানুষকে সান্ত্বনা ও প্রত্যাশা দান করে। কারণ তারা যিশাইয় পুস্তকের "পুরাতন নিয়ম" সদৃশ্য অংশটি পাঠ করেছে, সেখানে তাদের ত্রাণকর্তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সজাগ হয়েছে। পুরাতন নিয়ম শুরু হয়েছে "তুমি কোথায় ?" (আদি ৩:৯) এই প্রশ্ন দিয়ে, আর নূতন নিয়ম শুরু হয়েছে "তিনি কোথায়" (মথি ২:২) এই প্রশ্ন দিয়ে । যিশাইয় পুস্তকের দুটি অংশ, আমাদের পরিত্রাতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সজাগ করে এবং তারপর তিপান্ন অধ্যায়ে আমাদের সঙ্গে যাতনাগ্রস্থ পরিত্রাতার পরিচয় করিয়ে দেয় ।

যিশাইয়র আহ্বান

যিশাইয় পুস্তকের দুটি অধ্যায়, ব্যক্তি যিশাইয় সম্বন্ধে তাঁর পরিচর্য্যা ও উপদেশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। এর মধ্যে প্রথমটি হল ছয় অধ্যায়,

যেখানে যিশাইয়র আহ্বান বা কার্যভার প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। এটিকে বলা যায় যিশাইয়র রূপান্তর। শাস্ত্রে দেখা যায়, ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিগণ বিশেষ বিশেষ কারণে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন, যেন তাঁরা ঈশ্বরের জন্য কোন অর্থপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যিশাইয়র আহ্বান ও ঈশ্বরের কার্য্যভার গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসার অভিজ্ঞতা লাভের সময়, তিনি শুনেছিলেন, সদাপ্রভু তাঁকে বলছেন ঃ "আমি কাহাকে পাঠাইব? আমার পক্ষে কে যাইবে?" (৮ পদ)। উত্তরে যিশাইয় এই অঙ্গীকার করেছিলেন, "এই আমি আমাকে পাঠাও।" শাস্ত্রে এই চিত্রটি খুবই স্পষ্টভাবে উচ্চারিত। যে সকল মানুষ ঈশ্বরের কাছে আসেন, তাঁরা ঈশ্বরের জন্য একটি কার্যভার প্রাপ্ত হন ও অগ্রসর হন।

ঈশ্বর তাঁকে বলেছিলেন, "যিশাইয় লোকে তোমার কথা শুনতে চাইবে না। লোকদের পরিবর্তিত করার উদ্দেশ্যে তুমি তাদের কাছে যাবে না। তারা আমার প্রতি মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু আমি চাই তুমি যে কোন ভাবে তাদের কাছে যাবে কারণ আমি চাই তারা আমরা কথা শ্রবণ করুক।" প্রচারক হওয়া যথেষ্ট কঠিন ব্যাপার। একবার কল্পনা করুন, পঞ্চাশ বা ষাট বৎসর প্রচারকরূপে কাজ করার পর, আপনি দেখলেন যে কেউই আপনার প্রচারে কর্ণপাত করল না!

ঈশ্বর প্রদত্ত কার্যভারের প্রতি যিশাইয় আশ্চর্যজনক ভাবে দায়বদ্ধ ছিলেন। সহজ ভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, "আর কতদিন পর তাঁরা শোনার জন্য প্রস্তুত হবে?" এবং ঈশ্বর বিশেষরূপে উত্তর দিতেন, "যতদিন না তারা সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় বা ক্রীতদাসরূপে নীত হয় এবং তাদের দেশ ধ্বংস প্রাপ্ত ও জনমানবশূন্য হয়" (যিশাইয় ৬:১১,১২ পদ)। ঈশ্বর প্রদত্ত কার্যভারের প্রতি যিশাইয়র দায়বদ্ধতা আমাদের কাছে আদর্শস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে এইসব ভাববাদীগণের দায়বদ্ধতা আমাদের কাছে তাঁদের প্রচারিত সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ। তাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁরা গমন করেছিলেন। যাওয়ার পর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, তাঁরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন এবং ঈশ্বর প্রদত্ত কার্যভার সম্পন্ন করেছিলেন।

ঈশ্বর যখন আমাদের কোন কার্যভার প্রদানের জন্য আহ্বান করেন, আমাদের দায়িত্ব হল, সেই কাজ সুসম্পন্ন করা। আমাদের বাধ্যতার ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। একমাত্র ঈশ্বর - পবিত্র আত্মা ফলাফল উৎপাদন করতে পারেন। আমাদের দায়িত্ব হল বিশ্বস্ততা। ফলপ্রসূতা হল ঈশ্বরের দায়িত্ব। আমাদের দায়িত্ব হল, সেই কাজ সম্পন্ন

করা, যার জন্য ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেছেন।

তিন অধ্যায়

"মশীহ সম্পর্কিত সুসংবাদ"

ভাববাণী সম্পর্কিত পুস্তকগুলির মধ্যে যিশাইয়র পুস্তকে সব থেকে বেশী মশীহ সম্পর্কে ভাববাণী বলা হয়েছে। আর পুরাতন নিয়মের অন্য সব ভাববাদী অপেক্ষা, যিশাইয় ভাববাদীর ভাববাণী, নূতন নিয়মের সব থেকে বেশী উদ্ধৃত করা হয়েছে। যিশাইয়র পুস্তক টি পাঠ কালে, আপনারা বিশেষ ভাবে মশীহ সম্পর্কিত ভাববাণীগুলি লক্ষ্য করুন। যিশাইয় পুস্তকে আপনারা দেখতে পাবেন সেই মশীহের নামকরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, "তাঁহার নাম হইবে - আশ্চর্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা ও শান্তি রাজ" (৯:৬)। যিশাইয় স্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে , সেই মশীহ হবেন মানবিক দেহে ঈশ্বর বা ইম্মানুয়েল - যার অর্থ "আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর" (মথি ১ঃ২৩)।

মশীহের আবির্ভাব হওয়ার সময়ে, তখন তাঁর মধ্যে দিয়ে আত্মার যে মূলভাব প্রকাশিত হবে, যিশাইয় সে কথা উল্লেখ করেছেন ঃ "আর যিশয়ের গুঁড়ি হইতে এক পল্লব নির্গত হইবেন ও তাঁহার মূল হইতে উৎপন্ন এক চারা ফল প্রদান করিবেন। আর সদা প্রভুর আত্মা -প্রজ্ঞার ও বিবেচনার আত্মা, মন্ত্রণার ও পরাক্রমের আত্মা, জ্ঞানের ও সদাপ্রভুর ভয়ের আত্মা, - তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিবেন, আর তিনি সদাপ্রভু-ভয়ে আমোদিত হইবেন" (১১:১-৩) । প্রকাশিত বাক্যে এটি সদাপ্রভুর "সপ্তআত্মা" নামে উল্লেখিত হয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ৩:১, ৪:৫,৫:৬)।

যেহেতু সাত নম্বর বাইবেলের পরিপূর্ণতার প্রতিনিধিত্ব করে যিশাইয় মশীহের আগমন সম্পর্কে আমাদের প্রকৃত পক্ষে জানাচ্ছেন "মশীহ ঈশ্বরের আত্মার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি" এবং তিনি সাতভাবে ঈশ্বরের আত্মার মূলভাব প্রকাশ করবেন। তাঁর জীবন থেকে প্রজ্ঞার আত্মা, বিবেচনার আত্মা, জ্ঞানের আত্মা, মন্ত্রণার আত্মা, পরাক্রমের আত্মা, আরাধনার আত্মা ও প্রভুর আত্মা প্রকাশিত হবে।

চারটি সুমাচার পাঠ করার পর আপনার মনে, কিরূপ স্মারক চিত্র ফুটে ওঠে? যিশাইয়র মতানুসারে মশীহের প্রতিচ্ছবি হবে এরূপ ঃ তাঁর জীবন প্রজ্ঞার আত্মা

ও বিবেচনার আত্মা প্রকাশ করবে। তিনি ঈশ্বরের বাক্য পরিপূর্ণভাবে জানবেন ও অনুধাবন করবেন। জ্ঞানের আত্মার অর্থ হল, প্রজ্ঞার প্রয়োগ, অতএব যীশু তাঁর নিজের জীবনে ও অন্যদের জীবনে, ঈশ্বরের বাক্য প্রয়োগ করে, জ্ঞানের আত্মা প্রদর্শন করবেন। এর অর্থ তিনি মন্ত্রণার আত্মাও প্রদর্শন করবেন। যখন তিনি তা করবেন, তখন তাঁর জীবনে ও পরিচর্য্যা কাজে, শক্তি ও পরাক্রমের আত্মা প্রকাশিত হয়ে, জীবন পরিবর্তনকারী গতিশীলতা আনয়ন করবে।

সবশেষে , যিশাইয়র ভাববাণী অনুসারে, সেই মশীহ, আরাধনার আত্মা অথবা সদাপ্রভুর ভয়ের আত্মা প্রকাশিত ও প্রদর্শন করবেন। তিনি মন্তব্যটি যুক্ত করেন যে তিনি আরাধনার আত্মার এই শেষ অভিব্যক্তি পরমানন্দায়ক করবেন। সুসমাচারে আমরা দেখতে পাই, যীশু যখন মানুষের পরিচর্য্যা করতেন না , তখন তিনি নির্জনে প্রার্থনা ও ঈশ্বরের আরাধনা করতেন। চারটি সুসমাচার পাঠ করুন ও যীশুর জীবনে ঈশ্বরের আত্মার এই সাতটি সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি পরিপূর্ণতা লাভ করার বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করুন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পবিত্র আত্মা সম্পর্কে এক পুনরাগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। পবিত্র আত্মা সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে, আমরা কয়েকটি ভুল ধারণার বশবর্তী হই ও পবিত্র আত্মার অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করে নানাবিধ বিভাগ ও বিভেদ সৃষ্টি করি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আপনারা কি কখনও আত্মাপূর্ণ বিশ্বাসী, পুরোহিত বা মন্ডলীর কথা শুনেছেন ? প্রকৃত পক্ষে দুধরনের বিশ্বাসী, পুরোহিত অথবা মন্ডলী আছে। প্রথমটি হল আত্মা পূর্ণ বিশ্বাসী, পুরোহিত ও মন্ডলী এবং অন্যটি হল অন্য সব বিশ্বাসী, পুরোহিত ও মন্ডলী দ্বারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ নয় যারা, কখনই হয়নি।

বাইবেলে যখন বিশ্বাসীদের আত্মায় পূর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তখনকি এই কথাই বোঝানো হচ্ছে? সমস্ত বিশ্বাসী কে "আত্মায় পূর্ণ" (ইফিষীয় ৫:১৮) হতে বলা হয়েছে । মূল ভাষায় আক্ষরিকভাবে আমাদের আদেশ করা হয়েছে , "আত্মাতে পরিপূর্ণ হও"। গ্রীক ভাষায় এই নির্দেশ এমন ভাবে গঠিত হয়েছে যে এটি কোন ঐচ্ছিক বিষয় নয় কিন্তু খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত শিষ্যগণের প্রতি তাঁর সুনির্দিষ্ট আদেশ।

আত্মায় পূর্ণ হওয়ার অর্থ কি ? প্রেরিতদের পুস্তকে বলা হয়েছে যে পঞ্চাশত্তমীর দিন, পিতর "পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে" তাঁর দীর্ঘ উপদেশ প্রচার করেছিলেন । আমরা পরে আরও পাঠ করি, "পিতর আত্মায় পূর্ণ হয়ে" পুনরায় প্রচার করেছিলেন এবং তার ফলে হাজার হাজার মানুষ পরিত্রাণ লাভ করেছিল। তারওপরে দেখা যায় "পিতর আত্মায় পূর্ণ" হয়ে, আরও নানাবিধ কাজ করেছিলেন। এখন শাস্ত্রে, যে সময়ে "পিতর

আত্মায় পূর্ণ" হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, তিনি কি পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্ণ হয়েছিলেন ?

পবিত্র আত্মা কোন তরল বস্তু নয় । পবিত্র আত্মা একজন ব্যক্তি, আর আমরা সেই ব্যক্তি - পবিত্র আত্মাকে আমাদের জীবনে লাভ করি অথবা লাভ করি না। "আমরা কতটা আত্মা লাভ করেছি", এটা প্রশ্ন নয়, প্রকৃত প্রশ্ন হল, "পবিত্র আত্মা আমাদের কতটা অধিকার করেছেন" ? যখন তিনি আমাদের সমস্তটা অধিকার করেন তখনই আমরা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হই ।

একজন আত্মাপূর্ণ বিশ্বাসী হলেন, আত্মা-নিয়ন্ত্রিত বিশ্বাসী। আমাদের আত্মায় - পূর্ণ হবার আগে,পৌল আদেশ করেছেন, "দ্রাক্ষারসে মত্ত হইওনা , তাহাতে নষ্টামি আছে, কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও" (ইফিষীয় ৫:১৮)। যে ভাবে একজন মানুষ মদ্য পান করে, মদের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, ঠিক সেই ভাবে আমাদের পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।

যিশাইয়র এই সুন্দর ভাববাণী আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে আমরা কেউই আত্মায় পূর্ণ হতে ভয় পাব না। কারণ যদি আমরা সম্পূর্ণভাবে পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্ণ হই, ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই, যদি ঈশ্বর আত্মায় যেরূপ, সেরূপে সেই মূল ভাব প্রকাশ করতে পারি, তাহলে আমরা যীশু খ্রীষ্টের ন্যায় হতে পারব, যিনি ঈশ্বরের আত্মার এই সাতটি দিক প্রকাশিত ও প্রতিফলিত করেছিলেন।

যিশাইয় বলেছেন, যীশুখ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের আত্মার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি । যীশুখ্রীষ্টই সব সময় শতকরা একশো ভাগ আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলেন অথবা তিনি সব সময় আত্মা দ্বারা পূর্ণ থাকতেন। যীশুখ্রীষ্টের জীবনে ঈশ্বরের আত্মা সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আর তিনি কিরূপ ছিলেন? চারটি সুসমাচার পাঠ করুন এবং উপলব্ধি করুন।

কোন মানুষ কি সুসমাচার পাঠ করার পর যীশু ন্যায় হওয়ার বাসনা প্রকাশ না করে থাকতে পারে ? স্বাভাবিকভাবে আমরা যখন আমাদের জীবনে, ঈশ্বরের আত্মার সুবাস প্রকাশ করি, যীশুখ্রীষ্টের জীবনই তখন আমাদের কাছে আদর্শ স্বরূপ হয় - কারণ তিনিই আত্মা ।

ঈশ্বরের রাজপথ

যিশাইয় চল্লিশ অধ্যায়ে, আমরা মশীহ সম্পর্কিত আরও একটি ভাববাণী

দেখতে পাই। "একজনের রব সে ঘোষণা করিতেছে, 'তোমরা প্রান্তরে সদা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, মরুভূমিতে আমাদের ঈশ্বরের জন্য রাজপথ সরল কর। প্রত্যেক উপত্যকা উচ্চীকৃত হইবে, প্রত্যেক পর্বত ও উপপর্বত নিম্ন করা যাইবে; বক্র স্থান সরল হইবে, উচ্চ নীচ ভূমি সমস্থলী হইবে; আর সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রকাশ পাইবে, আর সমস্ত মর্ত্য এক সঙ্গে তাহা দেখিবে" (৩-৫) ।

যোহন বাপ্তাইজক, তাঁর প্রচার কার্য কালে, যিশাইয়ের এই উপদেশই প্রচার করেছিলেন (লূক ৩:৪ - ৬)। এটি যিশাইয় ভাববাদির অন্যতম প্রধান উপদেশ । তিনি প্রচার করেছেন যে, পুত্র ঈশ্বর মশীহ রূপে এই পৃথিবীতে আসছেন। যিশাইয় মশীহের এই আগমনকে একজন রাজার যাত্রা পথের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যদি কোন রাজা দূরবর্তী কোন গ্রামে যেতে চান, প্রজাগণ তাঁর যাত্রার জন্য রাজপথ নির্মাণ করে। তারা সেই পথের নাম দেয় "রাজার রাজপথ"। আমরা যদি একটা রাজ পথ নির্মাণ করতে চাই, আমাদের চারটি কাজ করতে হয়। পাহাড় সমতল করতে হয়, উপত্যকাগুলি ভরাট করতে হয়, বক্র স্থান সোজা করতে হয় এবং রুক্ষ স্থানগুলি মসৃণ করতে হয়।

যিশাইয় এই প্রাত্যহিক দৃষ্টান্তটি ব্যবহার করে, বিশেষ ভাবে বলেছেন ঃ ঈশ্বরে এ জগতে ভ্রমণ করতে চান কিন্তু ভ্রমণের জন্য তাঁর একটি রাজপথের প্রয়োজন। ঈশ্বর যে রাজপথ দিয়ে এই পৃথিবীতে আসবেন, সেটি হল তাঁর পুত্রের জীবন। বলা যায় ঈশ্বরের পুত্রের জীবন হচ্ছে এমন এক জীবন, যেখানে অহঙ্কারের পর্বত সকল সমতল হয়ে যায়, পাপের বক্র স্থান গুলি সরল করা যায়, উপত্যকা বা শূন্য স্থান গুলি পূর্ণ করা যায় এবং রুক্ষ স্থান গুলি মসৃণ করা যায় । আর তখন একটি রাজপথ নির্মিত হয় যার উপর দিয়ে ঈশ্বর এ জগতে ভ্রমণ করেন, আর ঐ রাজপথের মধ্য দিয়ে সমস্ত মানুষ পরিত্রাণ ও ঈশ্বরের মহিমা অবলোকন করেন।

যেহেতু আমাদের কি ভাবে জীবন যাপন করা উ চিত সেটি যীশুই আমাদের দেখিয়ে ছিলেন , এর অর্থ আমাদের জীবন ঈশ্বরের জন্য রাজপথ স্বরূপ। অতএব আমি আপনাদের একান্তভাবে এই প্রার্থনা করতে বলছি , "হে ঈশ্বর, তুমি আমার জীবনকে এক রাজপথ রূপে গড়ে তোলো, যেন তুমি তার উপর দিয়ে এ জগতে ভ্রমণ করতে পার।" ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করার পর যদি ঈশ্বরের আত্মিক বুলডোজার, আপনার অহঙ্কারের পর্বত সকল সমান করে দেয়, উপত্যকা ও শূন্যস্থান গুলি পূর্ণ করে দেয়, পাপের বক্রতা সরল করে দেয় এবং রুক্ষ স্থান গুলি মসৃন করে দেয়, তা

দেখে আশ্চর্য হবেন না। যখন আমি ও আপনারা এই প্রার্থনা করি ঈশ্বরে সেখানে এক সংকেত বাণী ঝুলিয়ে দেন, "সাবধান, ঈশ্বর এখানে কার্য্যরত"!

নাসরতীয় ঘোষণা পত্র

একষট্টি অধ্যায়ে যিশাইয়র আর একটি আশ্চর্যজনক উপদেশ লিখিত আছে। এটি যীশুর জনগণের পরিচর্য্যা কার্যের প্রতি মশীহ সম্বন্ধীয় উপদেশ। যখন যীশু তাঁর তিন বৎসরের জনগণের পরিচর্য্যার কাজ শুরু করেছিলেন তিনি একটি ঘোষণা পত্র প্রচার করেছিলেন, যেটিকে পন্ডিত গণ "নাসরতীয় ঘোষণা পত্র" বলে অভিহিত করেছেন। যীশু নিজ নগরের সমাজ গৃহে গিয়েছিলেন এবং যিশাইয় ভাববাদির পুস্তকটি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেই পুস্তকটি নিয়ে পাঠ করতে শুরু করলেন ঃ "প্রভু সদা প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কেননা নম্র গণের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে সদাপ্রভু আমাকে অভিষেক করিয়াছেন; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন আমি ভগ্নান্তঃ করণ লোকেদের ক্ষত বাঁধিয়া দিই যেন বন্দী লোকদের কাছে মুক্তি ও কারারুদ্ধ লোকদের কাছে কারামোচন প্রাচর করি, যেন সদা প্রভুর প্রসন্নতার বৎসর ঘোষণা করি।" তারপর তিনি ঘোষণা করলেন, তিনি যা পাঠ করলেন , সেই বিষয় গুলি ঐ নির্দিষ্ট দিনে পরিপূর্ণরূপ গ্রহণ করল, (যিশাইয় ৬১:১ , ২ ও লূক ৪:১৮)।

যদি আপনি যিশাইয় ৬১ অধ্যায়ের এই ভাববাণীটি , লূক চার অধ্যায়ে যীশুর উদ্ধৃতির সঙ্গে তুলনা করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, তিনি এই উদ্ধিতি , একটি বাক্যের মধ্যস্থলে শেষ করেছেন। যিশাইয় তার পরেও বলেছেন, "ও আমাদের ঈশ্বরের প্রতিশোধের দিন ঘোষণা করি।" যীশু পদের এই অংশটি পাঠ করেননি কারণ সেখানে যীশুর দ্বিতীয় আগমনের কথা বলা হয়েছে। মশীহ ফিরে আসবেন এবং ঈশ্বরের শত্রুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। যীশু ঐ পদের মধ্যস্থলে পাঠ সমাপ্ত করে, পুস্তকটি ধর্ম গুরুদের হাতে প্রত্যার্পণ করলেন। কারণ ঐ দিন থেকেই তিনি তাঁর তিন বৎসরের পরিচর্য্যা কাজ শুরু করেছিলেন। তারপর তিনি বলেছিলেন, "অদ্যই এই শাস্ত্রীয় বচন তোমাদের কর্ণগোচরে পূর্ণ হইল," (লূক ৪:২১)।

যীশু এখানে বলেছেন, "সদা প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কেননা নম্র দিগের কাছে সুসমাচার প্রকাশ করিতে, প্রভু আমাকে অভিষেক করিয়াছেন।" ঐ সব লোকদের তিনি নম্র বলছেন কারণ এক অর্থে তারা ছিল অন্ধ - তারা তাদের ডান হাত থেকে বাম হাতের পার্থক্য বুঝত না। তারা নম্র কারণ তারা বদ্ধ অর্থাৎ তারা মুক্ত

নয়। আর তারা এই অর্থে নম্র যে , তারা ভগ্ন ও চূর্ণ।

ঐ দিন নিজ নগরের সমাজ গৃহে যীশু বলেছিলেন, "আমার পরিচর্য্যার লক্ষ্য হল, অন্ধ, বন্দী, ও ভগ্ন লোকেরা। যখন আমি এইসব নম্র লোকেদের কাছে আমার সুসমাচার ঘোষণা করব, তখন অন্ধরা দেখতে পাবে, বন্দী গণ মুক্ত হবে, এবং ভগ্ন, চূর্ণ মানুষেরা আরোগ্য লাভ করবে।"

এই মহান নাসরতীয় ঘোষণা পত্র প্রচার করে, যীশু তাঁর তিন বৎসরের পরিচর্য্যা কাজ শুরু করেছিলেন।

এই নাসরতীয় ঘোষণা পত্র একটি সুন্দর পরিকাঠামো, যার মধ্য দিয়ে আপনি চারটি সুসমাচারে, বিশেষতঃ লূক লিখিত সুসমাচারে বর্ণিত যীশুখ্রীষ্টের পরিচর্য্যা মূলক কার্য সকল অবলোকন করতে পারেন। যীশু অর্থাৎ 'আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর', এমন এক ঘোষণা পত্র প্রকাশ করতে চেয়ে ছিলেন যার মধ্য দিয়ে তিনি বর্ণনা করবেন, তিনি কে তিনি কি, এবং এ জগতে তিনি কি করবেন। আর সেই জন্য তিনি যোহন বাপ্তাইজকের ন্যায় যিশাইয় ভাববাদির উপদেশ দিয়ে, তাঁর প্রচার কার্য শুরু করেছিলেন।

চারটি সুসমাচার পাঠ কালে লক্ষ্য করুন, যীশু ঐ ঘোষণা পত্র পাঠ করার পর, তিন বৎসর যাবৎ কি করেছিলেন। তিনি অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি দান করেছিলেন । যদিও বাস্তবে তিনি অনেক অন্ধ ব্যক্তিকে সুস্থ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর শিক্ষা দান কার্যের মধ্য দিয়ে, তিনি আত্মিক ভাবে অন্ধ ব্যক্তিদের আত্মিক দৃষ্টি শক্তি দান করেছিলেন। জনসাধারণের প্রতি তাঁর ছিল অপার করুণা। কারণ তারা ছিল মেষদের ন্যায় , যে মেষেরা ডান দিক থেকে বাঁদিকের পার্থক্য করতে পারেনা। আত্মিক অন্ধদের দৃষ্টি দান, স্বভাবতই তাঁর শিক্ষার এক রূপক চিত্র প্রকাশ করে।

তাঁর পরামর্শ দান কাজের দ্বারাও তিনি বন্দীদের মুক্ত করেছিলেন। তিনি বন্দী মানুষের কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন যে তারা যদি যীশুকে অনুসরণ করে তাহলে তিনি তাদের সেই সত্যে পরিচালিত করবেন যা তাদের মুক্তি প্রদান করবে (যোহন ৮:৩০ - ৩৫)।

যদি আপনি আত্মিক ভাবে অন্ধ, বিহ্বল অথবা যদি আপনি ডান দিক থেকে বাম দিকের পার্থক্য না বোঝেন তাহলে মশীহের পরিচর্য্যা আপনাকে পথ নির্দেশ করবে। তাঁর উদ্দেশ্য হল আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করা, আপনার অন্ধত্বে দৃষ্টি দান করা। যদি আপনি মুক্ত না থাকেন যদি আপনি নেশা গ্রস্থ হন, মশীহের পরিচর্য্যা আপনাকে পথ নির্দেশ করবে। তিনি আপনার মত মানুষের জন্যই এ জগতে এসেছিলেন। তিনি

আপনাকে মুক্তি দিতে চান। যদি আপনার জীবনে জটিলতার কারণে, আপনি ভগ্ন ও চূর্ণ হয়ে যান, মনে রাখবেন আপনার মত মানুষের জন্যই যীশু এ জগতে এসেছিলেন। তিনি আপনাকে আরোগ্য দান করবেন, আপনাকে সুস্থ করে তুলবেন, তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ করে তুলতে চান।

যদি আপনি ইতিমধ্যে যীশু ও যিশাইয় প্রদর্শিত মশীহের ঘোষণা পত্রের আশ্চর্য জনক পরিত্রাণের অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকেন, তাহলে বাইরের জগতে যান এবং অন্য মানুষের সঙ্গে ভাব বিনিময় করুন। মনে রাখবেন যীশুর পরিচর্য্যা তাদেরও পথ নির্দেশ করবে। নিজেকে প্রশ্ন করুন ঃ তারা কি অন্ধ? তারা কি বন্দী? তারা কি ভগ্ন? আপনার হৃদয়ের খ্রীষ্ট, ঠিক যেমন আপনার জন্য, তেমনই তাদের জন্য পরিচর্য্যা কাজ করতে চান। এমনকি তিনি আপনার মধ্য দিয়ে সেই পরিচর্য্যা কাজ করতে চান।

ক্রুশীয় মৃত্যুর পূর্বে যীশু যখন তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত করেছিলেন, তিনি তাদের বলেছিলেন, যে তাদের জন্য তিনি এক সহায় - পবিত্র আত্মা প্রেরণ করবেন, যিনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। নূতন নিয়মে এই অর্থেই বলা হয়েছে যে, যীশুর অনুগামীগণ - তাঁর মন্ডলী হল, "খ্রীষ্টের দেহ"। তিনি আমাদের মধ্যে বাস করেন। আমরাই তাঁর হাত, পা, তাঁর শরীর, যার মধ্য দিয়ে, তিনি আজকের দিনে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং এ জগতের অন্ধকে দৃষ্টি দান, বন্দীকে মুক্তি দান ও ভগ্ন চূর্ণদের আরোগ্য দান করেন।

যাতনাগ্রস্থ পরিত্রাতা

যিশাইয় ভাববাদির মশীহ সম্পর্কীয় প্রচারের আর একটি দিক হল, তিনি যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর উপর আলোকপাত করেছেন। যিশাইয় তিপান্ন অধ্যায়টি, যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর তাৎপর্য বিষয়ে বাইবেলের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায়।

এই সুন্দর অধ্যায়টি যিশাইয় একটি প্রশ্ন দ্বারা শুরু করেছেন, "আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছ? সদা প্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে?" মনে রাখবেন, যারা তাঁকে বিশ্বাস করতো না, এমন মানুষের কাছে প্রচার করার দায়িত্ব যিশাইয়কে প্রদান করা হয়েছিল। তিনি স্পষ্টভাবে সচেতন ছিলেন যে যখন মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা হয়, তখন পবিত্র আত্মা যদি এ মানুষের কাছে ঐ বাক্যের অর্থ প্রকাশিত না করেন, তাহলে সেই বাক্য অনুধাবন বা বিশ্বাস তারা করতে পারে না।

যিশাইয় প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করছেন ঃ "প্রকৃত পক্ষে কারা যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুর অর্থ অনুধাবন করতে পারে"? এই অধ্যায়ে ষষ্ঠ পদে যিশাইয়র শিক্ষার মূলভাবটি প্রকাশিত হয়েছে ঃ "আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি; আর সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন।" ঈশ্বর কিভাবে আমাদের অপরাধ মশীহের উপর অর্পণ করেছিলেন? "তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি, তাঁহার উপরে বর্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল" (৫)।

ছয় পদের প্রথমে ও শেষে বলা হয়েছে, " আমরা সকলে" - যিশাইয় ভাববাদী প্রথমে বলেছেন, "আমরা সকলে মেষের ন্যায়" এর মধ্যে কি আপনিও আছেন? স্মরণ করুন ২৩ গীতে লেখা আছে, "সদাপ্রভু, আমার পালক .....তিনি তৃণভূষিত চরাণীতে আমাকে শয়ন করান" (১:২ পদ)। যখন আমরা স্বীকার করি যে আমরা তাঁর চরাণীর মেষ। যিশাইয়র এই নিগূঢ় পদেও আমাদের মেষ রূপে নিজেদের স্বীকার করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা পথভ্রান্ত মেষের ন্যায়, অন্য ভাবে বলা যায়, আমরা সকলেই পাপী, আমরা সকলেই নিজেদের পথের দিকে ফিরেছি।

দ্বিতীয়বার "আমরা সকলে" শব্দটি ব্যবহার করে, যিশাইয় আমাদের এক শুভ সংবাদ প্রদান করেছেন। "সদাপ্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁহার উপর বর্ত্তাইয়াছেন"। আপনি কি বিশ্বাস করেন, যিশাইয়র এই শেষ "আমাদের সকলের" মধ্যে আপনিও অর্ন্তভুক্ত আছেন? যদি আপনি স্বীকার করেন যে প্রথম "সকলের" মধ্যে আপনি অর্ন্তভুক্ত এবং আপনি স্বীকার করেন যে শেষ "সকলের" মধ্যেও আপনি আছেন, তাহলে আপনার জীবনে যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর অর্থ প্রয়োগ করার জন্য, আপনার যা প্রয়োজন আপনি তা স্বীকার করেছেন। আর তখন আপনি পরিত্রাণের সেই অভিজ্ঞতা লাভ করবেন, যা ঈশ্বর এ জগতে ভ্রমণ করার কালে, তাঁর পুত্রের জীবন রাজপথরূপে ব্যবহার করে, আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন।

চার অধ্যায়

যিরমিয় ভাববাদির ভাববাণী
"ধারাবাহিক বিলাপ - ক্রন্দন"

পুরাতন নিয়মের পরবর্তী প্রধান ভাববাদী হলেন, যিরমিয় ভাববাদী। তাঁকে বলা হয় "ক্রন্দনশীল" ভাববাদী কারণ তিনি তাঁর সমকালীন যুগের বিষয়ে অত্যন্ত বিলাপ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যিরমিয়র ভাববাণী "এক ধারাবাহিক বিলাপ ক্রন্দন।" তাঁর পুস্তকটির রূপরেখা দেওয়া কষ্টকর কারণ মানুষ কোন নির্দিষ্ট রূপরেখা অনুসারে ক্রন্দন করে না। বিয়াল্লিশটি অধ্যায়ে ক্রন্দন করার পর, যিরমিয় একটি আশ্চর্যজনক কবিতা রচনা করেছিলেন, যেটি পরিশিষ্টরূপে তাঁর ভাববাণীর পুস্তকের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। সেই কবিতাটি বলা হয়, "বিলাপ পুস্তক" - যার অর্থ "ক্রন্দনের" পুস্তক। এই সুন্দর শোকগাথায়, যা আক্ষরিক অর্থে এক অনবদ্য কবিতা যিরমিয় আরও বেশী বিলাপ করেছেন।

কয়েকটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ

যিরমিয় ভাববাদী কি কারণে ক্রন্দন করেছিলেন? তিনি কেন অত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন? তাঁর হৃদয়ের ব্যথার কারণ কি? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, আপনাকে অবশ্যই সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি বুঝতে হবে, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাববাদী তার অসাধারণ জীবন যাপন করেছিলেন এবং যেটিকে 'যিরমিয়র পুস্তক' বলি, সেটি রচনা ও প্রচার করেছিলেন।

এই পুস্তকের প্রথম পদে আমরা পাঠ করি যে তিনি যিহুদা রাজ যোশিয়ের রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরে ভাববাণী প্রচার করতে শুরু করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র যিহুদা রাজ যিহোয়াকীমের সমগ্র রাজত্ব কালে অর্থাৎ মোট ৪১ বৎসর যাবৎ ভাববাণী প্রচার করে ছিলেন। যোশিয় যিহুদার একজন ভাল রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে যিরূশালেম মন্দির মেরামতির সময়ে কয়েকজন শ্রমিক, ঈশ্বরের বাক্য লেখা কয়েকটি পুস্তক আবিষ্কার করেছিল। ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দ তাঁর কাছ থেকে এত দুরে সরে গিয়েছিল যে তারা শাস্ত্র বা ঈশ্বরের নিয়মাবলীর অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিল। যিরমিয় পুস্তকের প্রথম পদে অন্যান্য যে সব রাজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের রাজত্ব কালেই যিরূশালেমের পতন ও বাবিলে যিহুদী জাতির নির্বাসন ঘটেছিল।

যিরূশালেমের পতন এক মহা দুর্ঘটনা, যা প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ ঘটেছিল। প্রথম যখন যিরূশালেমের পতন হয় তখন রাজা ছিলেন যিহোয়াকীম। তিনি বাবিল রাজ নবূখদ্‌নিৎসরের বশ্যতা স্বীকার করে ছিলেন এবং যিরূশালেমে তিন বৎসর তাঁর সেবা করেছিলেন। যিরূশালেম জয় করার পর নবূখদ্‌নিৎসরের সৈন্য বাহিনী সেই নগরে প্রবেশ করে লোকেদের বশ্যতা স্বীকার ও করদানে বাধ্য করেছিল। অবশ্য তিন বৎসর পরে যিহোয়াকীম রাজা বিদ্রোহ করলেন এবং সেই জন্য বাবিলের সৈন্য দল দ্বিতীয় বার যিরূশালেম জয় করেছিল। এই সময়ে যিহোয়াকীমের পুত্র যিহোয়াখীন রাজা হয়েছিলেন এবং তিনি বাবিল রাজ নবূখদ্‌নিৎসরের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। বাবিলীয়রা তখন যিহূদার বহু লোক কে বন্দী করে বাবিলে নিয়ে গিয়ে ছিল।

যখন যিহোয়াখীন, দ্বিতীয়বার যিরূশালেম নগরটি সমর্পণ করলেন, তখন তাঁর ভাই সিদিকিয়কে "পুতুল রাজা" রূপে নিযুক্ত করা হল, যিনি নামে মাত্র যিরূশালেমে রাজত্ব করতেন। এই রূপে ১১ বৎসর রাজত্ব করার পর তিনিও বাবিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। এবার বাবিলের সৈন্যদল যিরূশালেম নগরটি সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল। তখন মন্দিরের কোথাও একটার উপর আর একটা পাথর যুক্ত ছিল না। এই তৃতীয়বার যিরূশালেম জয় করে, বাবিলের সৈন্যদল, অতি বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, অসুস্থ দুর্বল মানুষ এবং ক্রন্দনশীল যিরমির ভাববাদী ব্যতীত যিহূদার আর সমস্ত লোককে বন্দী করে বাবিল দেশে নিয়ে গিয়েছিল।

যোশিয় রাজার রাজত্বকালে, ঈশ্বর যিরমিয় ভাববাদির কাছে আগামী ধ্বংস বিষয়ক এক ভবিষ্যৎবাণী প্রকাশ করেছিলেন। তখন যিরমিয় লোকদের কাছে প্রকাশ করতে শুরু করলেন যে, তাদের পাপের কারণে বাবিলীয়দের আক্রমণ আসন্ন এবং তার সঙ্গে আসছে পরাজয় ও বন্দিত্ব। তাদের প্রধান পাপ হল প্রতিমাপূজা কিন্তু তারা বহু দেবতার পূজা করে ও ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেও পাপে মগ্ন হয়ে ছিল ।

প্রথমদিকে যিরমিয় ও অন্যান্য ভাববাদীগণ ঈশ্বরের এই কথা প্রচার করেছিলেন যে ঃ "আমার প্রজারা যাহাদের উপরে আমার মান কীর্তিত হইয়াছে, তাহারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে এবং আপনাদের কুপথ হইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব ও তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব" (২ বংশাবলি ৭:১৪)। কিন্তু যখন লোকেরা তাদের কথায় কর্ণপাত করল না, তাঁরা তাঁদের ভাববাণী পরিবর্তিত করলেন। তখন যিরমিয় ও অন্যান্য

ভাববাদীগণ প্রচার করলেন, "ঈশ্বরের বিচার আগতপ্রায়, তোমরা কোন মতেই তা এড়াতে পারবে না"।

একজন ঘৃণিত মানুষ

যখন যিরূশালেমের অবরোধ শুরু হল, তখন যিরমিয় প্রচারিত বাক্য লোকদের এত অপ্রিয় হয়ে গেল যে, তিনি সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত মানুষে পরিণত হলেন । তিনি দুই প্রকার বার্তা প্রচার করেছিলেন। তাঁর বার্তার প্রথম অংশ হল, পরাজয় ও বন্দিত্ব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাঁর বার্তার দ্বিতীয় অংশটি আশ্বাসযুক্ত। উত্তর রাজ্যের বন্দিত্বের বিপরীতে, দক্ষিণ রাজ্যের আক্রমণ ও বাবিলের বন্দিত্ব বিষয়ে যাঁরা ভাববাণী করেছিলেন, তাঁদের বার্তায় এক আশার বাণী শুনতে পাওয়া যায় ঃ "বাবিলে বন্দিরূপে নীত হওয়ার সত্তর বৎসর পরে, তোমরা পুনরায় ফিরে আসবে।"

যিরমিয় এই আশার বাণী এত গুরুত্ব সহকারে বিশ্বাস করতেন যে, যখন বাবিলের সৈন্যদল যিরূশালেম অবরোধ করল, তিনি প্রচার করলেন, "এটাই ঈশ্বরের অপরিহার্য পরিকল্পনা। তোমরা বরং রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের বশ্যতা স্বীকার কর। তোমরা বাবিলে যাও কারণ যত শীঘ্র তোমরা যাবে, তত শীঘ্র তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।"

যেহেতু যিরমিয় যিহুদার লোকদের আত্মসমর্পণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তারা তাঁকে ঘৃণা করতে শুরু করল। তারা তাঁকে রাজদ্রোহী বলেছিল এবং এক অর্থে সেটা ঠিকই ছিল। তারপর লোকেরা তাঁকে বন্দি করে, একটা পাতালঘরে কর্দমাক্ত চৌবাচ্চার মধ্যে রেখেছিল, যেখানে তাঁকে ইঁদুরের সঙ্গে অনাহারে বাস করতে হয়েছিল।

কুম্ভকার ও মৃত্তিকা

অন্যান্য ভাববাদীসহ যিরমিয় নিজ মত প্রতিষ্ঠার জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা যা বলতে চাইতেন, সেকথা পাঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনা করতেন এবং অনেক সময় দৃষ্টান্ত সহকারে প্রচার করতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অষ্টাদশ অধ্যায়ে এইরূপ দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রচার করেছিলেন, যেটিকে বলা হয় "মৃৎ পাত্রের পুনর্নির্মাণ"। যিরমিয় বলেছিলেন যে ঈশ্বর তাঁকে একজন কুম্ভ কারের গৃহে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন যে জনৈক কুম্ভ কার মাটির পাত্র নির্মাণ করছে। তিনি দেখলেন কুম্ভ কার একটি সুন্দর পাত্র নির্মাণ করার চেষ্টা করছে কিন্তু পাত্রটি কিছুতেই তার মনোমত হচ্ছে না। শেষে বিরক্ত হয়ে সে পাত্রটি মেঝেতে ফেলে দিল ও সম্পূর্ণ

ভাবে ভেঙ্গে দিল। তারপর মাটিটা পুনরায় প্রস্তুত করে, আর একটা পাত্র নির্মাণ করতে শুরু করল।

এই দৃষ্টান্তের সাহায্যে যিরমিয় লোকদের কাছে বলতে চেয়েছিলেন যে, "তোমরা কুম্ভকারের তৈরি পাত্রের ন্যায় - ঈশ্বর তোমাদের সেই কুম্ভ কার । তিনি তোমাদের যে ভাবে নির্মাণ করতে চান তোমরা সে ভাবে গঠিত হচ্ছনা এবং সেইজন্য তিনি তোমাদের শাস্তি দেবেন। তিনি তোমাদের বাবিলে নিয়ে গিয়ে পুনর্গঠিত করবেন এবং তারপর এক সম্পূর্ণ নূতন পাত্ররূপে তোমাদের বাবিল দেশ থেকে ফিরিয়ে আনবেন।"

এই দৃষ্টান্তটি আমার ও আপনার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। অনেক সময় আমাদের জীবন ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে পরিচালিত হয় না। সেইজন্য ঈশ্বর আমাদের পুনর্গঠিত করেন। আপনি কি কখনও এরূপ অনুভব করেছেন? হঠাৎ যেন আমাদের জীবন সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙ্গে যায়, আর আপনি অনুভব করেন, আপনাকে যেন একতাল কাদার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। আর তারপর এক নূতন পাত্ররূপে গড়ে তোলা হচ্ছে। পুরাতন পাত্র থেকে নূতন পাত্রে পরিণত হওয়া, খুবই যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু নূতন পাত্রে পরিণত হওয়ার পর সেটি অতি গৌরবজনক হয়ে ওঠে। প্রেরিত পৌল যেমন বলেছেন, "যদি কেহ খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল" (২ করিন্থীয় ৫:১৭) ।

যিরমিয় ভাববাদী পুস্তকের সর্বত্রই, আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করার জন্য, এই মহান ভাববাদির নিগূঢ় উপদেশ পাঠ করি। কোনকোন সময় ঈশ্বর আমাদের শাস্তি দেন, ও আমাদের নূতনকরে গঠন করেন। যখন আমাদের পাপের ফলাফল ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, যখন পাপের ক্ষত সকল অপরিবর্তনীয় হয়ে ওঠে, আমাদেরও নূতনপাত্রে পরিণত করতে হয়। যিরমিয় এই কুম্ভ কার ও মৃত্তিকার দৃষ্টান্তে সেই বার্তাই প্রচার করেছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা অধিকাংশজনই, আমাদের জীবন পুনর্গঠন করার জন্য ঈশ্বরের কাছে আবেদন করি না, ঠিক যেমন যিরমিয় প্রচার কালে যিহুদী জাতির লোকেরা ঈশ্বরের কাছে সেইরূপ কোন আবেদন করে নি।

চূর্ণবিচূর্ণ পাত্র

একদিন ঈশ্বর যিরমিয়কে একটা বড়, মূল্যবান মাটির পাত্র বা ঘট ক্রয় করে, কয়েকজন প্রাচীনব্যক্তি ও যাজককে সঙ্গে নিয়ে খর্পর দ্বারের প্রবেশ স্থানের কাছে যেতে বলেছিলেন। সেখানে তাঁকে লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, সবার সাক্ষাতে

পথের উপর ঘটটি চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে বললেন। তারপর যিরমিয় মূলতঃ বললেন, "তোমরা যারা নবূখদ্‌নিৎসরের সঙ্গে যুদ্ধ করছ, বাবিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছ এবং তাদের কাছে আত্ম সমর্পণ করতে অস্বীকার করেছ, তোমরা এই ঘটের ন্যায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। তোমাদের আর পুর্ননির্মাণ করা যাবে না, তোমরা ফিরেও আসবে না। সেখানেই তোমরা শেষ হয়ে যাবে, সম্পূর্ণভাবে ধবংসপ্রাপ্ত হবে (যিরমিয় ১৯:১০;১১)।

মশীহ বিষয়ক ভাববাণী

যিশাইয় ভাববাদী ন্যায়, যিরমিয় ভাববাদী নির্বাসন ও তারপর আশার বাণী প্রচার করলেন, তিনি নির্বাসন থেকে প্রত্যাগমনের ভাববাণীর সঙ্গে মশীহের আগমন সংক্রান্ত ভাববাণীও যুক্ত করেছিলেন। মশীহের অগমন শুধুমাত্র যিহূদিদের জন্য নয় কিন্তু সমগ্র জগতের জন্য এক চূড়ান্ত আশার বাণী।

ঊনত্রিশ অধ্যায়ে যিরমিয় এই আশার বাণী প্রকাশ করেছেন। লোকেরা তখন সবেমাত্র নির্বাসিত জীবন আরম্ভ করেছে। যিরমিয়ের লেখা এক পত্রের মাধ্যমে, ঈশ্বর তাদের বললেন, "আমি তোমাদের পক্ষে যে সকল সঙ্কল্প করিতেছি, তাহা আমিই জানি; সে সকল মঙ্গলের সঙ্কল্প, অমঙ্গলের নয়, তোমাদিগকে শেষ ফল ও আশা সিদ্ধি দিবার সঙ্কল্প ! আর তোমরা আমাকে আহ্বান করিবে, এবং গিয়া আমার কাছে প্রার্থনা করিবে, আর আমি তোমাদের কথায় কর্ণপাত করিব। আর তোমরা আমার অন্বেষণ করিয়া আমাকে পাইবে, কারণ তোমরা সর্বান্তঃ করণে আমার অন্বেষণ করিবে; আর আমি তোমাদিগকে আমার উদ্দেশ পাইতে দিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন; এবং আমি তোমাদের বন্দি-দশা ফিরাইব" (যিরমিয় ২৯:১১ - ১৪)।

যিহুদিরা যখন বাবিলে নির্বাসিত হয়ে, সেখানে ক্রীতদাসের জীবন শুরু করেছিল, তখন যিরমিয় তাদের যে অপূর্ব উপাদেশ দিয়েছিলেন, সেটি সংক্ষেপে এইরূপ ঃ "তোমাদের প্রেমময় পিতা ঈশ্বর, তোমাদের শাস্তি দিচ্ছেন। কিন্তু তা তোমাদের মঙ্গলের জন্য, অমঙ্গলের জন্য নয়। ঈশ্বর তোমাদের ভবিষ্যতের আশা প্রদান করতে চান। তোমরা যখন বাবিলে থাকবে, ঈশ্বরকে ডাকবে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। যদি তোমরা সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের অন্বেষণ কর, ঈশ্বর তোমাদের প্রার্থনা শুনবেন। ঈশ্বর তোমাদের অন্বেষণ করবেন এবং তোমাদের নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনবেন"।

যিরমিয় যখন নির্বাসন সম্পর্কে ভাববাণী করেছিলেন, তিনি তাঁর মতামতের জন্য সর্বপ্রকার ক্লেশ ও নির্য্যাতন সহ্য করতে রাজী ছিলেন। তথাপি তিনি তাঁর বিশ্বাসী

ছিলেন কারণ তিনি জানতেন ঈশ্বর তাঁকে সেই বার্তা প্রদান করেছেন এবং তা সত্য বার্তা তা পূর্ণ হয়েছিল। যিরমিয় ভাববাদী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তাঁর সমস্ত ভাববাণী বাস্তবে সত্য হয়েছিল।

যিরমিয়র ভাববাণী পাঠ করুন এবং লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর যিহুদিদের প্রতি কিরূপ বিচার ও দন্ডাদেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর আশার বাণীও স্মরণে রাখবেন। উভয় বার্তাই আপনার জীবনে প্রয়োগ করবেন এবং এই কথা স্মরণে রাখবেন ঃ যখন ঈশ্বর আপানাকে শাস্তি দেন, আপনার জীবনের জন্য তাঁর বিশেষ সঙ্ক ল্প থাকে, আর সেই সঙ্ক ল্প ভবিষ্যৎ জীবনের এক আশার সঙ্কল্প। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, আপনাকে ঈশ্বরের দন্ডাদেশের প্রতি সঠিকভাবে সাড়া দিতে হবে, যেন ঈশ্বর আপনাকে নির্বাসিত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে, একটি নূতন পাত্র রূপে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে পারেন।

পাঁচ অধ্যায়

" নির্বাসনগীতের পরিচালক"

যখন যিহুদী জাতির লোকদের শৃঙ্খলে বদ্ধ করে বাবিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন যিরমিয় ভাববাদী তাদের বন্দি জীবনের জন্য কয়েকটি আশার বাণী শুনিয়েছিলেন। যিরূশালেমের পতনের পর, যে সব লোক সেই ধ্বংসলীলা থেকে মুক্তি পেয়েছিল, তারা দুঃখে, ভয়ে, আতঙ্কে যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন যিরমিয় ভাববাদির এই অভিষিক্ত বাক্যগুলি, তাদের সত্তর বৎসর যাবৎ বন্দিজীবন যাপন করতে সাহায্য করেছিল ঃ "সদা প্রভু এই কথা কহেন, জ্ঞানবান আপন জ্ঞানের শ্লাঘা না করুক, বিক্রমী আপন বিক্রমের শ্লাঘা না করুক, ধনবান্ আপন ধনের শ্লাঘা না করুক। কিন্তু যে ব্যক্তি শ্লাঘা করে, সে এই বিষয়ে শ্লাঘা করুক যে, সে বুঝিতে পারে ও আমার এই পরিচয় পাইয়াছে যে আমি সদাপ্রভু পৃথিবীতে দয়া, বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করি, কারণ ঐ সকলে আমি প্রীত, ইহা সদাপ্রভু কহেন" (যিরমিয় ৯ : ২৩ - ২৪)

অন্য এক অনুবাদে "শ্লাঘা" শব্দটির পরিবর্তে "গর্ব" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যিরমিয় বিশেষভাবে বলতে চাইছেন ঃ "তোমরা নিজেদের ধনসম্পদের জন্য গর্ব করো

না। যদি তোমরা শক্তিশালী হও তাহলে আপনাদের শৌর্যের জন্যও গর্ব করো না। যদি তোমরা জ্ঞানী বা সুশিক্ষিত হও, আপনাদের জ্ঞান বা শিক্ষার জন্যও গর্ব করো না"। "গর্ব" শব্দের অর্থ হলো ঃ "একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সমস্ত সম্ভাবনা বিকশিত করা, আপনার জীবনে ঈশ্বর কে, কি ও কি হতে পারেন, তার পূর্ণ সুগন্ধ প্রকাশ করা"।

এই পরিস্থিতিতে, যিরমিয় তাঁর বাক্য ঈশ্বরের প্রতি নয় কিন্তু ঐ সকল বন্দিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে ব্যক্তি ধনী, যিরমিয় তাঁকে বলেছেন, "তোমার জীবনের সকল গুণাবলী প্রকাশের জন্য তোমার ধন সম্পদের ওপর নির্ভর করো না। ধন সম্পদে তুমি পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারবে না।" বন্দীদের মধ্যে যারা ধনী ছিল, তাদের সমস্ত ধন সম্পাদ কেড়ে নেওয়া হয়েছিল । হয়ত তারা যিরূশালেমের পতনের পূর্বে তাদের ধনসম্পদের জন্য গর্ব করত কিন্তু এখন আর তা করতে পারছে না। ঠিক একই ভাবে যিরমিয় শিক্ষিত ও বলশালী ব্যক্তিদের বলছেন যে, "জ্ঞানী ব্যক্তি, আজ তুমি শৃঙ্খলে আবদ্ধ, আজ কি তুমি নিজেকে প্রাণবন্ত বলে মনে করতে পারছ? বলবান ব্যক্তি, তুমি আর তোমার শক্তির জন্য গর্ব করতে পার না। বাবিলে তোমরা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য আহার করবে, তাতে তোমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে না এবং তোমাদের শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যাবে"।

এ পর্যন্ত তাঁর ভাববাণী প্রধাণতঃ নেতিবাচক । কিন্তু এরপর আমরা যিরমিয় ভাববাণীর ইতিবাচক দিক্‌টি দেখতে পাই । যিরমিয়র মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সেই নির্বাসিত লোকদের বলেছিলেন, "যদি তোমরা তোমাদের জীবনের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে পার এবং নিজেদের গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ করতে চাও, তাহলে আমি কে ও কি, তা অনুধাবন করার জন্য আমার কাছে এস"। যিরমিয় তাদের বলছেন; "ঈশ্বর স্বর্গে কিরূপ, তা যখন এ জগতেই তোমরা বুঝতে পারবে, তখন তোমরা তোমাদের পূর্ণ কর্মক্ষমতা আবিষ্কার করতে পারবে। যদি তোমরা বুঝতে পার যে ঈশ্বর তাঁর গুণাবলীর মধ্য দিয়ে, নিজেকে এ জগতে প্রকাশ করেছেন, তাহলে তোমরা তাঁর অস্তিত্বের মর্ম এবং তারপর নিজেদের অস্তিত্বের মর্মও বুঝতে পারবে।" ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব যা দিয়ে তৈরি, সেটাই তাঁর গুণাবলী।

এই অপূর্ব উপদেশের মধ্য দিয়ে যিরমিয় প্রচার করছেন ঃ "এই ভাবেই তোমরা ঈশ্বর কে জানতে পারবে , ঈশ্বরের স্বরূপ তার মধ্য দিয়ে জ্ঞাত হওয়া যেতে পারে। তাঁর স্থিতিশীল ভালবাসা, তাঁর ধার্মিকতা ও তাঁর ন্যায় বিচারের মধ্য দিয়ে, তাঁকে জানতে পারা যায়"। যখন যিহুদী জাতি বাবিলে ক্রীতদাস রূপে জীবন অতিবাহিত

করছিল, তা নিশ্চয় যিরমিয় ভাববাদির এই উপদেশ থেকে তাদের চিন্তার খোরাক পেত। তারা বুঝেছিল, তাদের ধন সম্পদ, শিক্ষা দীক্ষা বা শারীরিক শক্তি থেকে তারা জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারবে না। তারা বুঝেছিল, তাদের জীবনের অর্থ ও পরিপূর্ণতার উপায়, অন্য কোথাও অন্বেষণ করতে হবে। ভাববাদির মতানুসারে ঈশ্বর কে জানার মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবনের অর্থ ও পরিপূর্ণতা লাভের এটাই উপযুক্ত সময়। আর এটা এমন কিছু যা তাদের দাস প্রভুগণ তাদের কাছ থেকে হরণ করতে পারবে না।

তাদের প্রত্যাবর্তনের প্রমাণ

যিরমিয় ৩২ - ৩৩ অধ্যায়ে আমরা এই ভাববাদির উল্লিখিত অন্যতম প্রধান কয়েকটি ঘটনা দেখতে পাই। এটি ঘটে ছিল রাজা সিদিকিয়র রাজত্বের শেষ দিকে, যখন যিহুদী জাতি সব থেকে বেশী নির্যাতিত হয়েছিল। তখন যিরূশালেম নগরীর পতন হয়েছে। যিরমিয় তাঁর প্রচারের জন্য কারাগারে বন্দী হয়েছেন। সেই সময় যিরমিয়র কাছে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হয়েছিল। ঈশ্বর যিরমিয়কে দেখালেন যে যিরমিয়র পিতৃব্য হনমেল, তাঁর কাছে এসে, তাঁকে অনাথ হতে তার যে ভূমি আছে, সেটি কিনতে বলছেন। তখন যিরূশালেম অবরুদ্ধ, কাজেই সেটা ভূমি ক্রয় করার উপযুক্ত সময় নয়। কিন্তু ঈশ্বর যিরমিয়কে ঐ ভূমি ক্রয় করতে বলেছিলেন। নিশ্চয় হনমেল এসে বলেছিল, "আমার অনাথোতে এক খন্ড ভূমি আছে। ঈশ্বর আমার অন্তরে আমাকে বলছেন যে, যেন তুমি ঐ ভূমি ক্রয় কর।"

যিরমিয় ঐ ভূমি ক্রয় করতে সম্মত হলেন এবং সেজন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি সাক্ষী, আইনবিদ ও লিপিকারদের সম্মুখে ঐ ভূমি ক্রয় করলেন, যেন তা বিধিবদ্ধ ও সর্বসম্মত হয়। তিনি সেই ব্যবস্থাপত্রটি স্বাক্ষরিত ও মুদ্রাঙ্কিত করে, সেটি একটি মাটির পাত্রের মধ্যে রাখলেন। তারপর তিনি আরও একটি দৃষ্টান্ত মূলক উপদেশ দান করলেন। তিনি বললেন ঃ "আমি তোমাদের বলছি যে তোমরা বাবিলের নির্বাসন থেকে পুনরায় ফিরে আসবে। এখন এস আমি তোমাদের দেখাই, কেন আমি এ কথা বিশ্বাস করছি। সম্প্রতি আমি যিরূশালেম থেকে তিনমাইল দূরে একটা ভূমি ক্রয় করেছি। তোমরা আবার এদেশে ফিরে আসবে, একথা যদি আমি বিশ্বাস না করতাম তাহলে কি আমি ঐ ভূমি ক্রয় করতাম? ঈশ্বর অবশ্যই ইস্রায়েলের ভাগ্য পুনরুদ্ধার করবেন।" যিরমিয়র বিশ্বাসের এই আশ্চর্য কার্যটি প্রকাশ ও বর্ণনা

করার জন্য তাঁর প্রচারিত এই সুন্দর, শক্তিশালী উপদেশ টি অবশ্যই পাঠ করুন (যিরমিয় ৩২ অধ্যায়)।

যিরমিয় বত্রিশ অধ্যায়ে, প্রত্যাশার এই সুন্দর বার্তা এবং এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তিনি তাঁর এই অতিপরিচিত বাক্যগুলি প্রচার করছেন, "সদাপ্রভু, তিনি এই কথা কহেন; তুমি আমাকে আহ্বান কর, আর আমি তোমাকে উত্তর দিব এবং এমন মহৎ ও দুরূহ নানা বিষয় তোমাকে জানাইব যাহা তুমি জান না" (৩৩ : ৩)। আপনি কি কখনও ঈশ্বরকে আহ্বান করেছেন? তিনি চান আমরা সকলেই তাঁকে আহ্বান করব। তখন তিনি আমাদের মহান ও শক্তিশালী ঘটনাগুলি প্রদর্শন করবেন, আমরা পূর্বে যা কখনও দেখি নি।

আমরা জানি যিরমিয় সমস্ত ভাববাণী অন্ধকারে ব্যর্থ হয়ে যায় নি। তাঁর ভাববাণীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দের জন্য প্রচুর আশার বাণী উচ্চারিত হয়েছিল । যখন যিরূশালেমের পতন এবং তাদের সবাইকে বন্দি করে বাবিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন এটাই ছিল তাদের একমাত্র আশা।

মূল কেন্দ্রিয় বিষয়

যখন আমরা যিরমিয়র কয়েকটি উপদেশ সংক্ষেপে আলোচনা করেছি, মনে রাখবেন, আমরা সেগুলি সময়ানুক্রমিক ভাবে অলোচনা করি নি। তিনি ও তাঁর লিপিকার বারূক, সেই উপদেশগুলি যেভাবে প্রচারিত হয়েছিল পরপর নথিভুক্ত করেন নি। কিন্তু বহু বৎসর পর কারারুদ্ধ অবস্থায় তিনি সেগুলি যেভাবে স্মরণ করেছিলেন, সেইভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

যিরমিয়র আর একটি সংক্ষিপ্ত মহান উপদেশ এই পুস্তকের প্রথম দিকে পাওয়া যায়। ঈশ্বর যিরমিয়র মধ্যে দিয়ে বলেছিলেন ঃ "আমার প্রজাবৃন্দ দুই দোষ করিয়াছে; জীবন্ত জলের উনুই যে আমি, আমাকে তাহারা ত্যাগ করিয়াছে; আর আপনাদের জন্য কূপ খুদিয়াছে, যেগুলি ভগ্ন কূপ, জলাধার হইতে পারেনা" (২ : ১৩)।

লোকেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে ও তাঁর বাক্যের মাধ্যমে আগত জ্ঞান থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। যিরমিয় বলছেন, তারা সেই সব লিপিকারদের বিশ্বাস করেছে, যারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা মিথ্যায় পর্যবসিত করেছে। এই মহান ভাববাদী লিখছেন ঃ "দেখ অধ্যাপকদের মিথ্যা লেখনী তাহা মিথ্যা করিয়া ফেলিয়াছে" (৮:৮) এখন

ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাসযোগ্য নয়, একথা আপনাকে বিশ্বাস করাতে, যদি কেউ সফল হয়, তখন আপনি কি মনে করবেন? আপনার কাছে আছে একমাত্র মানবিক জ্ঞান ও দর্শন। অতএব যিরমিয় ভাববাদী জিজ্ঞাসা করছেন, ঈশ্বরের বাক্য থেকে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তার তুলনায় ঐ মানবিক জ্ঞান কতটুকু ?

মানুষ কি পরিবর্তিত হতে পারে?

আপনি কি জানেন যে বাইবেলে আমাদের আরও ভাল হতে বা ভাল হওয়ার জন্য কঠিন প্রচেষ্টা চালাতে বলা হয় নি ? আমি অবাক হয়ে যাই যখন দেখি বহু মানুষ মনে করে যে বাইবেলে এ কথা বলা হয়েছে ঃ তুমি সব থেকে ভাল যা করতে পার কর এবং আরও ভাল করার জন্য কঠিনতর প্রচেষ্টা চালাও। আমাদের নিজেদের এই পরিবর্তন করার চেষ্টাকে যিরমিয় বিদ্রূপ করেছেন। তিনি প্রচার করেছিলেন, " তুমি আপন পথ পরিবর্তন করিতে কেন এত ঘুরিয়া বেড়াও"? (যিরমিয় ২:৩৬)। মন্দ কার্যে আসক্ত তোমরা যদি উত্তম কার্য শুরু করতে পার, তাহলে চিতাবাঘ আপন গাত্রদাগ পরিবর্তন করতে পারবে এবং একজন ইথোওপীয়ান তার গাত্রবর্ণ পরিবর্তন করতে পারবে ।

আমরা নিজেদের পরিবর্তন করতে পারি না। আমাদের "মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হওয়ার" (রোমীয় ১২:২) উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যীশু আমাদের নূতন জন্ম গ্রহণের কথা বলেছেন। যখন আমরা রূপান্তরিত হই বা নূতন জন্ম গ্রহণ করি, সেটি আমাদের এক নিষ্ক্রিয় অভিজ্ঞতা। সেটা আমাদের পরিবর্তিত হওয়া বা আরও ভাল হওয়ার জন্য কঠিনতর প্রচেষ্টা চালানোর মত কাজ নয়।

কে আমাদের হৃদয় বুঝতে পারেন?

যিরমিয় ভাববাদী আমাদের হৃদয় সম্পর্কেও এই কথা বলেছেন ঃ "অন্তকরণ সর্ব্বাপেক্ষা বঞ্চক, তাহার রোগ অপ্রতিকার্য্য, কে তাহা জানিতে পারে?" (১৭ : ৯)। অবশ্য এর উত্তর হল, একমাত্র ঈশ্বর আমাদের হৃদয় জানেন। "আমি সদাপ্রভু অন্তঃকরণের অনুসন্ধান করি, আমি মর্মের পরীক্ষা করি, আমি প্রত্যেক মনুষ্যকে আপন আপন আচরণানুসারে আপন আপন কর্মের ফল দিয়া থাকি" (১৭:১০)।

ঈশ্বর আপনার অন্তঃকরণ জানেন। আপনি হয়তো আপনার পরিবার, বন্ধু দের এমন কি নিজেকেও বঞ্চনা করতে পারেন কিন্তু ঈশ্বরকে প্রবঞ্চনা করতে পারেন না।

তিনি আপনার হৃদয় জানেন এবং সেটিকে নূতন করে গড়তে চান। জ্ঞানী রাজা দায়ূদ যেভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, সেইভাবে প্রার্থনা করুন ঃ "হে ঈশ্বর আমাকে অনুসন্ধান কর, আমার অন্ত করণ জ্ঞাত হও। আমার পরীক্ষা কর, আমার চিন্তা সকল জ্ঞাত হও। আর দেখ, আমাতে দুষ্টতার পথ পাওয়া যায় কিনা এবং সনাতন পথে আমাকে গমন করাও" (গীত সংহিতা ১৩৯:২৪) ।

যিরমিয় পুস্তকের মধ্য দিয়ে আমাদের দেখতে হবে, কিভাবে আমরা এই মহান ভাববাদির নিগূঢ় উপদেশগুলি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করতে পারি। কোন কোন সময়ে ঈশ্বর আমাদের শাস্তি দান করেন এবং আমাদের নূতন পাত্ররূপে পুনরায় গড়ে তোলেন। যখন আমাদের পাপের ফলাফল অপরিবর্তনীয় ও পাপের আতঙ্ক অখন্ডনীয় হয়ে যায়, তখন আমাদের নূতন পাত্ররূপে গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়। যখন ঈশ্বর তাঁকে একজন কুম্ভ কারের গৃহে প্রেরণ করেছিলেন এই উপদেশটি যিরমিয় প্রচার করেছিলেন।

ছয় অধ্যায়

" ঈশ্বরের দুঃখজনক সংবাদ"

যিরমিয় ভাববাদী দর্শনে দুই ডালা ডুমুর ফল দেখেছিলেন (২৪ অধ্যায়)। কতকগুলো ডুমুর টাট্‌কা ও পরিপক্ক ছিল, আর কতকগুলো ছিল নষ্ট ও মন্দ, এত মন্দ যে খাওয়ার অযোগ্য। সদাপ্রভু যিরমিয়কে বলেছিলেন ঃ "উত্তম ডুমুরগুলি বাবিলে নির্বাসিতদের প্রতিনিধিত্ব করছে। আমি তাদের মঙ্গলের জন্যই তাদের নির্বাসিত করেছি। আমি দেখব যেন তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হয়। আর আমি তাদের পুনরায় ফিরিয়ে আনব। আমি তাদের সাহায্য করব, আঘাত করব না। আমি তাদের রোপণ করব, দূরে নিক্ষেপ করব না। আমি তাদের এমন অন্তঃকরণ দেব,যেন তারা জানতে পারে যে, আমিই ঈশ্বর সদাপ্রভু। তারা আমার প্রজা হবে এবং আমি তাদের ঈশ্বর হব। কারণ তারা মহা আনন্দে আমার কাছে ফিরে আসবে ।"

"কিন্তু মন্দ ডুমুরগুলো , যিহুদারাজ সিদিকিয়, তাঁর অধ্যক্ষ গণ ও যিরূশালেমের অবশিষ্ট লোকসকল ও যারা মিশর দেশে বসবাস করছে, তাদের প্রতিনিধিত্ব করে।

আমি তাদের সঙ্গে মন্দ ডুমুরের ন্যায় ব্যবহার করব, সেগুলো ব্যবহারের অযোগ্য। আমি তাদের জন্য ধবংস, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রেরণ করব, যতক্ষণ না তারা সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট হয়"।

যিরমিয় অবিরত এই বার্তা প্রচার করেছিলেন। যিরূশালেম নগরী যখন বাবিল সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত হয়েছিল, তখন সেখানে দুধরনের মানুষ ছিল - একদল মানুষ বুঝেছিল বাবিলে তাদের নির্বাসন, ঈশ্বর প্রদত্ত শাস্তি, তাই তারা বাবিলে গিয়েছিল - ঈশ্বরের শাসনদন্ড গ্রহণ করেছিল ও অনুতপ্ত হয়েছিল। কিন্তু সিদিকিয় রাজার ন্যায়, যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অস্বীকার করেছিল, যিরমিয়র ভাববাণী উপেক্ষা করেছিল এবং বাবিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল, তারা নষ্ট ডুমুরের ন্যায় বা যিরমিয় প্রচারিত ভগ্ন পাত্রের ন্যায় ছিল ।

মানবিকতা বিরোধী যুক্তি

যিরমিয়র কোন কোন উপদেশ, আজকের দিনে , মানবিকতা বিরোধী বলে মনে হয়। আমাদের এই যুগে কোন কোন ভাবাদর্শ হঠাৎ গড়ে উঠে ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং আমরা মনে করি, সেগুলি সর্ব্বাদিসম্মত ও যুগপোযোগী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি একেবারেই নূতন নয়। সেগুলি পুরাতন বিরুদ্ধ মত, যা পুনরায় জনমানসে ভেসে উঠেছে। মানবিকতার ন্যায়, প্রাচীন ইতিহাসের এইসব মতাদর্শে বলা হয়েছে যে মানুষই মানুষের মঙ্গল করবে। মানবিকতাবাদের মন্ত্র হল ঃ "আমিই আমার নিয়তির প্রভু ও আত্মার কর্ণধার।" কিন্তু মোশির ন্যায় মহান ব্যক্তিদের জীবনী পাঠ করলে, আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শ দেখতে পাই। তাদের জীবনে আত্মিক চূড়ান্ত সত্যের প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন, "আমি নই কিন্তু ঈশ্বর এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। আমি পারি না কিন্তু তিনি পারেন এবং তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন।"

ঈশ্বরকে কি আমাদের প্রয়োজন ?

যিরমিয় তাঁর উপদেশের মাধ্যমে মানবিকতাবাদের বিরুদ্ধ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, যেমন দশম অধ্যায়ে তিনি বলছেন ঃ "হে সদাপ্রভু, আমি জানি, মনুষ্যের পথ তাহার বশে নয়, মনুষ্য চলিতে চলিতে আপন পাদবিক্ষেপ স্থির করিতে পারে না" (২৩)। আর এটি মনস্থ করা হয়, যে ব্যক্তি মানুষের উপর আস্থাশীল, সে অভিশপ্ত - সে তার শক্তির জন্য মাংসের উপর নির্ভর করে এবং তার অন্তর সদাপ্রভুর কাছ থেকে

দূরে থাকে। তারপর যিরমিয় এই সত্যের ইতিবাচক ফলাফল প্রদান করে বলছেন যে সেই ব্যক্তিই ধন্য যে প্রভুতে বিশ্বাস করে, তাঁর উপরেই আস্থা রাখে।

অনেক ব্যক্তি মনে করে যে তাদের কোন পালকের প্রয়োজন নাই। তারা কখনও এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় নি, যার সমাধান তারা নিজেরাই করতে পারে না। তারা মনে করে যে তাদের একমাত্র প্রয়োজন, মানুষের চাতুর্য্য, মানুষের জ্ঞান ও মানুষের বুদ্ধি। কিন্তু শাস্ত্রে অবিরত বলা হয়েছে ঃ "না, এটাই তোমাদের একমাত্র প্রয়োজন নয়। তোমাদের একজন পালক প্রয়োজন। তোমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে জ্ঞান ভিক্ষা করতে হবে এবং সেই জ্ঞান প্রয়োগ করার জন্য তোমাদের ঈশ্বরের শক্তিশালী অনুগ্রহ লাভ করতে হবে" (যাকোব ১:৫, ২ করিন্থীয় ৯:৮)। এটাই পুরাতন ও নূতন নিয়মের সমস্ত ভাববাদীগণের দর্শন ও শিক্ষা।

বাক্যের জন্য প্রস্তুত থাকা

যিরমিয় তাঁর পুস্তকের চার অধ্যায়, যিহুদিদের দেবদেবী পূজা অর্থাৎ যে কারণে তাদের বাবিলে নির্বাসিত হতে হয়ে ছিল, তা নিরাময়ের উপায় প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলছেন ঃ "সদাপ্রভু যিহুদার ও যিরূশালেমের লোকদিগকে এই কথা কহেন, তোমরা আপনাদের পতিত ভূমি চাষকর, কন্টক বনের মধ্যে বীজ বপন করিও না ..... তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ছিন্নত্বক্ হও, আপন আপন হৃদয়ের ত্বক্ দূর করিয়া ফেল পাছে তোমাদের ক্রিয়ার দুষ্টতা প্রযুক্ত আমার ক্রোধ অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠে এবং এমন দাহ করে যে, কেহ নিবাইতে পারিবে না" (৩, ৪ পদ)।

যিরমিয় ভাববাদির এই সুন্দর উপদেশের সঙ্গে, আমরা সুসমাচারে প্রভু যীশুর একটি উপদেশের সাদৃশ্য দেখতে পাই, যেটিকে বলা হয়, "বীজ বপকের দৃষ্টান্ত"। যীশু বলেছিলেন, কৃষক যেরূপে বীজ বপন করে, সেইরূপে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা হয়। কৃষক যখন বীজ ছড়ায়, বীজ চারধরনের ভূমিতে পতিত হয়।

এই চার ধরনের ভূমি হল, মানুষের চার ধরনের প্রত্যুত্তর, যখন তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার বা শিক্ষা দেওয়া হয় ঃ অনেক সময় সেই বীজ শ্রোতার অন্তরে প্রবেশ করে না; অনেক সময় সেই বীজ শ্রোতার অন্তরে ও ইচ্ছায় প্রবেশ করে, বৃদ্ধি পায় কিন্তু নানাবিধ আগাছা সেগুলির শ্বাস রোধ করে দেয়। যেমন এ জগতের নানা চিন্তা ভাবনা, ধনলিপ্সা ও অন্যান্য বাধা, সেটির শ্বাস রোধ করে দেয়। আবার কতক বীজ ঠিক মত বৃদ্ধি পায় ও বহু গুণ ফল উৎপাদন করে ।

তাঁর এই সুন্দর উপদেশের মধ্য দিয়ে যীশু যেন যিরমিয়র উপদেশকেই গড়ে তুলেছেন। যিরমিয় ভাববাদী তৎকালীন মানুষদের বলেছিলেন - "তোমরা তোমাদের পতিত জমি চাষ কর। সেখানে বহু দিন বীজ বপন করা হয় নি।" তারা ঈশ্বরের বাক্য বিস্মৃত হয়ে ছিল। লোকেদের নানা সমস্যা ও জীবনের নানা পরিস্থিতি , তাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করার জন্য ভূমি প্রস্তুত করেছিল।

পুরোহিত আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "আজকের দিনে সদাপ্রভুর কাছ থেকে যিরমিয় ভাববাদী আমাদের কি দুঃখের সংবাদ দিচ্ছেন?" উত্তরে আপনি বলবেন, 'কি দুঃখ সংবাদ? আপনিই সেই দুঃখ সংবাদ কারণ ঈশ্বর আপানাকে দূরে নিক্ষেপ করেছেন।' তিনি বলেছেন, আজকের দিনে পুরোহিতরা, ভাববাদিরা ও লোকেরা যেমন আমার দুঃখ সংবাদ নিয়ে পরিহাস করেন, আমি তাদেরকে , ও তাদের পরিবারকে এই কথা বলার জন্য শাস্তি প্রদান করব"।

লোকেরা যিরমিয়কে বিদ্রূপ করেছিল কারণ তিনি তাদের কোন ভাল কথা বলেন নি। তাঁর কথা ছিল নেতিবাচক কারণ দুর্দিন আসন্ন ছিল । আর তিনি তাদের ভবিষ্যৎ ও ভাগ্য সম্পর্কে, এমন কি তাদের প্রত্যাশা সম্পর্কে যা বলেছিলেন সবই সত্য হয়েছিল। যারা তাঁর উপদেশে কর্ণপাত করেছিল, সেইসব যিহূদিদের কাছে, যিরমিয়র প্রচারিত বাক্যই ছিল একমাত্র ভরসা, আর নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তনের অঙ্গীকার যুক্ত, তাঁর মশীহ সম্পর্কীয় ভাববাণী, আজকের দিনে আমাদের জন্য চূড়ান্ত আর্শীবাদের প্রত্যাশার প্রতিনিধিত্ব করে।

যিরমিয়র বোঝা

যিরমিয়র কথা খুবই আবেগময়, "হায় আমার অন্ত্র! হায় আমার অন্ত্র ! আমি হৃদয়ে ব্যথিত, আমার হৃদয় ধুক্, ধুক্ করিতেছে, ... হে আমার প্রাণ, তুমি তূরীর রব ও যুদ্ধের সিংহনাদ শুনিয়াছ। ধবংসের উপরে ধবংস প্রচারিত হইতেছে, ফলে সমুদয় দেশ উচ্ছিন্ন হইতেছে" (যিরমিয় ৪:১৯ - ২০)। তিনি বাবিলের জয়সূচক ভাববাণীমূলক দর্শনে, প্রকৃতই বাবিল সৈন্যবাহিনীর তূরীর রব ও যিহুদার লোকদের আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলেন। যেহেতু তিনি প্রায়ই এই সব ভয়াবহ ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করতেন, তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, "আমি কতদিন পতাকা দেখিব ও তূরীর রব শুনিব?" (৪:২১)। আর সদাপ্রভু উত্তর দিলেন "আমার প্রজারা অজ্ঞান, তাহারা আমাকে জানে না; তাহারা নির্বোধ বালক, তাহাদের বিবেচনা নাই; তাহারা কদাচারে পটু, কিন্তু সদাচার করিতে

জানে না" (৪:২২)।

যিরমিয়র এই উপদেশ আজকের প্রজন্মের উদ্দেশ্যেও বলা যেতে পারে। আজকের দিনে আমরা ব্যাপক ধ্বংসলীল অস্ত্র নির্মাণ করতে পারি কিন্তু আমরা জানি না ধার্মিকতা কি? আজকের পৃথিবীতে উৎপীড়ণ ও দুষ্কার্য্য মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে। আমাদের পারমানবিক বোমা, রাসায়নিক ও জীবানুঘটিত অস্ত্র নির্মাণের চূড়ান্ত প্রতিভা আছে, যার দ্বারা বহু লোককে এক সঙ্গে সংহার করা যায়। কিন্তু যা ধর্মসম্মত তা করার মতো প্রতিভা, মনে হয়, আমাদের কিছুমাত্র নেই। এমন কি আমরা জানি না কোন্‌টা সঠিক ।

যিরমিয়র সহিষ্ণুতা

যিরমিয় ভূগর্ভস্থ কারাগারে থেকে তাঁর লিপিকার বারূককে দিয়ে, তাঁর পুস্তকের প্রথম সংস্করণটি লিখিয়ে ছিলেন। তিনি যিহূদার লোকদের কাছে যা প্রচার করেছিলেন, সেই উপদেশ স্মরণ করে, তাঁর লিপিকারকে দিয়ে লিখিয়ে ছিলেন। পুস্তক টি লেখার পর উপবাসের পবিত্র দিনে সেটি লোকদের কাছে পাঠ করতে বলেছিলেন। তার ফলে লোকেরা খুবই প্রভাবিত হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত পুস্তকটি রাজার কাছে পাঠ করা হয়েছিল। সেই সময় রাজার সামনে একটি অগ্নি কুন্ডে অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল। রাজার কাছে পুস্তকটির এক একটি অংশ পাঠ করার পর, তিনি একটি তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে সেই অংশটি কেটে, সেটি অগ্নি কুন্ডে ফেলে দিচ্ছিলেন, যতক্ষণ না সমগ্র পুস্তকটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল।

যিরমিয় যখন এই ঘটনার কথা শুনতে পেলেন তিনি বারূককে পুনরায় ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে আরও বৃহৎ একটি গুটানো কাগজ আনতে বললেন। কারণ তিনি ঐ পুস্তকটি পুনরায় লিখতে চাইলেন এবং প্রথম বার লেখা হয় নি, এমন অনেক উপদেশ তিনি এবার স্মরণ করে, তাঁর পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করলেন। এবার তিনি আমাদের আলোচিত ৫২ টি অধ্যায় যুক্ত বর্তমান পুস্তকটি লিপিবদ্ধ করালেন। এই মহান ভাববাদির সহিষ্ণুতার জন্যই আমরা এই সমগ্র পুস্তকটি লাভ করতে পেরেছি (৩৬ অধ্যায়)।

সাত অধ্যায়

বিলাপের পুস্তক
"যে ভাবে হোক ঈশ্বর আপনাদের ভালবাসেন"

বিলাপ পুস্তকটি যিরমিয় ভাববাদী পুস্তকের একটি পরিশিষ্ট। যিরমিয় পুস্তকের বাহান্নটি অধ্যায়ে, এই ভাববাদী ক্রন্দন করেছেন কারণ ঈশ্বর তাঁকে বাবিলের আগামী আক্রমণ সম্পর্কে ভাববাণী মূলক প্রত্যাদেশ দিয়েছেন। পুস্তকটি যখন শেষ করা হয়, তখনও এই ভাববাদী যিহূদা দেশে ছিলেন। যদিও সেখানকার অধিকাংশ লোককে তখন বন্দি করে বাবিল দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে তিনি আপাতভাবে মিশর দেশে চলে গিয়েছিলেন এবং পূর্বকালের ন্যায় এই ভাববাদীও সেখানে শহীদ হয়ে ছিলেন।

অন্যান্য পন্ডিত গণ বলেন যে, যিরমিয়কে শেষপর্যন্ত বাবিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেন তিনি সেখানে তাঁর প্রিয় যিহূদী লোকেদের কাছে প্রচার করতে পারেন , আবার অনেকে মনে করেন, তিনি যিহূদা দেশেই তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন।

বিলাপ পুস্তকটির নাম করণ সুপ্রযুক্ত। "ক্রন্দনরত ভাববাদী" এখনও ক্রন্দন করছেন কারণ তাঁদের দেশ পরাজিত এবং তাঁর প্রিয় দেশবাসীদের মধ্যে যারা বিনষ্ট হয়নি তাদেরকে বন্দি করে, ক্রীতদাস হিসাবে দূর দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

যিহিষ্কেল ও দানিয়েল ভাববাদির ন্যায় অন্যান্য ভাববাদিদের দ্বারা এই বিলাপ পুস্তকের একটি বিশেষ সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। সমস্যাটি হল, তাঁরা আর যিরূশালেম মন্দিরের কাছে থাকতে পারবে না। যিহূদিরা বিশ্বাস করত যে ঈশ্বর মন্দিরের মধ্যে বাস করেন ও উপস্থিত থাকেন। তাঁর ঐশ্বরিক উপস্থিতি প্রকৃত পক্ষে যিরূশালেম মন্দিরের অতি পবিত্র স্থানে অবস্থিতি করত। এক বিশেষ অর্থে এই সব ভক্ত ভাববাদিদের কাছে, যিরূশালেম মন্দিরই ছিল ঈশ্বরের ঠিকানা। এই জন্য দানিয়েল ভাববাদী, যিরূশালেমের দিকে মুখ করে প্রতিদিন প্রার্থনা করতেন। তখন যারা বাবিলে বাস করছিল, তাদের জন্য ঈশ্বর কোথায় বাস করতেন? তাদের কাছে আক্ষরিক ভাবে যিরূশালেম ছিল ঈশ্বরের নগরী ও পবিত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন বলে তারা মনে করত।

যিরমিয়র গুহা

যিরমিয় ভাববাদী একটি পাহাড়ের গুহায় বিলাপগীত রচনা করেছিলেন। আজকের দিনে 'গল্‌গথা' পর্বতের উপর 'যিরমিয়র' গুহা নামে একটি স্থান আছে। ঈশ্বরের ঈশ্বরিক ব্যবস্থানুসারে, যিরময়র গুহাটি কালভেরী পর্বতে অবস্থিত ছিল, যেখানে যীশু খ্রীষ্ট জগতের পাপরাশির জন্য ক্রুশারোপিত হয়েছিলেন। আমরা বিলাপগীত বিশ্লেষণ করলে, এই ব্যবস্থার তাৎপর্য বুঝতে পারব।

বিলাপগীতের আক্ষরিক রূপ

সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিলাপগীত হল, এক অনবদ্য কাব্য। এর পাঁচটি অধ্যায়ে পাঁচটি কবিতা বা শোকগাথা অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে পৃথক পৃথক কবিতা লেখা আছে এবং তার মধ্যে চারটি হল ছন্দোবদ্ধ কবিতা। ছন্দোবদ্ধ কবিতায় - প্রথম পদটি বর্ণমালার প্রথম অক্ষর দিয়ে, দ্বিতীয় পদটি বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর দিয়ে, এইভাবে আরম্ভ করা হয়। কিন্তু এই পুস্তকের সাহিত্যিক রূপ যেমন অতি সুন্দর, এর প্রত্যাদৃষ্ট বার্তাও তেমনই অতি সুন্দর। সেইজন্য এই কাব্যগ্রন্থটি ঈশ্বরের বাক্যের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

এই প্রত্যাদৃষ্ট বার্তা বাবিলের বিজয় যাত্রা ও যিহূদার বন্দিত্বের দুঃখ জনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্ণিত হয়েছে। ঐ বার্তা বর্ণনামূলক এবং আবেগের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছেঃ "অয়ি, যিরূশালেম কন্যে, আমি কি বলিয়া তোমার কাছে সাক্ষ্য দিব? অয়ি, সিয়োন-কুমারী, আমি তোমার সান্ত্বনার জন্য কিসের সহিত তোমার তুলনা দিব? কেননা তোমার ভঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় বৃহৎ, তোমার চিকিৎসা করা কাহার সাধ্য? (বিলাপ ২:১৩)।

বাবিল আমন্ত্রণের পর, যিরূশালেমের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল, যিরমিয় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। বাবিলের ন্যায় এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের কাছে পরাজিত হয়ে, এই নগরের রূপ কি ভয়ঙ্কর হয়েছিল যিরমিয় তার এক বর্ণনামূলক চিত্র প্রদর্শন করেছেন।

তাঁর ভাববাণীতে যেরূপ বলেছিলেন, ঠিক একইভাবে যিরমিয় তাঁর এই কাব্য পুস্তকেও দুঃখ ও হতাশার সঙ্গে, আমাদের মশীহ সম্পর্কে এক চমক্‌প্রদ ও অতি সুন্দর আশার বাণীও শুনিয়েছেন। আপনাদের নিশ্চ য় মনে আছে, ইয়োব চূড়ান্ত দুঃখের কালেও এরূপ বলেছিলেন, (ইয়োব ১৯:২৫-২৬ পদ)। বিলাপ পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে, গভীর হতাশার মধ্যে, যিরমিয় এক অতি অপূর্ব ভাববাণীমূলক দর্শন লাভ করেছিলেন।

" সদা প্রভুর বিবিধ দয়ার গুণে আমরা নষ্ট হই নাই; কেননা তাঁহার বিবিধ করুণা শেষ হয় নাই। নূতন নূতন করুণা প্রতি প্রভাতে ! তোমার বিশ্বস্ততা মহৎ। আমার প্রাণ বলে সদাপ্রভুই আমার অধিকার; এইজন্য আমি তাঁহাতে প্রত্যাশা করিব। সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ, তাঁহার আকাঙ্খীদের পক্ষে, তাঁহার অন্বেষী প্রাণের পক্ষে। সদা প্রভুর পরিত্রাণের প্রত্যাশা করা, নীরবে অপেক্ষা করা, ইহাই মঙ্গল" (৩:২২-২৬)।

যিরমিয়র কাছে প্রত্যাশার যে বার্তা প্রকাশিত হয়েছিল, তা হল এই ঃ ঈশ্বর কখনও তাঁর ভালবাসা থেকে আমাদের বঞ্চিত করেন না। যখন আমরা পাপী, তখনও তিনি আমাদের ভালবাসেন। ঈশ্বরের ভালবাসাই আমাদের একমাত্র আশা। যে সব বন্দিদের বাবিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যিরমিয় তাদের বলেছিলেন ঃ তোমরা শক্তি, তোমাদের জ্ঞান ও তোমাদের বিদ্যা নিয়েও গর্ব করো না। ঈশ্বরে গর্ব কর। তোমরা ঈশ্বরকে অবশ্যই জানবে এবং তাঁর মধ্যেই পরিপূর্ণতা লাভ করবে। তোমরা তাঁর নিঃশর্ত ও অপ্রতিরোধ্য ভালবাসা ও করুণায় বিশ্বাস করার মাধ্যমে তাঁকে জানতে পারবে। ঈশ্বর এখন যিরমিয়কে জানিয়েছেন যে, আমরা আমাদের ইতিবাচক কাজের দ্বারা তাঁর ভালবাসা জয় করতে পারি না বা নেতিবাচক কাজ দ্বারা তাঁর ভালবাসা হারাতে পারি না। ঈশ্বর কখনও কোনক্রমে ভবিষ্যতেও আমাদেরকে তাঁর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করেন না ।

ঈশ্বরের ভালবাসার প্রমাণ

বিলাপ পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা আরও পাঠ করি ঃ "প্রভু আজ্ঞা না করিলে কাহার বাক্য সিদ্ধ হইতে পারে? পরাৎপরের মুখ হইতে কি বিপদ ও সম্পদ দুই বাহির হয় না? জীবিত মনুষ্য কেন আক্ষেপ করে, প্রত্যেক ব্যক্তি আপন পাপের দণ্ডের জন্য? আইস, আমরা আপন আপন পথের সন্ধান ও পরীক্ষা করি, এবং সদা প্রভুর কাছে ফিরিয়া আসি" (৩৭- ৪০)।

যিরমিয় যখন এই মহান আশা প্রকাশ করছেন, তিনি এমন এক সত্যের কথা বলছেন, যা আমরা ইয়োরের পুস্তকেও পাঠ করি, যে "সুদিন ও দুর্দিন, দুটোই ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে" (ইয়োর ২:১০)। শলোমনও আমাদের এই সত্যতার শিক্ষা দিয়েছিলেন, যখন তিনি বলে ছিলেন যে সমৃদ্ধির মধ্যে বাস করে, আমরা নিশ্চই আনন্দিত হব কিন্তু দুর্দিনেও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে ঈশ্বর সুদিন ও দুর্দিন উভয়ই সৃষ্টি করেছেন। এর পূর্বে তিনি বলেছেন যে ভোজ গৃহে যাওয়া অপেক্ষা বিলাপ গৃহে যাওয়া

ভাল কারণ তা সব মানুষের শেষ গতি। সেখানে মানুষ ভাবে যে, একদিন তারও মৃত্যু হবে। সে তখন ঈশ্বর, জীবন, জীবনের উদ্দেশ্য ও অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করতে শেখে (উপদেশক ৭:২, ১৪)।

মনে রাখবেন ঈশ্বরের প্রজাগণ সংশোধনের অযোগ্য প্রতিমা-পূজক ছিল। তাদের প্রতিমা পূজা রূপ পাপের কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। এর মধ্যে দুর্নীতি গ্রস্থ যাজক ও ভ্রান্ত ভাববাদীগণও যুক্ত ছিল। কিন্তু যিরমিয়র প্রচার বার্তা ও ভাববাদীগণের বন্দীত্বের মধ্যে এই আশার বাণী ছিল যে ঃ আপনি দিনের পর দিন পাপে মগ্ন থাকলেও ঈশ্বরের ভালবাসা আপনাকে নষ্ট হতে দেয় না। ঈশ্বর আপনার প্রতি সেরূপ ঘটনা ঘটতে দেন নি কারণ আপনি ঈশ্বরের প্রজা।

আমাদের জন্য আরাধনাগত প্রয়োগ হল, ঈশ্বর যখন আমাদের শাস্তি দেন, তার দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান রূপে আমাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। পিতা মাতা রূপে আমরা যখন দেখি যে, আমাদের সন্তানেরা মন্দ কাজ করছে , আমরা তাদের শাসন করি, বিশেষতঃ যখন তারা আমাদের সন্তান । আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সন্তান সন্ততিকে শাসন করি না কারণ তারা আমাদের সন্তান নয়। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক আমাদের বলছেন, এই ধরনের শাসন প্রমাণ করে যে, সদাপ্রভু - আমাদের স্বর্গীয় পিতা এবং তিনি আমাদের ভালবাসেন, (ইব্রীয় ১২ অধ্যায়)।

আট অধ্যায়

যিহিষ্কেলের ভাববাণী
"সমস্ত বস্তুই অলৌকিক ও বিস্ময়কর"

যখন ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দকে সারিবদ্ধ ভাবে বাবিলে নিয়ে যাওয়া হল , গীত রচয়িতা বলছেন যে উৎপীড়ণ কারীগণ তাদের উপহাস করে বলেছিল ঃ "তোমরা তোমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা গান করতে ভালবাস, তাহলে এখন আমাদের কয়েকটা গান শোনাও।" কিন্তু গীত রচয়িতা লিখেছেন, "আমরা কেমন করিয়া বিজাতীয় ভূমিতে সদা প্রভুর গীত গান করিব"? (গীত সংহিতা ১৩৭:৪)।

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যিহিষ্কেল ও দানিয়েলের ন্যায় ভাববাদীগণ তাদের

অসাধারণ জীবন ও পরিচর্য্যা কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। যিহিষ্কেল ও দানিয়েল প্রায়ই একই যুগের ভাববাদী ছিলেন। দানিয়েলের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর তখন তাঁকে বন্দী করে বাবিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার নয় বৎসর পরে যিহিষ্কেল বাবিলে নীত হয়ে ছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ২৫ বৎসর। তিনি ক্রীতদাসদের শিবিরে প্রচার করতেন এবং তিনি একমাত্র ভাববাদী, যিনি প্রত্যক্ষ ভাবে বন্দিদের কাছে পরিচর্য্যার কাজ করেছিলেন।

ঈশ্বর চাননি যে তাঁর প্রজাবৃন্দ , নির্বাসন কালেও ভাববাদীবিহীন অবস্থায় বাস করে। সেইজন্য তিনি যুবক যিহিষ্কেলকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন যেন তিনি বাবিলে বন্দী রূপে নীত হয়ে নির্বাসিতদের পরিচর্য্যা করেন। এই পুস্তকের একটি মূল পদ হল ঃ "আমি যেন দেশ বিনষ্ট না করি, এ জন্য তাহাদের মধ্যে এমন একজন পুরুষকে অন্বেষণ করলাম, যে তাহার প্রাচীর সারাইবে এবং দেশের নিমিত্ত আমার সম্মুখে তাহার ফাটালে দাঁড়াইবে, কিন্তু পাইলাম না" (যিহিষ্কেল ২২:৩০)। বন্দিদের মধ্যে ঈশ্বর এমন একজন কে খুঁজছিলেন, যে ঈশ্বর ও তাঁর প্রজাবৃন্দের মধ্যবর্তী ফাটালে দাঁড়াবে। তিনি যিহিষ্কেলকে সেই কার্যভার দিয়েছিলেন।

দিব্য সাহিত্য

যিহিষ্কেল পুস্তকের একটি সুন্দর শিরোনাম, "সকল বস্তুই অলৌকিক ও বিস্ময়কর" কারণ এই পুস্তকটি কতকগুলি অলৌকিক ও বিস্ময়কর ভাববাণী দ্বারা পূর্ণ। এক অর্থে যিহিষ্কেল নিজেই ছিলেন একজন অলৌকিক ও বিস্ময়কর ভাববাদী । দানিয়েল, যিহিষ্কেল ও প্রেরিত যোহনের তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই যখন তাঁরা তাঁদের পুস্তক লিপি বদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা তিনজনই অন্য দেশে নির্বাসিত জীবন যাপন করেছিলেন। দানিয়েল ও যিহিষ্কেল বাবিলে, শিষ্য যোহন, রোমীয়দের দ্বারা পাটম দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছিলেন। পন্ডিতগণ বলেন যে তাঁরা তিনজনই দিব্য সাহিত্য রচনা করেছিলেন। 'দিব্য' শব্দটির অর্থ হলো, 'গোপন তথ্য উদ্‌ঘাটন,' যেন লোকে এমন ঘটনা দেখতে পায়, যা তারা অন্য কোনভাবে দেখতে পায় না।

এই দিব্য সাহিত্যকে গোপন তথ্য উদ্‌ঘাটন বিষয়ক সাহিত্যও বলা হয় কারণ এটি শুধু তথ্যই উদ্‌ঘাটন করে না কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ ঘটনাও প্রদর্শন করে। ইংরাজী Eschatology (eschat শেষ ঘটনা) শব্দের অর্থ হলো "শেষ ঘটনার অধ্যয়ন"। যখন ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে মানব ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটাবেন,

তখন শেষ কি ঘটনা ঘটবে, সেটাই একজন গোপন তথ্য উদ্‌ঘাটন কারী ভাববাদী আমাদের প্রদর্শন করেন। পন্ডিতগণ মানব ইতিহাসের সমাপ্তি সম্পর্কে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে শেষ কালের মতবাদ অথবা গোপন তথ্য উদ্‌ঘাটনাকারী ঘটনারূপে চিহ্নিত করেছেন ।

যিহিষ্কেল পুস্তকের রূপরেখা

যিহিষ্কেলের অতি সুবিন্যস্ত ভাববাণীর রূপরেখা এই ভাবে বর্ণনা করা যায় ঃ যিহিষ্কেল যিরূশালেমের ধবংস সম্পর্কে ভাববাণী করেছিলেন । বন্দি ভাববাদীরূপে তৎকালীন বহু ভ্রান্ত ভাববাদির মতবাদ খন্ডন করাই ছিল তাঁর প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সময় বহ ভ্রান্ত ভাববাদী প্রচার করতো যে, তারা শীঘ্রই তাদের বন্দী দশা থেকে মুক্তি পাবে এবং বন্দী লোকেরাতো সেই কথাই শুনতে চাইত।

যিরমিয় হানানিয় নামক একজন ভক্ত ভাববাদির উল্লেখ করে ছিলেন, যিনি যিরমিয় ও ভাববাদির বিরোধিতা করতেন এবং বলতেন যে সত্তর বৎসর নয় কিন্তু মাত্র দুবৎসর পরে বন্দিগণ প্রত্যাগমন করবে। যিরমিয়, হনানিয়ের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, ঐ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। যিরমিয়র ভাববাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছিল, (যিরমিয় ২৮:১১ - ১৭)। আপাতভাবে তখন অনেক ভাববাদী ছিল, যারা এই রূপ ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করত ।

তাঁর পুস্তকের প্রথম চারটি অধ্যায় পর্যন্ত যিহিষ্কেল ঐ সব ভ্রান্ত ভাববাণী খন্ডন করেছিলেন এবং যিরূশালেম ধবংসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যিরমিয়র ন্যায় যিহিষ্কেল ভাববাদীও বলেছিলেন, বাবিলের আক্রমণ ও যিরূশালেমের ধবংস অবশ্যই ঘটবে।

পঁচিশ থেকে বত্রিশ অধ্যায় পর্যন্ত যিহিষ্কেল, বাবিলের বিরুদ্ধে অর্থাৎ যে দেশ যিরূশালেম ধবংস করবে সেই দেশ সম্পর্কে ভাববাণী বলেছেন। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, ঠিক যেখানে শলোমনের মন্দির ছিল,সেখানেই আর একটি মন্দির নির্মিত হবে, সেটিকে বলা হবে সহস্রাব্দের মন্দির।

যিহিষ্কেলের অর্পিত কার্য্যভার

যিহিষ্কেলের অধিকাংশ উপদেশ, তাঁকে দর্শন আকারে দেখানো হয়েছিল, তার মধ্যে অনেকগুলি দর্শন প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে পাওয়া যায়। যিহিষ্কেলের প্রথম দর্শন

শুরু হয়েছে এই ভাবে ঃ "আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ উত্তর দিক হইতে ঘূর্ণবায়ু, বৃহৎ মেঘ ও জাজ্বল্যমান অগ্নি আসিল এবং তাহা চারিদিকে তেজ ও তাহার মধ্যস্থানে অগ্নির মধ্যবর্তী প্রতপ্ত ধাতুর ন্যায় প্রভা ছিল। আর তাহার মধ্য হইতে চারি প্রাণীর মূর্তি প্রকাশ পাইল। তাহাদের আকৃতি এই; তাহাদের রূপ মনুষ্যবৎ। আর প্রত্যেকের চারি চারি মুখ চারি চারি পক্ষ ।..... তাহাদের মুখের আকৃতি এই - তাহাদের মনুষের মুখ ছিল, আর দক্ষিণ দিকে চারিটির সিংহের মুখ, এবং বাম দিকের চারিটির গরুর মুখ, আবার চারিটির ঈগল পক্ষীর মুখ ছিল।..... আমি যখন ঐ প্রাণীদিগকে অবলোকন করিলাম, দেখ, ভূতলে ঐ প্রাণীদের পার্শ্বে চারিমুখের এক একটির জন্য এক এক চক্র ছিল .....কেননা সেই প্রাণীর আত্মা ঐ চক্রে ছিল" (যিহিষ্কেল ১:৪ - ৬, ১০,১৫,২১)।

তাঁর দর্শনের প্রধানতম অংশ হল চারটি প্রাণী। শিষ্য যোহন তাঁর স্বর্গের দর্শনে স্বর্গের এক উন্মুক্ত দ্বারের কাছে এই সব প্রাণী দেখেছিলেন। তিনি একথা প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। স্বর্গের এক সিংহাসনের চারিদিকে তিনি এই একই চারটি জীবন্ত প্রাণীকে দেখেছিলেন। প্রথমটি সিংহের ন্যায়, দ্বিতীয়টি গরুর ন্যায়, তৃতীয়টি মানুষের ন্যায় ও চতুর্থটি ঈগল পাখির ন্যায়, (প্রকাশিত বাক্য ৪:৬ ,৭)।

কোন কোন পন্ডিত মনে করেন যে যিহিষ্কেল ও যোহনের একই প্রকার দর্শনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর, শাস্ত্রে নিজেকে সংক্ষিপ্ত রূপে প্রকাশ করেছেন। প্রথম যখন সীনয় পর্বতে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, তিনি সিংহের ন্যায় গর্জন করেছিলেন তা লেখা আছে যাত্রা ও লেবীয় পুস্তকে, যেখানে মানুষের পাপের জন্য গোবৎস উৎসর্গ করার কথা বলা হয়েছে ।

এই চারটি জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে মানুষ, আমাদের নিয়ে যায় সুসমাচারে, যেখানে ঈশ্বর মানব রূপে এ জগতে এসেছিলেন। তিনি আমাদের মধ্যে তেত্রিশ বৎসর বাস করেছিলেন। অনেকে বলেন যে ঈগল দেবত্বের প্রতীক। শাস্ত্রানুসারে এই মানুষ - যিনি আমাদের মধ্যে বাস করেছিলেন, তিনি অবশ্যই একজন মানুষ আবার অবশ্যই একজন ঈশ্বর। যীশু খ্রীষ্টের মানবদেহ ধারণের মধ্য দিয়ে, ঈশ্বর এ জগতে নিজেকে চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ করেছিলেন।

চক্রগুলি ঈশ্বরের আশ্চর্য ও অবিরত আত্মপ্রকাশের প্রতিনিধিত্ব করে। সম্ভবতঃ এই আত্মপ্রকাশের মধ্যে ভাববাদীগণও অর্ন্তভুক্ত কারণ তাঁরা ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশের কথা ঘোষণা করেছিলেন, এবং বলেছিলেন জীবন্ত প্রাণীর আত্মা চক্রের মধ্যে অবস্থিত। এইগুলিই যিহিষ্কেলের প্রথম দর্শনের ব্যাখ্যা।

এই প্রথম দর্শনের পর যিহিষ্কেল ঈশ্বরের কাছ থেকে কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। (২ অধ্যায়)। এটিকে বলা যায় যিহিষ্কেলের "আগামী অভিজ্ঞতা।" আপনার কি যিশাইয়র "আগামী অভিজ্ঞতার" কথা স্মরণে আছে ? পুরাতন নিয়মে সমস্ত ভাববাদির এই রূপ পূর্বলব্ধ ও প্রচারিত অভিজ্ঞতা, তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে আনয়ন করেছিল এবং তারপর সেই অভিজ্ঞতা তাদের ঈশ্বরের জন্য প্রেরণ করেছিল।

পুরাতন নিয়মে ভাববাদী ও ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের আগামী অভিজ্ঞতা ছিল যেটি কখনও কখনও মোশির মত স্থায়ী ছিল। তিনি আশি বছরের আগামী অভিজ্ঞতা ও চল্লিশ বছরের সক্রিয় অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন এবং এইজন্য তাঁর চল্লিশ বৎসর যাবৎ সক্রিয়থাকার অভিজ্ঞতা খুবই প্রাণবন্ত হয়েছিল এবং তা তাঁর আশি বৎসর আগামী অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করেছিল।

প্রথম অধ্যায়ে দেখা যায়, চারটি জীবন্ত প্রাণী ও চক্রের মধ্য দিয়ে যিহিষ্কেল আগামী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তারপর ঈশ্বর তাঁকে বিশষ কার্য্যভার দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই যুগে যিহুদার লোকেরা ঈশ্বরের দর্শন হারিয়ে ফেলেছিল। তাদের যিরূশালেম ছিল না, মন্দির ছিল না, ঈশ্বরের বাক্য ছিল না এবং তাদের আরাধনার কোন সাহায্যও ছিল না। অতএব সেই যুগের আত্মিক নেতা যিহিষ্কেলের, অতিপ্রাকৃতভাবে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করার প্রয়োজন হয়েছিল।

ঈশ্বর যিহিষ্কেলকে নানা উপায়ে দর্শন দিয়েছিলেন। প্রথমতঃ যিহিষ্কেল বারংবার বলেছেন, "ঈশ্বরের বাক্য আমার কাছে এসেছে।" সমস্ত ভাববাদির কাছে একথা সত্য। যিহিষ্কেল আরও বলেছিলেন, "ঈশ্বরের হস্ত আমার উপরে আছে।" তিনি পবিত্র আত্মার ভাববাদিরূপে পরিচিত কারণ অন্যান্য ভাববাদী অপেক্ষা তিনি অধিকবার পবিত্র আত্মার উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু, যে কারণে যিহিষ্কেল ভাববাদীগণের মধ্যে অদ্বিতীয় হয়েছিলেন সেটি হল এই যে, তাঁর জন্য স্বর্গ উন্মুক্ত হয়েছিল এবং তিনি প্রকৃতই ঈশ্বরের মহিমা অবলোকন করেছিলেন।

ঈশ্বর তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন যেন তাঁর প্রজাবৃন্দ বিনষ্ট না হয়। তাছাড়া ঈশ্বর যিহিষ্কেলকে দর্শন দিয়েছিলেন, যেন তিনি ভাববাদিরূপে এক অতি সঙ্কট কালে অতি কঠিন স্থানে - বাবিলের দাস শ্রমিকদের শিবিরে, তাঁর পরিচর্য্যা কাজ সম্পন্ন করতে পারেন।

আত্মিক প্রহরী

যিহিষ্কেল ভাববাদির পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায় এক মহান উপদেশ লিখিত আছে।

এই উপদেশ কে বলা হয় "ইস্রায়েল জাতির প্রহরী।"

এই উপমাটি তাদের প্রাচীর বেষ্টিত নগরের ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি শীল কারণ নিষ্ঠুর আক্রমণকারীগণ প্রায়ই ঐ নগরগুলি আক্রমণ করত। শলোমনও এরূপ উপমা ব্যবহার করেছিলেন, যখন তিনি লিখেছিলেন ; "যদি সদাপ্রভু নগর রক্ষা না করেন, তবে নির্মাতারা (প্রহরীগণ) বৃথাই জাগরণ করে" (গীত সংহিতা ১২৭:১)। রাত্রে পাহারা দেওয়ার জন্য ও শত্রুর সংকেত ধবনি শোনার জন্য সেখানকার নগরগুলিতে সব সময় প্রহরী মোতায়েন করা হতো। যিহিষ্কেলের উপমার মূল প্রথিত ছিল, প্রহরীদের পবিত্র দায়িত্বশীলতার মধ্যে, যেন তারা শত্রুর আক্রমণ কালে নাগরিকদের সতর্ক করে দিতে পারে। যিহিষ্কেল তাঁর প্রহরী বিষয়ক উপদেশের প্রারম্ভে বলেছেন ঃ "সাতদিন গত হইলে পর সদা প্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, "হে মনুষ্য সন্তান, আমি তোমাকে ইস্রায়েল কুলের জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিলাম; তুমি আমার মুখের কথা শুনিবে, এবং আমার নামে তাহাদিগকে চেতনা দিবে। ..... তুমি দুষ্টকে চেতনা দিলে সে যদি আপন দুষ্টতা ও কুপথ হইতে না ফিরে, তবে সে নিজ অপরাধে মরিবে, কিন্তু তুমি আপন প্রাণ রক্ষা করিলে" (৩:১৬ , ১৭, ১৯)।

যিরমিয় তাঁর সময়ের ভক্ত ভাববাদিদের তিরস্কার করে বলেছিলেন "তোমরা কখনও লোকদের পাপের জন্য চেতনা দাও নি এবং তাদের এই সব দুর্যোগ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করোনি।" তিনি আরও বলেছেন ঃ "ভাববাদিরূপে লোকদের চেতনা দেওয়ার পরেও, যদি তারা দুষ্ট পথে থাকে, তাহলে দুষ্টতার জন্য তাদের মৃত্যু হবে। কিন্তু তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু তুমি যদি তাদের চেতনা দিতে না পার, তাহলে ঈশ্বর তোমাকে দায়ী করবেন।

প্রেরিত পৌলও তাঁর সময়ে এ কথায় বিশ্বাস করতেন। তিনি লিখেছেন ঃ "যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছে ও যাহারা বিনাশ পাইতেছে উভয়ের কাছে আমরা ঈশ্বরের পক্ষে খ্রীষ্টের সুগন্ধস্বরূপ। এক পক্ষের প্রতি আমরা মৃত্যুমূলক। মৃত্যুজনক গন্ধ, অন্য পক্ষের প্রতি জীবনমূলক। জীবনদায়ক গন্ধ। আর এই সকলের জন্য উপযুক্ত কে ?" (২ করিন্থীয় ২:১৫ - ১৬)

আমাদের ক্ষেত্রে ভক্তিমূলক প্রয়োগ হল ঃ যদি আপনি অন্য কারোর কাছে সুসমাচারের কথা বলেন এবং সে তা বিশ্বাস করে, তাহলে আপনি সেই ব্যক্তির জীবনে সুগন্ধ স্বরূপ। কিন্তু আপনি অন্যদের সুসমাচারের কথা বলেন, আর তারা যদি তা বিশ্বাস না করে, তাহলে আপনি তাঁদের কাছে মৃত্যুর গন্ধ স্বরূপ কারণ আপনার কথা

শোনার পরেও, তাদের পক্ষে একথা বলা অসম্ভব হয়নি যে "আমি জানি না, আমি কখনও শুনি নি"। আমরা যদি বিশ্বাস করি যে, বাইবেল হল ঈশ্বরের প্রত্যাদৃষ্ট বাক্য, আমরা যিহিষ্কেলের ন্যায় বিশ্বাস করব যে, আমরা যাদের জীবনের সংস্পর্শে আসি, আমরা হলাম তাদের প্রাণের 'প্রহরী'।

এই জন্য যিহিষ্কেল তাঁর উপদেশে পবিত্র আত্মার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পৌলের ন্যায় যিহিষ্কেলেরও পবিত্র আত্মায় তাঁর আশ্চর্য কাজের পক্ষে তাঁর উপযোগীতা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন। পৌল বলেন করিন্থীয়দের ন্যায় অন্য লোকদের কাছে, যখন পৌল সুসমাচার প্রচার করতেন, তখন তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কোন কিছুই তাঁর মধ্যে থেকে আসে না কিন্তু সবকিছুই পবিত্র আত্মা থেকে আসে" (২ করিন্থীয় ৩:৫, ১ করিন্থীয় ২:৩ - ৫) । একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের উপযুক্ত ভাবে আত্মিক প্রহরীরূপে গড়ে তুলতে পারেন।

নয় অধ্যায়

"শুষ্ক অস্থি সকল"

অনেক পুরোহিত, ঈশ্বরের বাক্য প্রচার কালে, যিহিষ্কেলের সমাধিক্ষেত্র বিষয়ক উপদেশ প্রচার করতে ভালবাসেন। ঐ সমাধিক্ষেত্র হল, এক হত্যার ক্ষেত্র, যেখানে বহু লোককে ছিন্ন ভিন্ন করা হয়েছিল। যিহিষ্কেল পুস্তকে লেখা আছে, যে তাঁকে একটি শুষ্ক অস্থিপূর্ণ সমস্থলীতে আনয়ন করা হয়েছিল (৩৭ অধ্যায়)। আর ঈশ্বর যিহিষ্কেলকে ঐ শুষ্ক অস্থিগুলির কাছে প্রচার করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

প্রতীকাকারে বলা যায়, রবিবার যখন পুরোহিত, তাঁর উপাসক মন্ডলীর সামনে দাঁড়ান, তিনিও এই প্রকার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। জনৈক পুরোহিত একবার বলেছেন, "যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে" (১ থিষলনীকীয় ৪:১৬)। পুরোহিত আশ্চর্য হয়ে ভাবেন, যে ঐ শুষ্ক অস্থিগুলি কি জীবন্ত হতে পারে ? আমি কি এমন ভাবে প্রচার করতে পারি যে আমি ও আমার বাক্য, পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তি প্রাপ্ত হয়ে এই সব লোকদের জীবনে আত্মিক জীবন সঞ্চারিত করবে ?

যখন যিহিষ্কেল শুষ্ক অস্থির কাছে প্রচার করার জন্য সদাপ্রভুর কর্মভার পালন

করেন "তিনি (সদা প্রভু) আমাকে কহিলেন, 'হে মনুষ্য-সন্তান, এই সকল অস্থি কি জীবিত হইবে?' আমি কহিলাম, 'হে প্রভু সদাপ্রভু, আপনি জানেন।' তখন তিনি আমাকে কহিলেন, 'তুমি এই সকল অস্থির উদ্দেশ্যে ভাববাণী বল। তাহাদিগকে বল, 'হে শুষ্ক অস্থি সকল সদা প্রভুর বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভু এই সকল অস্থি কে, এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করাইব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে' " (৩৭:৩ - ৫)।

যিহুদার লোকেরা ছিল শুষ্ক অস্থির ন্যায়। ঈশ্বর যিহিষ্কেল ভাববাদির সামনে এই চ্যালেঞ্জ রেখেছিলেন, "তুমি কি মনে কর, এই শুষ্ক অস্থিগুলি জীবিত হবে?" শাস্ত্রে ঈশ্বর ভাববাদী গণকে তাদের দর্শন বিষয়ে বারংবার চ্যালেঞ্জ করেছেন। লক্ষ্য করুন যিহিষ্কেল বলছেন না যে "হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি যে এই অস্থি গুলি জীবিত হতে পারে।" পরিবর্তে তিনি বলছেন, "হে প্রভু , আপনি তা জানেন।" ভাববাদী ঈশ্বরকে এ কথা বলছেন না যে, তিনি প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাস করছেন না যে, অস্থি গুলি জীবিত হতে পারে। ঈশ্বর তাঁকে বলছেন, "এই অস্থিগুলির কাছে প্রচার কর।"

অতএব যিহিষ্কেল অস্থিগুলির কাছে, প্রচার করতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ প্রচার করার পর, যিহিষ্কেল বলছেন, সেখানে একটা শব্দ, একটা মর্মর ধ্বণি শোনা গেল এবং অস্থি গুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে শুরু করল। যখন শুষ্ক অস্থি গুলি এক সঙ্গে সংযুক্ত হল, যিহিষ্কেল একদল মানুষের কংকাল পেলেন, যাদের কোন পেশী, তন্তু বা মাংস ছিল না। যিহিষ্কেলকে পুনরায় আদেশ করা হলো, "প্রচার কর।" তিনি পুনরায় প্রচার করলে পর কংকাল গুলি পেশী, তন্তু ও মাংস দ্বারা পূর্ণ হল।

যখন যিহিষ্কেল একদল সৈন্যের মাংস ও পেশীযুক্ত কংকাল দেখতে পেলেন তিনি তখনও,"এই অস্থি গুলি কি জীবিত হবে", ঈশ্বরের এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। সেই দেহ গুলি তখনও জীবিত ছিল না, তারা নিঃশ্বাসও নিচ্ছিল না, সেই জন্য তাঁকে বলা হল 'ওদের শ্বাস বায়ু দান কর'। বাইবেলে বাতাস, নিঃশ্বাস ও আত্মার জন্য একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে নিঃশ্বাস হল পবিত্র আত্মা। আপনি বাইবেলের সর্বত্র এই মহান নীতি দেখতে পাবেন ঃ পবিত্র আত্মা ব্যতীত প্রচারকের পক্ষে কিছু চেষ্টা করা অসম্ভব ।

একজন প্রকৃত ভাববাদী জানেন যে যদি তাঁর উপর আত্মার আগমন না হয়, আত্মা তাঁকে যদি উত্থিত না করেন, এবং আত্মা তাঁর উদ্যম দ্বারা তাঁকে যদি অভিষিক্ত না করে, তাহলে তাঁর পক্ষে কি করা অসম্ভব? যখন যিহিষ্কেল আত্মা প্রচার করলেন সেই

মৃতদেহ গুলিতে নিঃশ্বাস আসল এবং তারা এক শক্তিশালী সৈন্যদলে পরিণত হল।

প্রায়গিক অর্থে প্রাথমিক ভাবে যিহিষ্কেল ভাববাদীকে যিহুদিদের কাছে যা প্রচার করতে বলা হয়েছিল, মূলতঃ ভাবে তাহল এই যে ঃ "আমি তোমাদের বন্দীদশার অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ধার করতে পারি এবং আমি সেটাই করব। আমি বাবিল থেকে তোমাদের মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে আনতে পারি এবং অবশ্যই ফিরিয়ে আনবো। আমি ইস্রায়েলের সুদিন পুনরুদ্ধার করব।"

এই মহান বার্তার দ্বিতীয় প্রয়োগ ক্ষেত্রে আমরা একটি চিত্র দেখতে পাই যার অন্তর্ভুক্ত হল, আজকের দিনে মন্ডলী গড়ে তোলার মহান পরিচর্য্যা। মন্ডলী গঠিত হয় সুসমাচার প্রচার দ্বারা। শুষ্ক হারানো মানুষের প্রতীক আজকের দিনে পৃথিবীর ৬০ কোটি মানুষের মধ্যে কয় জন যীশুখ্রীষ্টকে চেনে? কয়জন যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে জীবিত আছে? কয়জনার মধ্যে পবিত্র আত্মা বাস করেন? বা কয়জন ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা রূপান্তরিত হয়েছে? মাত্র কয়েকজন। আজকের দিনে মন্ডলীকে এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে ।

যিহিষ্কেলের শুষ্ক অস্থির উপদেশের আরাধনাগত প্রয়োগ হল এই চ্যালেঞ্জ ঃ আজকের পৃথিবীতে হারিয়া যাওয়া মানুষের কাছে যীশুখ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করার মহান কার্যভার, বাস্তবে কিভাবে রূপায়িত করা যায় এবং যীশুখ্রীষ্টের মন্ডলীকে পবিত্র আত্মার দ্বারা উদ্যম শীল করে তোলা যায়?

আপনি কি এরূপ এক শুষ্ক অস্থি? পরিত্রাণের সুসমাচার শ্রবণ বা বিশ্বাস না করার ফলে, আপনি কি হারিয়ে গেছেন? এই উপদেশ কি আপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কারণ আপনি আপাত ভাবে জীবিত হলেও আপনার 'প্রকৃত জীবন' নেই ? আপনার জীবনে ও পরিচর্য্যা কাজে কি ঈশ্বরের আত্মার অনুপ্রবেশ ঘটেছে? আপনার অবস্থা যাই হোক না কেন, যিহিষ্কেল প্রতি প্রভাতে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন, তার থেকে নিশ্চয় আরো কঠিন নয়? ঈশ্বর মৃত অস্থি গুলিকে যিহিষ্কেলের জন্য যেমন জীবিত করে দিয়েছিলেন, তিনি আমার ও আপনার ক্ষেত্রেও তা করতে পারেন।

যদি পবিত্র আত্মা সত্যই আপনার মধ্যে বাস করেন, তাহলে আপনি মন্দির গড়ে তোলার জন্য কি করছেন? অন্যের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য আপনার পক্ষে প্রচারক হওয়ার প্রয়োজন নাই। আপনাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে আপনি অন্যের কাছে যা বলতে চান, ঈশ্বরের আত্মা, ঈশ্বরের সেই বাক্যকে অভিষিক্ত করবেন। একটা কথা প্রচলিত আছে সুসমাচার প্রচারক হলেন এমন একজন ভিক্ষুক,

যে অন্য ভিক্ষুকদের রুটির সন্ধান দেয়। অতএব আত্মিক দিক থেকে বলা যায়, আপনাকে প্রার্থনা ও বাক্য প্রচারের শক্তিশালী বন্ধনটি অনুধাবন করতে হবে।

প্রেরিতদের কার্য্যবরণী পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা পাঠ করি, শিষ্যগণ এক মহান আত্মিক সংঘরূপে একসঙ্গে জীবন যাপন করতেন। তাঁরা তাঁদের সম্পত্তি একসঙ্গে রেখেছিল ও একসঙ্গে আহারাদি করতেন - তাঁরা এক সম্পূর্ণ সমাজতন্ত্র অভ্যাস করতেন। শিষ্যদের টেবিল পরিষ্কার বা খাদ্য পরিবেশন করার মতো কাজগুলিকে প্রচার কার্য বলা যায় না। কিন্তু আমরা দেখি তাঁরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রথম পরিচারকদের নির্বাচন করেছিলেন এবং তাঁদের বলেছিলেন ঃ "তোমরা এইসব কাজ করবে তাহলে আমরা প্রার্থনা ও পরিচর্য্যাকার্যে নিবিষ্ট থাকতে পারব।" ঈশ্বর তাঁদের সিদ্ধান্তে আশীর্বাদ করেছিলেন কেননা শিষ্যগণ প্রার্থনা ও বাক্য প্রচারে নিজেদের নিয়োজিত করতে পেরেছিলেন।

এই সকল শক্তিশালী যৌথকার্য যিহিষ্কেল তাঁর পরিচর্য্যা কার্যে ব্যবহার করেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি বলেছেন যে আমরা যখন একত্রিত হই তখন কারও মধ্যে পরিবর্তিত হওয়ার মতো কিছু ঘটে না। যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করি, তখন যদি শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশন করি, তাহলে শ্রোতাদের মধ্যে কিছুই ঘটে না। অবশ্য আমরা যদি যিহিষ্কেল ও প্রেরিত পৌলকে অনুসরণ করে, প্রচারের আগে প্রার্থনা করি, তাহলে কিছু ঘটে। তখন যারা শ্রবণ করে, তাদের জীবন চিরকালের জন্য পরিবর্তিত হয়ে যায়।

ঈশ্বর আপনাকে যে শুভ সংবাদ ঘোষণা করার দায়িত্ব দিয়েছেন, আপনি যদি তা ঘোষণা করেন, আপনি যদি 'অস্থি গুলির' কাছে প্রচার করেন, আপনি তাদের নিঃশ্বাস বা সেই আত্মাকেও প্রচার করেন। আপনি যখন প্রচার করবেন বা অন্যের কাছে সুসমাচার প্রচার করবেন, আপনি সব সময় ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন যেন আপনি উদ্যমশীল তৈল লেপন দ্বারা, আপনার প্রচারিত প্রতিটি বাক্য, আত্মা দ্বারা উদ্যমী করে তুলতে পারেন। যখন তাঁর শক্তি আপনাকে ও আপনার বাক্যকে উদ্যমশীল করে তোলে, তখন ঐ অস্থিগুলি জীবন্ত হয়ে উঠবে।

দশ অধ্যায়

দানিয়েল ভাববাদির ভাববাণী
"বিশ্বাসীবর্গ বনাম বাবিলীয়গণ"

"প্রধান ভাববাদী রূপে" পরিচিত ভাববাদিদের মধ্যে চতুর্থ জন হলেন, দানিয়েল। আর বন্দী ভাববাদিদের মধ্যে তিনি হলেন তৃতীয় ভাববাদী। যিরূশালেমের প্রথম পতনের পর, আমরা যখন দানিয়েলের দেখা পাই তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। সেবার বহু লোককে বাবিলে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়নি। দানিয়েল ও তাঁর তিনজন কিশোর বন্ধু সহ, বিশেষ মনোনীত কয়েকজনকে বন্দি করে বাবিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আপাত ভাবে বাবিল রাজ নবূখদ্‌নিৎসর আদেশ করেছিলেন, "আমি চাই উচ্চবংশীয় ও রাজকুমারগণ ও প্রকৃত বুদ্ধিমান যুবকেরা আমার রাজকীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হবে।" ঈশ্বর বিধর্মী একজন রাজার আদেশ ব্যবহার করে, তাঁর প্রজাদের মঙ্গলের জন্য, বাবিলে একটি পরিচর্য্যা বিভাগ গড়ে তুলতে চেয়ে ছিলেন, যেন অধিকাংশ যিহুদী বন্দি বাবিলে উপস্থিত হবে, তারা নবূখদ্‌নিৎসরের রাজ প্রাসাদে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

দৃষ্টান্ত স্থাপন ও চেতনা প্রদান

দানিয়েল ভাববাদির পুস্তকের বারোটি অধ্যায়, দুটি সমান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সাত থেকে বারো অধ্যায়ে দানিয়েলের ভাববাণীমূলক দর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। বাইবেলে, দানিয়েল ১-৬ অধ্যায়ের সমস্ত ঘটনার মূল কথা, নূতন নিয়মের একটি পদে লিখিত আছে, যেখানে বলা হয়েছে ঃ "এই সকল ঘটনা তাহাদের প্রতি দৃষ্টান্ত স্বরূপে ঘটিয়াছিল এবং আমাদেরই চেতনার নিমিত্ত লিখিত হইল, আমাদের যাহাদের উপর যুগকলাপের অন্ত আসিয়া পড়িয়াছে" (১ করিন্থীয় ১০ : ১১)।

পুরাতন নিয়মে দেখা যায়, ঈশ্বরের অধিকাংশ লোকদের আত্মিক জীবনের একটি সর্বোচ্চ বিন্দু ও একটি সর্বনিম্ন বিন্দুও আছে। অবশ্য এ কথা যোষেফ ও দানিয়েলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাঁরা দুজনেই, পৃথিবীব্যপী সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংস্কৃতির রাজনৈতিক পরিবেশে, তাঁদের সমগ্র যৌবনকাল অতিবাহিত করেছিলেন। ঈশ্বরের বাক্যে, এই দুইজন সর্বাপেক্ষা সৎমানুষের দেখা পাওয়া যায়। অবশ্য যোষেফ যেখানে

মিশরে ফরৌণের দক্ষিণ হস্ত হয়েছিলেন, দানিয়েল তাঁর সমস্ত জীবনকাল বাবিল ও পারস্যের রাজনীতির বিরুদ্ধ কৃষ্টির মধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন।

তিনি নবূখদ্‌নিৎসর ও তাঁর পুত্র বেল্‌টশৎসরের রাজত্বকালে বাবিলে বাস করতেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, কি ভাবে বাবিল সাম্রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্য দ্বারা পরাজিত হয়েছিল। তিনি বাবিলে, নির্বাসনের সমগ্র সত্তর বৎসর বেঁচেছিলেন এবং ভাববাদিরূপে কাজ করেছিলেন। বন্দিদের প্রত্যাবর্তন কালে তিনি অতিশয় বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি নির্বাসন থেকে তাদের প্রত্যাবর্তনের ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন।

যিহুদার লোকেরা কি ভাবে বন্দি জীবনযাপন করবে, দানিয়েল তাদের তা দেখিয়েছিলেন এবং তাঁর বয়স যখন মাত্র চৌদ্দ বৎসর তখনই তাঁকে সেই কার্য্যভার দেওয়া হয়েছিল। দানিয়েল অতি চমৎকারভাবে তাঁর বন্দি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন এবং সেইভাবে তিনি যিহূদার লোকদের ও আজকের দিনে আমাদের সামনেও এক অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

দানিয়েলের দৃঢ় সঙ্কল্প

প্রেরিত পৌল লিখেছেন ঃ "এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও", (রামীয় ১২:২)। এই পদটি সহজ ভাষায় বলা যায় ঃ "জগৎ যেন তোমাকে মুঠোর মধ্যে চেপে না ধরে কিন্তু ঈশ্বর যেন ভিতর থেকে তোমার হৃদয়কে পরিবর্তিত করেন।" এটি নূতন নিয়মে, বিশ্বাসীদের জন্য এক উপদেশ কিন্তু এই একই সত্য দানিয়েলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যখন তিনি বাবিল দেশে বন্দি রূপে নীত হয়েছিলেন।

অনতিকাল পরেই দানিয়েল বুঝতে পেরেছিলেন যে বাবিলীয় সংস্কৃতির বশবর্তী হওয়ার জন্য তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাঁকে বাবিলের শিক্ষায়তনে শিক্ষাগ্রহণের জন্য মনোনীত করা হল, জোর করে সেখানে শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হল এবং রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের জ্ঞানীব্যক্তিদের দ্বারা তিনি শিক্ষণ প্রাপ্ত হলেন, যেন একদিন তিনি বাবিলদেশের একজন নেতা হতে পারেন। যে বিষয়টিতে দানিয়েল প্রথম বিঘ্নিত হয়েছিলেন, সেটি হল বাবিলের রাজকীয় খাদ্য। সেই খাদ্যের মধ্যে ছিল শূকরের মাংস ও অন্যান্য নিষিদ্ধ খাদ্য, যা একজন যিহূদী যুবকের ভক্ষণ করা অনুচিত ছিল। পাঠে আমরা দেখি, "দানিয়েল মনে স্থির করিলেন যে তিনি রাজার আহারীয় দ্রব্যে ও তাঁহার পানীয় দ্রাক্ষারসে আপনাকে অশুচি করিবেন না" (দানিয়েল ১:৮)।

দানিয়েল নামের অর্থ, "ঈশ্বর আমার বিচারক।" দানিয়েল ঈশ্বরের সম্মুখে গমনাগমন করতেন এবং ঈশ্বরকে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ বিচার করতে বলতেন। তাঁর তিনজন বন্ধুর নামেরও আত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ ছিল। মীশায়েল নামের অর্থ, "কে ঈশ্বরের ন্যায়?" হনানিয় নামের অর্থ "যিহোবাই প্রিয়" এবং অসরিয় নামের অর্থ, "যিহোবার সাহায্য প্রাপ্ত।"

বাবিলের লোকেরা তাই প্রথমেই এই ইব্রীয় যুবকদের নামগুলি পরিবর্তন করে দিল। দানিয়েলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হল, বেল্‌টশৎসর, যার অর্থ "বালদেবতা তার জীবনের রক্ষক"। বাল বাবিলীয়দের এক দেবতার নাম। বাবিলীয়রা চেয়েছিল, দানিয়েল যেন বিশ্বাস করে যে তাদের পরজাতীয়ধর্মের দেবতা বাল, তাঁকে রক্ষা করেছে। মীশায়েলের নাম দেওয়া হল মৈশক, বাবিলের ভাষায় যাঁকে বলা হতো মর্দক। মর্দক বাবিলের আর একজন দেবতা। হনানিয়র নাম পরিবর্তন করে, তাঁকে নাম দেওয়া হল শদ্রক - এটা বাবিলের চন্দ্র দেবতার নাম। আর অসরিয়ের নাম হল, অবেদ্‌নগো, যার অর্থ "বাবিলের জ্ঞানের দেবতার ভৃত্য" (দানিয়েল ১:৭)।

রাজা নবূখদ্‌নিৎসর এই চারজন যুবককে বলেছিলেন ঃ "আমরা তোমাদের বাবিলীয় করে গড়ে তুলব"। কিন্তু দানিয়েল ও এই তিনজন যুবক, নবূখদ্‌নিৎসর ও সমগ্র বাবিল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মূলত এই কথা বলেছিলেন ঃ "তোমরা কখনই আমাদের বাবিলীয় করে তুলতে পারবে না। আমরাই তোমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাসী করে তুলব"!

দানিয়েল, চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, যে প্রতিভাশালী রাজা বিশাল বাবিল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, সেই নবূখদ্‌নিৎসরও শেষে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন। এটাই বাইবেলের অন্যতম এক অত্যাশ্চর্য অধ্যায়। কি ভাবে নবূখদ্‌নিৎসর ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়েছিলেন? এ সবই শুরু হয়েছিল, যখন দানিয়েল, বাবিলের অশুদ্ধ রাজকীয় খাদ্য গ্রহণে অস্বীকৃত হয়েছিলেন।

স্বপ্নের ব্যাখ্যাদান

দানিয়েল ও তাঁর বন্ধুরা তাদের নির্বাসিত জীবনের একেবারে প্রথম দিকে আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। নবূখদ্‌নিৎসর একদিন একটা স্বপ্ন দেখলেন, যা তাঁকে খুবই বিব্রত করে তুলল। তিনি তাঁর রাজ্যের জ্ঞানী ব্যক্তিদের ডেকে বললেন, "আমি কি স্বপ্ন দেখছি, আমাকে বল, আর তারপর আমাকে সেই স্বপ্নের তাৎপর্যও

ব্যাখ্যা করে জানাও।"

আপনারা বুঝতেই পারছেন, এরফলে বাবিলের জ্ঞানী ব্যক্তি গণ খুবই সমস্যায় পড়লেন। প্রকৃতপক্ষে একটা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা কঠিন নয়, কিন্তু কি ভাবে বোঝা যাবে যে সেই ব্যাখ্যা সঠিক? কিন্তু নবূখদ্‌নিৎসর সেই কথাই চিন্তা করছিলেন। যখন নবূখদ্‌নিৎসর জ্ঞানী ব্যক্তিদের সামনে এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন, তাঁরা অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে গেলেন। কারণ নবূখদ্‌নিৎসরের ন্যায় একজন শাসক যদি আপনাকে কোন কাজ করতে বলেন, আপনাকে হয় সেই কাজ করতে হবে, নতুবা আপনি মহা বিপদে পড়বেন।

তাঁরা রাজাকে বললেন "মহারাজের স্বপ্নকথা জানাইতে পারে, পৃথিবীতে এমন মনুষ্য কেহ নাই; ..... বস্তুত যাঁহারা মাংসদেহে বাস করেন না, সেই দেবগণ ব্যতিরেকে আর কেহ নাই যে মহারাজের সম্মুখে ইহা জানাইতে পারে" (দানিয়েল ২:১০,১১)। তাদের এই কথায় রাজা এত ক্রুদ্ধ হলেন যে তিনি তাঁর সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিদের মৃত্যুদন্ড দিলেন। দানিয়েল ও তাঁর বন্ধুদেরও সেই দন্ড দেওয়া হল কারণ তাঁরা ঐ জ্ঞানী ব্যক্তিদের ছাত্র ছিলেন।

যখন তাদের মুণ্ডচ্ছেদের জন্য জল্লাদকে ডাকা হল, দানিয়েল অতিশয় জ্ঞান ও চাতুর্য পূর্বক কথা বললেন, তিনি বললেন ঃ "রাজার আদেশ এত প্রচণ্ড কেন"? জল্লাদ উত্তর দিল, "রাজা ও তাঁর জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেছেন যে দেবতারা মানুষের মধ্যে বাস করেন না। আর সেইজন্য তাঁরা বলতে পারবেন না, রাজা কি স্বপ্ন দেখেছেন।"

সহজ ভাষায়, দানিয়েলের উত্তরের সারসংক্ষেপ হল ঃ "ও! এখানেই তাঁরা ভুল করেছেন। কারণ ঈশ্বর অবশ্যই মানুষের মধ্যে বাস করেন।" দানিয়েল রাজার সঙ্গে দেখা করলেন এবং রাজাকে তাঁর স্বপ্ন ও স্বপ্নের তাৎপর্য বলার জন্য, কিছু সময় চেয়ে নিলেন। আর তারপর তিনি তাঁর তিন বন্ধুকে সেই কথা বললেন ও তারা একসঙ্গে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। সেই রাত্রিতে ঈশ্বর দানিয়েলকে দর্শন দিলেন এবং অতিপ্রাকৃত ভাবে তাঁকে নবূখদ্‌নিৎসরের স্বপ্ন ও সেই স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দিলেন।

দানিয়েল এবং নবূখদ্‌নিৎসরও তাঁর সভাসদদের মধ্যে প্রধানতঃ এরূপ কথাবার্তা হয়েছিল। "হে যুবক , আমি জানি, তুমি আমাকে আমার স্বপ্ন ও তার অর্থ বলে দিতে পারবে।" দানিয়েল উত্তর দিলেন "হে রাজন্, আপনি আপনার বিদ্যান ব্যক্তিদের যা জিজ্ঞাসা করেছেন, তার উত্তর একমাত্র ঈশ্বরই দিতে পারেন। আপনার পন্ডিতেরা একটা ভুল করেছেন। ঈশ্বর অবশ্যই মানুষের মধ্যে বাস করেন এবং তিনি আমাকে আপনার

স্বপ্ন ও তার তাৎপর্য জানিয়ে দিয়েছেন।" তারপর দানিয়েল যখন নবূখদ্‌নিৎসর রাজাকে তাঁর স্বপ্ন ও স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বললেন রাজা তাঁর সামনে উপুড় হয়ে পড়লেন এবং সেদিনের পর থেকে রাজা দানিয়েল কে 'সেই ব্যক্তি, যার অন্তরে পবিত্র দেব গণের আত্মা বাস করেন' বলে উল্লেখ করতেন (২ অধ্যায়)।

রাজার স্বপ্ন ও স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা, দানিয়েল পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি, অলৌকিক ঘটনার মধ্যে একটি, যা প্রমাণ করে যে অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটা সম্ভব। অন্য চারটি অলৌকিক ঘটনা হলো ঃ অগ্নি কুন্ড থেকে দানিয়েলের তিন বন্ধু উদ্ধার (তিন অধ্যায়), ঈশ্বরের প্রতি নবূখদ্‌নিৎসরের বিশ্বাস স্থাপন (চার অধ্যায়), দেওয়ালের অদৃশ্য হস্তের লেখা (পাঁচ অধ্যায়) এবং সিংহের গর্ত থেকে দানিয়েলের উদ্ধার লাভ (ছয় অধ্যায়)।

এই অলৌকিক ঘটনা গুলির মধ্য দিয়ে, দানিয়েল ও তাঁর বন্ধুরা দেখিয়েছিলেন কিরূপ বিশ্বাস দ্বারা সংকটের মোকাবিলা করা সম্ভব। ঈশ্বরের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতায় তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তাঁরা প্রার্থনা শক্তিতে বিশ্বাস করতেন এবং তাদের বাবিলে বসবাসের জন্য ঈশ্বরের আয়োজিত ব্যবস্থায় তাঁরা সম্পূর্ণ ভাবে আস্থাশীল ছিলেন ।

আপনি কি আপনার জীবনে কখনও এমন কোন সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন, যা অপরিহার্য, অবশ্যম্ভাবী, অসহনীয় এবং আপনার পক্ষে তা মোকাবিলা করা অসম্ভব? দানিয়েল ও তাঁর বন্ধুরা বাবিলে যে সংকটের মধ্যে পড়ে ছিলেন তা ছিল অপরিহার্য, অবশ্যম্ভাবী ও অসহনীয়, যার মোকাবিলা করা অসম্ভব। কিন্তু বাবিলে এইসব সঙ্কটের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে, তাঁরা দেখিয়েছিলেন, কিভাবে সঙ্কটের মোকাবিলা করাযায়।

দানিয়েল পুস্তকের এইসব অলৌকিক ঘটনার কথা চিন্তা করার সময়, আপনি নিজেকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করুন আপনি কি ঈশ্বরের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন? যেখানে আপনি ঈশ্বরের গৌরব করার জন্য বসবাস করছেন, সেখানে আপনাকে রাখার জন্য আপনি কি ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্যের প্রতি আস্থাশীল? আপনি কি এই অলৌকিক ঘটনাগুলি চূড়ান্তভাবে বিশ্বাস করেন ?

এগারো অধ্যায়
"বাবিলের গৌরবজ্জ্বল দিন"

যেহেতু এটি বিদগ্ধপাঠ নয় কিন্তু সমগ্র বাইবেলের আরাধনামূলক সমালোচনা, আপনাদের দানিয়েল পুস্তকের মূল্যায়ন ও এর বার্তা অনুধাবন করার জন্য কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে হবে। বাইবেলের নানা পুস্তকে, বিশেষ বিশেষ তারিখ চিহ্নিত করার জন্য রাজা বা কৈসরের রাজত্বকালের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন যীশুর জন্মের কাহিনী বলার জন্য, লূক লিখিত সুসমাচারের দুই অধ্যায়ের প্রথম পদে 'আগস্ত কৈসরের' নাম উল্লেখিত হয়েছে।

দানিয়েল পুস্তকের প্রথম চারিটি অধ্যায়ে, যে সব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সেইসব ঘটনার কালে, নবূখদ্‌নিৎসর সমগ্র বাবিল সাম্রাজ্যের রাজা ছিলেন। দানিয়েল পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, তাঁর পুত্র বেল্‌শৎসর বাবিলের রাজা হয়েছেন। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে ও ষষ্ঠ অধ্যাযের প্রথম পদে লেখা আছে, পারসিকগণ বাবিল রাজ্য আক্রমণ করে, ঐ রাজ্য টি জয় করেছিল এবং মাদীয় দারিয়াবস সেখানকার রাজা হয়েছিলেন। এই ভাবে দানিয়েল পুস্তকের প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে বাবিল ইতিহাসের সত্তর বৎসরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

বাইবেলের মিশর,অসূরিয়া, বাবিল,পারস্য, গ্রীস ও রোম - পৃথিবী ব্যাপী এই ছয়টি সাম্রাজ্যের নানা ঘটনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণিত আছে। এর মধ্যে দানিয়েলের পুস্তকে দুটি সাম্রাজ্যের ঘটনাগুলি বলা হয়েছে - বাবিল সাম্রাজ্য - সেটি সত্তর বৎসর স্থায়ী হয়েছিল এবং পারস্য সাম্রাজ্য যার অর্ন্তভুক্ত ছিল, মাদীয় - পারস্যের ১২৭ টি প্রদেশ। ইষ্টেরের পুস্তকে ও এসব ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। দানিয়েল তাঁর একটি ভাববাণীতে চারটি সাম্রাজ্যের উল্লেখ করেছেন - বাবিল, পারস্য, গ্রীস ও রোম।

দানিয়েল পুস্তকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুধাবনের জন্য এবং রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের ধন সম্পদ ও আড়ম্বরের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য আপনাকে অবশ্যই বাবিল নগরী সম্পর্কে কিছু জানতে হবে। পুরাতন নিয়মের ঐতিহাসিক পন্ডিতেরা, এই নগরীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা পাঠ করুন ঃ এ নগরে দু লক্ষেরও বেশী লোক বাস করত। আর এখানেই প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য ঝুলন্ত উদ্যান

নির্মিত হয়ে ছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে এ নগরের চারিদিকে প্রায় ১০০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ একটি প্রাচীর ছিল অর্থাৎ প্রতিটি দিকের দৈর্ঘ ছিল প্রায় ২৫ কিঃ মিঃ। ঐ প্রাচীর ১১০ কিঃ মিঃ উচ্চ ছিল এবং তার প্রস্থ ছিল প্রায় ৩০ কি ঃ মিঃ। এটি ভূগর্ভের প্রায় ১১ কিঃ মিঃ প্রথিত ছিল, যেন শত্রুপক্ষ কোন ভূগর্ভস্থ প্রণালী নির্মাণ করতে না পারে। নগর ও প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে ৪০০ মিঃ উন্মুক্ত স্থান ছিল। প্রাচীরটি সুরক্ষার জন্য তার চরিদিকে প্রশস্ত গভীর জলপূর্ণ পরিখা খনন করা হয়েছিল। প্রাচীরের উপরে ২৫০ টি প্রহরী গম্বুজও ছিল।

"নগরটির প্রায় মধ্য স্থান দিয়ে ইফ্রেটিস নদী প্রবাহিত ছিল। নদীর উভয় তীরে ইষ্টক নির্মিত প্রাচীর ছিল এবং রাস্তা ও ফেরীঘাটকে যুক্ত করার জন্য ২৫ টি দ্বার ছিল। সেখানে পাথরের জেটির উপর ১ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ও ১১ কিঃ মিঃ প্রশস্ত একটা সেতু ছিল, যেটি রাত্রিকালে অন্যান্য সেতু গুলোকে সরিয়ে নিত। এ নদীর তলদেশে ৭ মিঃ চওড়া ও ৪ মিঃ উচ্চ একটা সুড়ঙ্গ ছিল। প্রাচীন যুদ্ধ প্রণালী অনুসারে এ নগর অপরাজেয় ছিল"।

দানিয়েলের সময় বাবিল কেবল মাত্র পৃথিবীর নগরই ছিল না, কিন্তু সে সময় এই নগর, পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী সাম্রাজ্য শাসন করত। তথাপি সেই সাম্রাজ্য সত্তর বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। এই নগরের উত্থান থেকে পতন পর্যন্ত দানিয়েল সেখানে ছিলেন। তিনি রাজার বন্ধু ও পরামর্শ দাতা ছিলেন। নবূখদ্‌নিৎসর একজন অতি প্রতিভাধর ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি বাবিল সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন। তিনি সত্তর বৎসরের মধ্যে ৪৫ বৎসর এই সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন।

নবূখদ্‌নিৎসরের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ছিল। দানিয়েল পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা পাঠ করি ঃ "তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বধ করিতেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সজীব রাখিতেন" (১৯ পদ)। আজকের দিনে অনেক লোকের পক্ষে, নবূখদ্‌নিৎসরের ন্যায় একজন স্বৈরাচারী শাসকের চুড়ান্ত কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া কঠিন। অবশ্য আপনি যখন এই মানুষটিকে এক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখবেন আপনি বুঝবেন যে এক অতি অলৌকিক ঘটনাক্রমে , তিনি দানিয়েলের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

দানিয়েল আশ্চর্যভাবে নবূখদ্‌নিৎসরের স্বপ্ন ও সেই স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে, এই জগৎপতির উপর নিগূঢ় প্রভাব বিস্তার করেছিলেন (২ অধ্যায়)। সেই স্বপ্নে নবূখদ্‌নিৎসর একটি মানুষের মূর্তি দেখেছিলেন। মূর্তি মস্তক স্বর্ণ দ্বারা, বক্ষদেশ রৌপ্য

দ্বারা, উদর ও উরু পিতল দ্বারা, জঙঘা লৌহ দ্বারা ও চরণ যুগল কিছুটা লৌহ ও কিছুটা মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত ছিল ।

দানিয়েল এই স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন ঃ মূর্তিটি হল জগতের চারটি বৃহৎ সাম্রাজ্য, আর স্বপ্নের অর্থ হল ঃ "আপনি সেই স্বর্ণময় মস্তক কারণ ঠিক এখন আপনি জগতের সব থেকে ক্ষমতা শালী ব্যক্তি। কিন্তু আপনার ক্ষমতা স্থায়ী হবে না। আপনার রাজ্যের পতন হবে এবং আর একটি রাজ্য তা অধিকার করবে। আর সেই রাজ্যটিই মূর্তির রৌপ্য নির্মিত অংশ। এই পারসিক রাজ্যটি আপনার রাজ্যের ন্যায় বৃহৎ হবে না। তারপর পিতলময় গ্রীস রাজ্য টি গড়ে উঠবে এবং সব শেষের রাজ্যটি হবে রোম সাম্রাজ্য - যেটি মূর্তির লৌহ নির্মিত চরণের চিত্র প্রদর্শন করছে। চরণের দশটি অঙ্গুলি, রোম সাম্রাজ্যের দশটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করছে।"

'তিনি সেই স্বর্ণময় মস্তক', এই কথা শুনে নবূখদ্‌নিৎসর, আপাতভাবে অতিশয় গর্বিত হয়ে উঠলেন। সেইজন্য তিনি এক স্বর্ণময় মূর্তি স্থাপন করে, সকলকে তার সামনে প্রণিপাত ও তার আরধনা করতে বললেন। এই সময়ে তাঁর মনে কোন রূপান্তর হয় নি। কিন্তু পরে আমরা দেখতে পাই, দানিয়েল ও তাঁর তিন বন্ধুর সাক্ষ্য, নবূখদ্‌নিৎসরের উপরে এক নিগূঢ় ও জীবন পরিবর্তন কারী প্রভাব বিস্তার করেছিল, যা তাঁকে সত্য ও জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পরিচালিত করেছিল।

নবূখদ্‌নিৎসরের অনুতাপ

স্বপ্নে নবূখদ্‌নিৎসর দেখলেন যে পর্বত থেকে একখন্ড প্রস্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কিন্তু কোন মানুষ সেটা বিচ্ছিন্ন করে নি। ঐ বৃহৎ অলৌকিক প্রস্তর খন্ড নবূখদ্‌নিৎসরের মুর্তির চরণের উপর পড়ল যে চরণ দুটি লৌহ ও মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত ছিল। ফলে সমগ্র মুর্তিটির পতন হল এবং সেটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল ও তূষের ন্যায় ভূমির উপর দিয়ে উড়ে গেল। দানিয়েল নবূখদ্‌নিৎসরের এই তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বললেন যে ঐ স্বর্ণ,রৌপ্য, পিতল ও লৌহ নির্মিত সব রাজ্যই এক দিন এক অতি প্রাকৃত রাজ্যের কাছে - ঈশ্বরের রাজ্যের কাছে পরাজিত হবে ।

আমরা জানিনা, নবূখদ্‌নিৎসরের কাছে পৌঁছবার জন্য, ঈশ্বর কি ভাবে দানিয়েলের জীবন ও বাক্য ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু দানিয়েল পুস্তকে চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা পাঠ করি, লেখা আছে, "পরাৎপর ঈশ্বর, আমার পক্ষে যে স কল চিহ্ন কার্য ও আশ্চর্য কার্য সাধন করিয়াছেন, তাহা আমি প্রচার করা বিহিত বুঝিলাম। আহা ! তাহার

চিহ্ন সকল কেমন মহৎ! তাঁহার আশ্চর্য কার্য সকল কেমন পরাক্রম শালী । তাঁহার রাজ্য অনন্তকালীন রাজ্য ও তাঁহার কর্তৃত্ব পুরুষানুক্রমে স্থায়ী" (৪:২ - ৩)।

শাস্ত্রের এই অন্যতম অদ্বিতীয় অধ্যায়ে, নবূখদ্‌নিৎসরের আরও একটি স্বপ্ন বর্ণিত হয়েছে। এই স্বপ্নে তিনি অতি উচ্চ বৃক্ষ দেখতে পেলেন সেটি এত উচ্চ যে, পৃথিবীর সকলেরই দৃষ্টিগোচর ছিল। তার শাখা প্রশাখায় এত ফল ছিল যে জগতের সকলেই সেই ফল ভক্ষণ করতে পারত। তারপর স্বর্গ থেকে একজন দূত নেমে আসলেন ও চিৎকার করে বললেন, "বৃক্ষটি ছেদন কর, উহার শাখা কাটিয়া ফেল, উহার পত্র ঝাড়িয়া ফেল এবং উহার ফল ছড়াইয়া দেও; ..... কিন্তু ভূমিতে উহার মূলের কান্ডকে লৌহ ও পিতলের শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ক্ষেত্রের কোমল তৃণ মধ্যে রাখ" (৪:১৪ - ১৫)।

স্বর্গদূত আরো বললেন, "আর সে আকাশের শিশিরে ভিজুক এবং পশুদের সহিত পৃথিবীর তৃণে তাহার অংশ হউক; এবং তাহার হৃদয় মানুষের না থাকিয়া পরিবর্তিত হউক ও তাহাকে পশুর হৃদয় দত্ত হউক এবং তাহার উপরে সাত কাল ঘুরুক " (১৫ - ১৬)। স্বর্গ দূত বললেন যে এই আদেশের উদ্দেশ্য হল, যেন জগৎ জানিতে পারে যে, " মনুষ্যদের রাজ্যে পরাৎপর রাজত্ব করেন, যাহাকে যাহা দিতে ইচ্ছা করেন তাহাকে তাহা দেন ও মনুষ্যদের মধ্যে অতি নীচ ব্যক্তিকে তাহার উপরে নিযুক্ত করেন" (১৭ পদ)।

রাজা বললেন যে, তিনি দানিয়েলকে দ্বিতীয় স্বপ্নের কথা বলেছেন। ভাববাদী সেই স্বপ্নের কথা শোনার পর বিহ্বল ও নীরব হয়ে এক ঘন্টা বসে থাকলেন এবং ঐ স্বপ্নের তাৎপর্য চিন্তা করতে লাগলেন। শেষে তিনি বললেন, "হে আমার প্রভু এই স্বপ্ন আপনার শত্রুগণের প্রতি ঘটুক" (১৯ পদ), আপনার প্রতি না ঘটুক ।

যখন রাজা দানিয়েল কে ঐ স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করলেন, দানিয়েল বললেন ঃ "আপনি মানব-সমাজ থেকে দূরীকৃত হইবেন, মাঠের পশুদের সহিত আপনার বসতি হইবে, বলদের ন্যায় আপনাকে তৃণ ভোজন করিতে দেওয়া যাইবে, আপনি আকাশের শিশিরে ভিজিবেন, এবং আপনার উপরে সাতকাল ঘুরিবে; যে পর্যন্ত না আপনি জানিবেন যে, মনুষ্যদের রাজ্যে পরাৎপর কর্তৃত্ব করেন, ও যাহাকে যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহা দেন" (২৫ পদ)।

অবশ্য দানিয়েল আরো বললেন যে যখন রাজা নবূখদ্‌নিৎসর ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করবেন, ঈশ্বর তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধার করবেন। এরপর দানিয়েল রাজাকে

অনুরোধ করলেন, "আপনি ধার্মিকতা দ্বারা আপন অপরাধ সকল মুছিয়া ফেলুন; হয়ত আপনার শান্তিকাল বৃদ্ধি পাইবে" (২৭ পদ)।

আপাতভাবে তখন দানিয়েল ভাববাদী কয়েকটি পদ লিখে ছিলেন, যার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে এই স্বপ্ন সম্পর্কে ভাববাণী মূলক ব্যাখ্যা পূর্ণ হয়েছিল। এই ভয়ঙ্ক র পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর, নবূখদ্‌নিৎসর দানিয়েলের সত্য ও জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। তিনি স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলে, সর্বশক্তি মান ঈশ্বরের প্রশংসা, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও গৌরব গান করেছিলেন। লক্ষ করুন এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, রাজা নবূখদ্‌নিৎসরকে নিয়ে যাবার জন্য ঈশ্বরের এক বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তাঁকে শেখাতে চেয়েছিলেন যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই মানব রাজ্যের প্রকৃত শাসন কর্তা । ঈশ্বরের এই শিক্ষা শেখার জন্য রাজা নবূখদ্‌নিৎসরকে দীর্ঘ সাত বৎসর পশুর ন্যায় জীবন যাপন করতে হয়েছিল। এই জাগতিক শাসন কর্তার সাংঘাতিক আত্মম্ভ রিতা ছিল, যার জন্য তাঁর মাথা ঈশ্বরের কাছে নত করার জন্য ঈশ্বর কে সাত বৎসর সময় ব্যয় করতে হয়েছিল ।

ঈশ্বর আমাদেরও অনেক সময় আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরিচালিত করেন, যেন আমরা বুঝতে পারি এ জগতও আমাদের জীবন শাসন করার সমস্ত অধিকার তাঁর আছে? যখন এরূপ ঘটে তখন কতদিন সময় অতিবাহিত করার পর আমরা ঈশ্বরকে বলতে পারি, "আমার প্রভু, আমার ঈশ্বর! আমার সকল ভার তুমি গ্রহণ কর। আমার জীবনের উপর তোমারই সর্বময় ও চূড়ান্ত কতৃত্ব বর্তমান থাকুক।"

বারো অধ্যায়

"দানিয়েলের দর্শন ও প্রকাশিত বাক্য"

যেহেতু দানিয়েলের প্রথম ছয়টি অধ্যায় ইতিহাস ভিত্তিক, সেগুলি খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়। শেষ ছয়টি অধ্যায়, প্রকাশিত বাক্য পুস্তক। যিহিষ্কেল ও সখরিয় ভাববাদী পুস্তকের ন্যায় এই শেষ ছয়টি অধ্যায় অনুধাবন করা বেশ কঠিন। যখন আমরা দানিয়েলের এইসব কঠিন দর্শন ও প্রকাশিত বাক্যগুলির তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করি, তখন আমাদের আদর্শ পথ প্রদর্শক হল, দানিয়েল কর্তৃক রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের

প্রথম স্বপ্নের ব্যাখ্যা যা লেখা আছে, দানিয়েল পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। একমাত্র পবিত্র আত্মার শিক্ষামূলক পরিচর্য্যার মধ্য দিয়ে আমরা এই দর্শন গুলি বুঝতে পারি। এই দর্শনগুলি আমাদের ও জগতের কাছে, ঈশ্বরের অতি মহান কার্য্যের ভাববাণীমূলক প্রকাশিত বাক্য।

আমরা নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে, দানিয়েলের প্রাপ্ত দর্শন ও তাঁর কাছে প্রকাশিত বাক্যগুলি অনুধাবন করতে পারি প্রথমত ঃ দর্শনের প্রতীক গুলি লক্ষ্য করুন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত, দানিয়েলের প্রথম জটিল দর্শনে, যে প্রতীক চিহ্ন দেখা যায়, তারসঙ্গে নবূখদ্‌নিৎসরে প্রথম স্বপ্নের সাদৃশ্য আছে।

মহা সমুদ্রের চরিদিক থেকে প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত হল এবং চারটি বৃহৎ জন্তু সমুদ্র থেকে উত্থিত হল। চতুর্থ জন্তুটি ভয়ঙ্কর ও অতি ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সেটি অন্য জন্তুগুলিকে ধবংস করেদিল, কিন্তু ধবংস করার পূর্বে ঐ জন্তুটির দশটি শৃঙ্গ গড়ে উঠেছিল। তারপর সেই দশটি শৃঙ্গ থেকে, একটি ক্ষুদ্র শৃঙ্গ গড়ে উঠল। ঐ শৃঙ্গের চোখ ও মুখ বৃহৎ ছিল যা অতি দর্পের কথা বলত।

দ্বিতীয়ত ঃ ঐ প্রতীকচিহ্ন গুলির কার্য ও প্রতিকার্যগুলি লক্ষ্য করুন। তারপর এই পরিচ্ছেদে তার যে প্রত্যাদৃষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেগুলি অনুধাবনের চেষ্টা করুন। তখন আপনি প্রার্থনা সহকারে পবিত্র আত্মাকে তার অর্থ প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করুন। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন এখানে কি বলা হচ্ছে ? এর অর্থ কি ? তাদের কাছে এর অর্থই বা কি ছিল? এবং আমাদের কাছে এর কি অর্থ প্রকাশ করা হচ্ছে ?

সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত দানিয়েলের দর্শনের প্রত্যাদৃষ্ট ব্যাখ্যায় আমরা পুনরায় চারটি বৃহৎ রাজ্য দেখতে পাচ্ছি । "ঐ চারি বৃহৎ জন্তু চারিটি রাজ্য, তাহারা পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইবে। কিন্তু পরাৎপরের পবিত্র গণ রাজত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং চিরকাল যুগে যুগে রাজত্ব ভোগ করিবে" (১৭ - ১৮ পদ)। একটি চতুর্থ রাজ্যের আবির্ভাব হবে , এবং সেটি ঐ পূর্বের রাজ্য গুলিকে গ্রাস করিবে। দশটি শৃঙ্গ হল , ঐ রাজ্যের দশ জন রাজা। "তাহাদের পরে আরএক জন রাজা উঠিবেন, সে পূর্ববর্তী রাজাদের হইতে ভিন্ন হইবে এবং তিনজন রাজাকে নিপাত করিবে। সে পরাৎপরের বিপরীতে কথা কহিবে, পরাৎপরের পবিত্র গণকে শীর্ণ করিবে এবং নিরূপিত সময়ে ও ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে মনস্থ করিবে, এবং এককাল, দুইকাল, ও অর্ধকাল পর্যন্ত তাহারা তাহার হস্তে সমর্পিত হইবে" (২৪ - ২৫)।

বাইবেলে যখনই শৃঙ্গের কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা ক্ষমতা কে বোঝান হয়েছে যেমন একটি জন্তুর শৃঙ্গ অন্য জন্তুদের ছিন্নভিন্ন করে দিল। এই দশটি শৃঙ্গ ও একটি ক্ষুদ্র শৃঙ্গ ক্ষমতা বা রাজ্যের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে ।

অনেকে এই চতুর্থ রাজ্যটিকে পুনরুত্থিত প্রমাণ সাম্রাজ্য রূপে বর্ণনা করেছেন। নবূখদ্‌নিৎসরের মূর্তির সেই লৌহ নির্মিত চরণ দুটি চতুর্থ রোম সাম্রাজ্যের প্রতীক ছিল। অনেকে মনে করেন এই দর্শনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের কোন এক সময় পুনরুত্থিত রোম সাম্রাজ্যকে দেখান হয়েছে। আবার অন্য অনেকে বলেন যে এই চতুর্থ রাজ্য টি অন্যান্য রাজ্য থেকে অধিক ভয়াবহ। এটি ঈশ্বরের রাজ্যের চিত্র প্রদর্শন করে এবং ঈশ্বরের প্রকাশিত ক্রোধ সম্পর্কে ভাববাণী বলে।

আমার অভিমত এই যে দানিয়েলের এই সব ভাববাণীর ব্যাখ্যা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নাই। এই সব ব্যাখ্যা ঠিক হোক বা না হোক সপ্তম অধ্যায়ে দানিয়েলের ভাববাণী সম্পর্কে আমাদের একটি সত্য স্মরণে রাখতে হবে ঃ আপনি ঈশ্বরের এক জন প্রজা, অতএব আপনি তাঁর রাজ্যের একটি অংশ বিশেষ। এই সব দর্শন এক আশাবাদী উক্তি দ্বারা শেষ করা হয়েছে। এই সব দর্শনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের যে রাজ্যের চিত্র ফুটে উঠেছে সেটি অন্য সব রাজ্যকে জয় করেছে এবং একটি চিরস্থায়ী রাজ্য স্থাপন করেছে।

সত্তর সপ্তাহের দর্শন

দানিয়েলের সব থেকে বিখ্যাত দর্শন বা ভাববাণীমূলক প্রকাশিত বাক্য কে বলা হয় "সত্তর সপ্তাহের দর্শন।" দানিয়েল আমাদের বলেছেন যে যখন তিনি যিরমিয়র ভাববাণী পাঠ করছিলেন, তিনি বুঝতে পারলেন যে ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দের বাবিলের নির্বাসন থেকে ফিরে আসার সময় হয়েছে। যিশাইয় ও যিরমিয় উভয়ই বলেছেন যে যিহূদার লোকেরা বাবিলের সত্তর বৎসর নির্বাসিত জীবন যাপন করবার পর আবার নিজেদের দেশে ফিরে আসবে। দানিয়েল যখন পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের আরম্ভে আমাদের বলছেন যে তিনি এখন মাদিয় দারিয়াবসের শাসনাধীনে আছেন এবং এখনই তিনি নির্বাসনের সত্তর বৎসর শেষ হওয়ার সময়টিকে চিহ্নিত করছেন।

নবম অধ্যায়ে দানিয়েল যখন তাঁর অতি অপূর্ব প্রার্থনাটি উচ্চারণ করছেন তিনি ঐ সত্তর বৎসরের সমাপ্তিতে, আবেগ বিহ্বল হয়ে উঠেছেন। যদিও দানিয়েল বাইবেলের পবিত্রতম চরিত্র গুলির অন্যতম, তথাপি তিনি নিজেকে পাপী মানুষের সমতুল্য করে

তাঁর প্রার্থনায় বত্রিশ বার বলেছেন, "আমাদের পাপ", "আমরা পাপ করেছি"।

দানিয়েল ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। তিনি বারংবার একথা বলেছেন, "হে ঈশ্বর তুমি কেবল মাত্র আমাদের ক্ষমাই কোর না ,কিন্তু তুমি সদা সর্বদা আমাদের সংশোধিত কর।" তাঁর প্রার্থনায় তিনি উত্তেজিত ভাবে বলছেন যে ঈশ্বর শুধুমাত্র ক্ষমাই করবেন না, তিনি তাঁর প্রজাবৃন্দ কে উদ্ধারও করবেন।

দানিয়েলের প্রার্থনা কালে গাব্রিয়েল দূত তাঁর সামনে এসে বললেন ঃ "তোমার বিনতির আরম্ভ সময়ে আজ্ঞা নির্গত হইয়াছিল তাই আমি তোমাকে সংবাদ দিতে আসিলাম," (৯:২৩)। দানিয়েলের প্রার্থনার প্রতি ঈশ্বরের এই উত্তর, বাইবেলে লিখিত মশীহ সম্পর্কিত ভাববাণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা যথাযথ দর্শনটি মূলতঃ এই ঃ তোমার জাতি ও তোমার পবিত্র নগরী সম্পর্কে সত্তর সপ্তাহ নিরূপিত হইয়াছে - অধর্ম সমাপ্ত করিবার জন্য, পাপ শেষ করিবার জন্য, অপরাধের প্রায়শ্চিত করিবার জন্য, অনন্ত কাল স্থায়ী ধার্মিকতা আনয়ন করার জন্য, দর্শন ও ভাববাণী মুদ্রাঙ্কিত করিবার জন্য এবং মহা পবিত্রকে অভিষেক করিবার জন্য।

প্রত্যাবর্তনের এই শুভ সংবাদের সঙ্গে মিশে আছে, যীশুখ্রীষ্ট - সেই মশীহের প্রথম আগমন বার্তা। এই অসাধারণ ভাববাণীর সঙ্গে কয়েকটি সহজ অঙ্ক অন্তর্ভুক্ত থাকতে দেখা যায়। ঈশ্বর দানিয়েলকে বলছেন; নির্বাসন যেমন সত্তর বৎসর স্থায়ী হয়েছিল, নির্বাসন ও মশীহের আগমনের মধ্যে সাতগুণ সত্তর বৎসর বা চারশত নববই বৎসর অতিক্রান্ত হবে। এই বৎসর গুলিকে সপ্তাহে ভাগ করতে হবে। (যেমন সাত দিনে এক সপ্তাহ) অর্থাৎ ৪৯০ বৎসর কে সাত দিয়ে ভাগ করতে হবে। তখন যে সত্তর বৎসর সময় পাওয়া যাবে, সেই সময়কে এই ভাবে ভাগ করতে হবে ঃ সাত বৎসর, বাষট্টি বৎসর ও এক বৎসর। সেই বৎসরের মধ্যবর্তীকালে সেই অভিষিক্ত ব্যক্তি কে 'বিচ্ছিন্ন করা' হবে অর্থাৎ মেরে ফেলা হবে।

এই ভাববাণীতে দেখা যায় রাজা কোরস যখন তাদের যিরূশালেম পুর্ননির্মাণের জন্য প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়ে ছিলেন। সেই সময়টি উল্লেখিত হয়েছে। তিনবার এই প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল, এবং মূল প্রত্যাবর্তন হয়েছিল ৪৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। আপনি ৬২ টি বৎসরের সঙ্গে সাত যোগ করে, ফলাফল সাত দিয়ে গুণ করলে পাবেন ৪৮৩ বৎসর। খ্রীঃ পূর্ব ৪৫৭ অব্দ থেকে ৪৮৩ বৎসর এগিয়ে এলে পাওয়া যায় ২৬ খ্রীঃ। পন্ডিত গণের মতানুসারে এই সময় থেকে মশীহ তাঁর সেবা মূলক পরিচর্য্যা কার্য শুরু করেছিলেন। তারপর সাত বৎসর সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেই পবিত্র ব্যক্তিকে

বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। পন্ডিত গণ বলেন যে ২৬ খ্রীঃ তিন বৎসর ও অর্ধ বৎসর পর যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিলেন।

যদিও পুঙ্খানুপঙ্খ বিষয়ে পন্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে কিন্তু এই ভাব-বাণী সম্পর্কে একটি বিষয়ে স্পষ্ট যে এটি মশীহের আগমন ও ক্রুশারোপণ সম্পর্কে ও তাঁর স্থাপিত অনন্তকালীন রাজ্য সম্পর্কে এক আশ্চর্যজনক ভাববাণী। এই রাজ্যের চিত্র নবূখদ্‌নিৎসরকে তাঁর দ্বিতীয় স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল এবং দানিয়েল সেই স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন! (২:৩৪, ৩৫, ৪৪, ৪৫)। সেই রাজ্যটিকে একটি প্রকান্ড প্রস্তর রূপে দেখান হয়েছিল - ঐ প্রস্তরটি জগতের চারটি রাজ্যের চিত্র প্রদর্শনকারী মূর্তির পাদদেশে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, এবং তারা তুষের ন্যায় উড়ে গিয়েছিল।

মূর্তির যে অংশের উপর এই প্রস্তর নিক্ষি প্ত হয়েছিল, সেটি রোমান সাম্রাজ্যের প্রতীক। এটি সূক্ষ ভাবে কিন্তু স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছিল যে রোমীয় সাম্রাজ্য কালে যীশু তাঁর রাজত্ব আরম্ভ করেছিলেন। আর ঈশ্বরের সেই রাজ্য যেটি যীশু উদ্বোধন করেছিলেন, সেটি রোম সাম্রাজ্য ধবংস হয়ে যাবার পরেও এ জগতে বর্তমান ছিল এবং তার কোন শেষ নাই।

আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এই ভাববাণীর প্রয়োগ

এই আশ্চর্যজনক দর্শন/ভাববাণীর স্বতঃসিদ্ধ তাৎপর্য ও প্রয়োগ হল এই যে যারা এই চিরস্থায়ী রাজ্যের প্রজা তারা অনন্ত জীবন লাভ করবে কারণ তারা এই চিরস্থায়ী রাজ্যের অংশ।

এই রূপকটি পরিবর্তিত করে বলা যায়, যদি আপনি একজন বিশ্বাসী হন, যদি ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দের একজন হন, তাহলে আপনি সেই সৈন্যবাহিনীর একজন সৈনিক, যে সৈন্যবাহিনী ভাল ও মন্দের যুদ্ধে জয়লাভ করতে অগ্রসর হয়। এই ভাল ও মন্দের যুদ্ধ হাজার হাজার বৎসর ধরে চলে আসছে। আজকের দিনেও জগতের বহু স্থানে সেই যুদ্ধ দেখা যাচ্ছে। যুদ্ধের ক্ষেত্রে অবিরত পরিবর্তিত হচ্ছে, ভাল ও মন্দের স্বরূপ পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু যেদিন কয়িন তার ভাই হেবেলকে বধ করেছিল, সেইদিন থেকে শুরু করে এই যুদ্ধ আজও সংঘটিত হয়ে চলেছে ।

স্বর্গের নাগরিকগণ

প্রেরিত পৌল বলেছেন যে আমরা স্বর্গের নাগরিক এবং শাস্ত্রে বলা হয়েছে,

বিশ্বাসী ব্যক্তিরা তীর্থযাত্রীর ন্যায় এক বিশেষ নগরের অন্বেষণ করার জন্য এই জগতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। সেই নগরের ভিত্তিমূল ঈশ্বর নির্মাণ করেছেন। ঈশ্বর বিশ্বাসীদের জগতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং সেই নদী যখন ঈশ্বরের নগরে পৌঁছাবে, তখন সেখানে মহানন্দ দেখা দেবে, (ইব্রীয় ১১:১৩ - ১৬; গীতসংহিতা ৪৬:৪, ৫)।

আপনি কি ঈশ্বরের অনন্ত রাজ্যের একজন প্রজা? আপনি কি সেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন, যেটি যীশু ও তাঁর পিতা ঈশ্বর অবশ্যই জয় করবেন? যীশু খ্রীষ্ট রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু, এবং যাঁরা এজগতের মন্দ শক্তিকে শেষ পর্যন্ত জয় করবে, তাদের নেতা। যদি আমরা তাঁর প্রকৃত শিষ্য হতে পারি তাহলে আমরা তাঁর আত্মিক সৈন্যদলের সৈনিক হতে পারব। আমরা হয়ত ছোট খাটো সংঘর্ষে হেরে যাব কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা সেই যুদ্ধে জয়ী হব। আর অনন্ত কাল আমরা এই বাস্তব জ্ঞান নিয়ে জীবন যাপন করব ঃ আমরা যত বেশী তাঁর জয়ের অংশীদার হতে পারব, সেটাই আমাদের অনন্ত জীবনের গুণগত মান নির্ধারণ করবে।

Isaiah Through Daniel
Booklet - 8
Bengali

Cover Credit : Cynthia Kingston
Printed by : Canaan Press, Chennai

For additional Booklets write to

India Bible Literature
67, Beracah Road, Kilpauk,
Chennai - 600 010
Ph. : 6425166 Fax : 6428298
E-mail : ibl.maa@iblchennai.org.

Isaiah Through Daniel
Booklet - 8
Bengali

India Bible Literature
67, Beracah Road, Kilpauk
Chennai - 600 010

(For Private Circulation only)

ICM/Ben-8/2004